তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী

এবং

সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি।

শ্রীতারাধন তর্কভূষণ প্রণীত।

কলিকাতা,

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে। শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহাশয়

করকমলেষু

মহাশয়,

জগতের প্রায় সকলেই বাহ্য-চাক্‌চক্যশালী বস্তুরই সমা বহুমান করিয়া থাকেন, কোন বস্তুর অন্তঃসারের প্রতি লক্ষ্য ব বিরল লোকে করেন। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সক অকর্ম্মণ্য সুবর্ণের যতদূর গৌরব করেন, তাহার সহস্রাংশের এ অংশও লৌহের করেন কি না সন্দেহ। অথচ লৌহ ও স্বর্ণ এ উভয়ে অন্তঃসারে সকলেই সুপরিচিত; সকলেই জানেন যে, সুবর্ণদ্বা জগতের কোন বিশেষ উপকার নাই, এবং লৌহ ব্যতীত মানবজীব কোনক্রমেই এক মুহূর্ত্ত স্বচ্ছন্দে অতিবা‌ন করিতে পারে না তথাপি কেহই লৌহকে স্বর্ণের প্রতিযোগী ম‌ন করেন না। যেহে অকর্ম্মণ্য সুবর্ণের ন্যায় কর্ম্মঠ লৌহের উজ্জ্বল চ‌কচক্য নাই, ও লৌ বাহ্যাকার অতি কদর্য্য ও শ্রীভ্রষ্ট। কেবল, একমাত্র অয়স্কান্ত ম হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি তাদৃশ মহামূল্য দ্রব্যজাত থাকি কদাকার লৌহেতেই প্রবণ। এই গুণেই প্রাচীন আ‌র্য্য‌ ম অয়স্কান্তকে মণি বলিতেন। আ‌ বলি—দিগ্‌দর্শনজনয়িতা অয়স্ক দিগ্বিদিক্ জ্ঞান আছে বলিয়াই হীরক প্রভৃতি বাহ্য-চাক্‌চ বস্তুজাতকে তুচ্ছ করিয়া কেবল অন্তঃসারব‌ান্ লৌ‌েতেই তা হ‌, এতদূর আকৃষ্ট হ‌ যে, বিশুদ্ধ লৌহ ইহা‌ সং‌স্পর্শে আ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ লৌহ চুম্বকের সাহচর্য্যে স্বয়ং ‌ক ‌

ইরূপ মহাশয়ও প্রাকৃতবৎ জগতের চাকচক্যে বিমোহিত হন নাই ; াহার্য্য শোভারহিত তারানাথ-লৌহে মহাশয় আসক্ত ছিলেন। এবং কবল সেই কারণেই, সেই পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ করিয়াই আজ তাঁহার এই তজীবনী কক্ষস্থ করিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিংস্বরূপ ছিলেন হা আপনি যথাযথ জানিতেন। অতএব, আপনি ইহার যোগ্যপাত্র বেচনায় তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি আপনার করকমলে ম্মান উপহার দিতেছি। বর্ব্বর লেখকের দোষে ইহাতে অনেক ষ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা এক্ষণে মহাশয়ের হস্তে পতিত াতে ইহার সকল দোষ অন্তর্লীন হইবে। ধাতু বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত লে তৎক্ষণাৎ তাহার শ্যামিকা বিগলিত ও বিলুপ্ত হয়। মহাশয়ের রকমল-স্পর্শে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মলরাশি আজ বিলুপ্ত হউক। শেষদর্শন তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের করপল্লবে সংলগ্ন হইয়া মণিকাঞ্চন যোগ হউক। নেকগুলি অবশ্য-জ্ঞেয় বিষয় মহাশয়েরই প্রসাদাৎ ইহাতে বিন্যস্ত য়াছে। অতএব, ইহাতে যাহা কিছু সার আছে, তাহা মহাশয়েরই কট প্রাপ্ত, এবং ইহার অসার অংশের আমিই জনিতা। মধিকমিতি।

কাল্‌না
১লা জ্যৈষ্ঠ
১৩ ০ সাল। }

বিনয়াবনত—
শ্রীতারাধন শর্ম্মা।

ভূমিকা।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত খানি আমার তাতপাদ অনেক দিন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধারণের নিকট ইহা আদৃত হইবে কি না সন্দেহপ্রযুক্ত তিনি এ পর্য্যন্ত ইহা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। সংপ্রতি আমি ইহার পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পাঠে মর্ম্মাবগত হইয়া দেখিলাম যে, যদি কোন জীবনচরিত-পাঠে পাঠকের কোন উপকার হয়, তবে তর্কবাচস্পতির এই জীবনী সর্ব্বাগ্রে পাঠ করা উচিত। যদি কেহ "আলস্যং যদি ন স্যাৎ জগত্যনর্থঃ কো ন স্যাৎ বহুধনকো বহুশ্রুতো বা" এই শ্লোকের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিতে চান, তবে অক্লান্ত পরিশ্রমী তারানাথে এই জীবনী বারম্বার পাঠ করুন। যদি কাহারও "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং উপৈতি লক্ষ্মীঃ" এই বাক্যে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তিনি দেখুন যে, অসহায় তর্কবাচস্পতি একমাত্র উদ্যোগে নির্ভর করি কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় তারান তর্কবাচস্পতি বণিগ্‌ব্যবসায়দ্বারা যৎপরোনাস্তি ঋণগ্রস্ত ও লোকে নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন দেখিয়া যদি কাহারও "বাণিজ্যে বস লক্ষ্মীঃ" এ কথায় সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তবে এই জীবনীর অন্ত পাঠ করিলেই তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইবে। নিরত শারীরিক মানসিক পরিশ্রমে শরীর কিরূপ সুস্থ ও সবল, এবং মস্তিষ্ক কি সতেজ থাকে, তাহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তারানাথকে দেখুন। এবং মনুষ্যের কেবল স্বার্থো কেবল থাকিলেও যে দেশের অশেষ উন্নতি স কেহ সুস্পষ্ট দেখিতে চান, তবে দেখুন যে, আগি

প্রণয়ন ও মুদ্রণ করিয়া তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত বিদ্যার কি মহতী উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার আবাল্য আচরণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যিনি অনলস ও নিয়ত কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, পাপ-পিশাচ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না; এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিরা প্রায়ই নাস্তিক হন না, ও ছোট বড় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন। এবং সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত, অনাদৃত ও অপ্রচলিত কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাও রীতিমত শিক্ষা করিলে জগতে কতদূর মহোন্নতি লাভ ও নাম চিরস্থায়ী করিতে পারা যায়, তাহা সকলে সুস্পষ্ট দেখুন।

কিরূপ শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা আপন শিক্ষণীয় সন্তানগণকে অধ্যয়নে অনুরক্ত ও উন্নতীচ্ছু করিতে পারা যায়, তাহা যদি কোন পিতা শিক্ষা করিতে চান, তিনি তারানাথ-পিতার সেকেলে শিক্ষা-প্রণালীর অনুসরণ করুন। ইত্যাদি নানা কারণে এবং প্রত্যক্ষ উদাহরণদ্বারা দ্যাভ্যাসে বীতরাগ ইদানীন্তন বঙ্গীয়দের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই ক্ষুদ্র বনীখানি আমি প্রচারিত করিলাম। যদিচ তাতপাদের ন্যায় মারও দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কৃতবিদ্য ইংরাজিজ্ঞ মহাশয়দের নেকেই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অসভ্যবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবনী ঠ আপনাদের মর্য্যাদাহানি মনে করিবেন, তথাপি যদি তাঁহাদের নও কোন গতিকে ইহার কিয়দংশও পাঠ করেন, তাহা হইলেও ন কৃতার্থম্মন্য হইব।

দ্বিতীয়তঃ, তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির জীবনী প্রচার না করায় আমরা ঃজ্ঞতা-দোষ-দূষিত হইতে পারি। উক্তরূপ যুক্তিচয়ে নির্ভর আমি ইহা প্রচার করিলাম। এবং এই গ্রন্থের নায়ক বক্ত ... ত; অতএব এই জীবনী অতি রঞ্জিত বা অত্যুক্তি-কেই পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

পরিশেষে, অশেষ রত্নের আকর, সুমধুর ও জগতের সর্ব্বোচ্চ ভাষাতে যাঁহার কিছুমাত্র আদর বা শ্রদ্ধা আছে, তারানাথের জীবনী পাঠ করা তাঁহার সর্ব্বাগ্রে উচিত। এবং যিনি প্রতিনিয়ত অশেষ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও—প্রত্যহ যথাকালে স্বধর্ম্মোপাসনা ও স্বহস্তে পাক, রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, বহুবিধ বণিগ্ব্যবসায়ে মনোনিবেশ, স্বগৃহে নানা দিগ্দেশাগত বিদ্যার্থীদিগকে পাণিনি, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, জ্যোতিষ, স্মৃতি, বৌদ্ধ প্রভৃতি অতি দুরূহ শাস্ত্রনিকর অধ্যাপন, ধনী লোকদের ক্রিয়াগৃহে অধ্যক্ষতা ও দেশ বিদেশে গিয়া নিমন্ত্রণ-বিদায় গ্রহণ করিয়াও—যিনি জীবনের শেষভাগে অত্যল্পকালমধ্যেই তাদৃশ বিস্ময়কর সুবৃহৎ গ্রন্থনিকর অন্যের বিনা সাহায্যে প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তিনি কিরূপ বিস্ময়কর ব্যক্তি ছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার মত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত অতি বিরল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব, এরূপ ব্যক্তির জীবনী প্রচারে জগৎ শিখিতে পারে যে, কিরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়। যেহেতু, সদ্ব্যবহৃত সময়ই মনুষ্যের প্রকৃত জীবিতাবস্থা, এবং অপব্যয়িত সময়কেই মনুষ্যের মৃতাবস্থা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মা লোক আর মৃত দেহে কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, নিষ্কর্ম্মাদের জগতে অবস্থিতি অশেষ অনর্থের মূল; এবং আমার মতে নিষ্কর্ম্মা শব্দের প্রতিশব্দ দুষ্কর্ম্মা।

আজ কাল আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, সংস্কৃত বিদ্যা অর্থকরী নহে বলিয়া সকলেই ইহাতে একবারে সম্পূর্ণরূপে বীতরাগ হইয়াছেন। দেশের এরূপ অবস্থায় তারানাথের সংস্কৃত বিদ্যায় [illegible]ধারণ ও লোকাতিশায়িনী বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা [illegible]বিষয় যথাযথ[illegible]রূপে বিবৃত করিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন কি না সন্দেহ প্রযুক্ত [illegible]কর্ত্তা তাঁহার জীবনী এরূপ অতি সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচি[illegible] কতি-

পদ্যমাত্র পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি ইহাতে বঙ্গীয়দের কিঞ্চিন্মাত্রও আদর দেখিতে পাই তবে, পরে তাঁহার সবিশেষ ইতিহাস প্রচার করিবার মানস রহিল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার অধিকতর চর্চ্চা থাকায় তত্রত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে তারানাথের প্রতি অধিকতর ভক্তি ও সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সুসভ্য ও উন্নতিশীল জর্ম্মাণ ও ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং মার্কিন দেশে সংস্কৃত ভাষায় ইদানীং অনুরাগ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত ম্যাক্‌সমুলার প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাবিদ্ দূরদেশবাসীরা তারানাথকে যতদূর সম্মান করেন, তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ তাহার সহস্রাংশের এক অংশও করেন কিনা সন্দেহ। স্বদেশের যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিকে অনাদর করা যদি দেশের অবনতির প্রধান চিহ্ন হয়, তবে তারানাথের প্রতি সকলে এরূপ হতাদর হওয়াতেও দেশের বড়ই অমঙ্গল-লক্ষণ দেখা যাইতেছে; এবং ইহা বাঙ্গালিমাত্রেরই পক্ষে যে, দুঃখের বিষয় ও অত্যন্ত লজ্জার কথা তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কালনা
২৪এ বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য।

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৭৯	১৪	বিক্রিত	বিক্রীত।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী

এবং

সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কেন তাঁহারা বাঙ্গাল?

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াল সব্‌ডিভিজনের অন্তঃপাতী শান্‌হাটী গ্রামে মুকুন্দরাম তর্কবাগীশ বাস করিতেন। মুকুন্দরাম প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে সুব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যে প্রথিতনামা হইবার পূর্ব্বেই অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েন। এবং তিনি লোকান্তরিত হইবার অগ্রেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মুকুন্দরাম তর্কবাগীশ লোকযাত্রা-সম্বরণ-কালে একটীমাত্র পুত্র রাখিয়া যান। ঐ পুত্রের নাম রামরাম ভট্টাচার্য্য। পিতৃবিয়োগ-কালে রামরামের বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এবং তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তৎকালে বাৎস্যবংশীয় কাণ্ডারিরা বাল্যবিবাহকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অতি কদর্য্য প্রথা মনে করিতেন। এই কারণেই মুকুন্দরামের বংশজাতগণ সকলেই অদ্য পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ, তীক্ষ্ণধী ও সুস্থকায় ছিলেন। যদিচ রামরামের অতি শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার

পিতাই মাতার ন্যায় তাঁহার লালন পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুন্দরাম ইদানীন্তন নির্ব্বোধ বাঙ্গালি পিতা বা মাতার ন্যায় অযথা-কালে পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূমুখ-দর্শনদ্বারা চরিতার্থতা-লাভে লোলুপ বা তন্নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হয়েন নাই। তৎকালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি স্বয়ংই রামরামকে প্রথমতঃ সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও সামান্যরূপ কাব্য পড়াইয়া তৎপরে প্রাচীন স্মৃতি পড়াইতে লাগি-লেন। কিন্তু রামরামের দুরদৃষ্টক্রমে, আমার বিবেচনায় সৌভাগ্য-ক্রমে, তাঁহার পাঠ সমাপ্ত না হইতেই তাঁহার পুত্রবৎসল পিতা তাঁহাকে অসহায় রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রামরামের এই সময় অতীব করুণাজনক! মুকুন্দরাম যদিচ সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যে এপর্য্যন্ত তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারায় কিছুমাত্র সঙ্গতি করিয়া যাইতে পারেন নাই। এবং তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিও তাদৃশ ছিল না যে, তদ্দ্বারা রামরামের স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইতে পারে। রামরামের আত্মীয় স্বজনেরাও কেহ তাঁহার ভরণ-পোষণ বা বিদ্যাধ্যয়নের ভার লইলেন না। যদিচ রামরাম তৎকালে নিতান্ত পোগণ্ড ছিলেন না, কিন্তু অপর কেহ তাঁহার পোষ্য ছিল না, এবং যতদূর বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বীয় উদরান্নের নিমিত্ত কোন ভাবনাই ছিল না। তথাপি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ পিতার অকাল-মৃত্যুতে গৃহে একাকী বাসে তাঁহার মন উদাস হইয়া পড়িল। এবং কিরূপে পাঠ-সমাপন করিবেন তাহাই ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বারাণসী-তীর্থে গিয়া বিদ্যা-ধ্যয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়া তথায় যাত্রা করিলেন। যৎসামান্য যা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তৎসমুদায় বিক্রয়দ্বারা যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহাই সম্বল করিয়া পাদব্রজে কাশী যাত্রা করিলেন। তথায় প্রায় দশ বৎসর বাসপূর্ব্বক অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি,

ভাষ্য, বেদান্ত ও সামবেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পুনরায় অর্থাভাবে পদব্রজেই স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে তিনি অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাখর্য্য-প্রভাবে তত্রত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর দত্ত বিদ্যাধর ও তর্কসিদ্ধান্ত দুইটী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে প্রথমতঃ পাটনায় রায় বৈদ্যনাথ, তৎপরে ত্রিহুত জেলাস্থ নরহুন-গ্রামনিবাসী কাশীরাজের জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিদ্যা-প্রতিভা ও অকৃত্রিম সদাচরণে বিমোহিত হইয়া স্ব স্ব কুলগুরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন। এবং তাঁহার উপজীব্যার্থে উক্ত রায় বৈদ্যনাথ ত্রিহুত জেলায় বাঙ্গারহাট্টা, পাঁড়ো ও সিম্রি নামক তিনখান গ্রাম গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিলেন। তিনি কিছুকাল বাঙ্গারহাট্টায় বাস করিয়া কেবল ধর্ম্ম চর্চ্চা ও মৈথিলী পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় কালক্ষেপ করিয়া তথায় বিলক্ষণ যশোলাভ করিলেন, এবং ঐ অঞ্চলে সর্ব্বত্র গোঁসাইজি নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সদাচরণের সুনাম অল্প দিনে এতাদৃশ বিস্তৃত হইল যে, ত্রিহুত জেলার জজ-মাজিষ্ট্রেট তাঁহার জজ-পণ্ডিতী পদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে অযাচিত অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে অচিরে বর্দ্ধমানের নবপ্রতিষ্ঠিত জজ-পণ্ডিতী পদে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে নিরতিশয় অধ্যবসায়, মতস্থৈর্য্য ও সদাচরণ প্রভাবে পানহাটীর দীন বাঙ্গাল মুকুন্দরামের স্বজন-পরিত্যক্ত অসহায় পুত্র অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিপুল ধনী ও রাজদ্বারে উচ্চপদে অধিরূঢ় হইলেন। এই সময়ে তিনি কাল্‌নার সন্নিহিত আনকোল গ্রামে বিবাহ করিয়া ভাগীরথীতটে অম্বিকা গ্রামে (১)

(১) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা গ্রামের মধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র পল্লীর নাম অম্বিকা। তাঁহার বাসের পর হইতেই অম্বিকা সর্ব্বত্র প্রথিত হইল। অদ্যাবধি অনেকেই কালনাকে অম্বিকা-কালনা বলিয়া থাকেন।

বাসগৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিলেন। আর পুনরায় তিনি স্বদেশ শান্‌হাটীতে প্রত্যাগমন বা বিবাহাদিদ্বারা জন্মভূমির সহিত কোন সংস্রব রাখেন নাই। কিন্তু তথাপি অদ্যাবধি তারানাথ প্রভৃতি তদ্বংশীয়দিগকে কেন যে লোকে বাঙ্গাল বলে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। (২)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তারানাথের পাঠাবস্থা।

রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত তারানাথেব পিতামহ। রামবামের গুণগ্রাম সম্পূর্ণরূপ বর্ণনে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় তাঁহার অতঃপর জীবনী অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

রামরামের পত্নী যৎকালে দুই কন্যা এবং শিবদাস নামে এক পুত্র প্রসব করিয়া পরলোক গমন কবিলে তিনি পুনরায় হুসুমপুর গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে প্রথমে দুর্গাদাস ও তাহার কিছুদিন পরে খ্রীষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে কালিদাস নামে দুই পুত্র ক্রমশঃ জন্মে। রামরাম তর্কসিদ্ধান্তের এই কনিষ্ঠ পুত্র অসাধারণ ধীসম্পন্ন ও অশেষ সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধর্ত্তা জগদ্বিখ্যাত চিরস্মরণীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতির পিতা।

(২) প্রতি কথায় "শিব শিব" বলিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে শিবশিব ভট্টাচার্য্য বলিত।

রামরাম স্বয়ং যৎপরোনাস্তি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সুতরাং পুত্র-ত্রয়েরও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্নবান্ ছিলেন। প্রথম পুত্র শিবদাসভট্টাচার্য্য কৃতদার হওয়ার পরেই অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হয়েন। মধ্যম পুত্র, অতঃপর বড়কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত, পিতার নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবামাত্র রামরাম তাঁহাকে স্বীয় জজ-পণ্ডিতী পদে অভিষিক্ত করাইয়া (১) অচিরে সংসার আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশীধামে গিয়া পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এবং তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ ও শিব স্থাপন করিয়া অল্পকালেই কাশী লাভ করিলেন। বেদ-বেদান্তবিৎ রামরামের বংশীয়গণ তাঁহার উপদেশানুযায়ী শ্রৌত ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন এপর্য্যন্ত কখনও বাঙ্গালিদের ন্যায় অশাস্ত্রীয় লক্ষ্মী, মনসা, ষষ্ঠী, ঘণ্টেশ্বরী ও ইতু প্রভৃতি পূজা এবং অরন্ধন বা ছাতু-সংক্রান্তি প্রভৃতি পালন করেন না। কিন্তু এখন তদ্বংশীয় কাহাকেও তেমন বিষয়-নিস্পৃহ ও ধর্ম্মানুরাগী দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামরামের মৃত্যুকালে কালীদাস নাবালক ছিলেন। কালীদাসের মাতা কালীদাসের বাল্যকালেই ঘোষ-পাচ্কা গ্রামে পাঠকদের বাটীতে বিবাহ দেন। পিতা বর্ত্তমানে কালীদাস কেবল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তখন তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্যার্জ্জন হয় নাই বলিলেও হয়। এবং পিতার মরণান্তে জ্যেষ্ঠ সহোদর চাকরির অনুরোধে নিয়ত বিদেশে থাকায় তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দেয় এমন কেহ তাঁহার অভিভাবক ছিল না। অথচ মূর্খ বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হওয়া অতীব লজ্জাকর বলিয়া তাদৃশ বাল্যেও তাঁহার বোধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ধনী লোকের সুখাসীন সুকুমার সন্তান হইয়াও প্রথমতঃ এই গ্রামেরই নের পাড়ার শম্ভুচন্দ্রতর্কালংকারের

(১) তৎকালে পুত্র যোগ্য হইলে পিতার চাকরি অনায়াসে পাইতেন।

নিকট কিছু দিন কাব্যালংকার ও সামান্যরূপ স্মৃতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পরে নানাস্থানের নানা অধ্যাপকের নিকট অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও বহু পরিশ্রম-সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই তারানাথের জন্ম হয়। যখন কালীদাস জ্ঞানালোকের নবোত্থ চমকে প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া বস্তু নির্ণয়ে শশব্যস্ত ছিলেন; যখন ধীরমতি কালীদাস শাস্ত্রালোচনায় অয়োবহ্নি ন্যায় তন্ময় প্রায় হইয়াছিলেন; ও যখন কেবল এই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে, কিরূপে শান্‌হাটির দীন মুকুন্দরামের অসহায় পুত্র স্বর্গগত পিতা রামরামতর্কসিদ্ধান্তের ন্যায় অপরিসীম পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তিনিও বিদ্যা ও যশের পারে গমন করিবেন, সেই সময়ে ভারতের অত্যুজ্জ্বল ভূষণ আর্য্য জাতির গৌরব ও জগতের সর্ব্বোচ্চ ভাষার উদ্ধারকর্ত্তা এই গ্রন্থের নায়ক তারানাথ ইহলোকে আবির্ভূত হন্।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে তারানাথের জন্মকালে কালিদাসের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসরমাত্র ছিল। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" একথা বিশ্বাস না করিলেও, আর্য্যজাতির পুরাকালের বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও কেহই, কি আস্তিক বা কি নাস্তিক কেহই, অস্বীকার করিতে পারেন না যে, পুত্রের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিচয় প্রায়ই পিতার ন্যায় হইয়া থাকে। এবং তারানাথও এই নিয়মের বশে তাদৃশ তীক্ষ্ণধী উন্নতীচ্ছু ও অধ্যবসায়ী হইয়াছিলেন। এবং এই অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাবশালী নিয়মের আদেশেই সুদীর্ঘকাল হইতে বিদ্যানুশীলনপর ব্রাহ্মণজাতির ইদানীন্তন অলস সন্তানদিগকেও ভারতের অপর জাতি অপেক্ষা অতি সত্বর বিদ্যার্জ্জন করিতে দেখা যায়।

তারানাথের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই কালীদাস স্বীয়

জননীর ও অগ্রজের নির্ব্বন্ধাতিশয়বশতঃ পুনরায় সামন্তীগ্রামে রামতনু চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সময়ে কালিদাসের অধ্যাপক তাঁহাকে সার্ব্বভৌম উপাধি দেন। এবং উপাধি পাইয়া তিনি একখানি চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কাল্নায় আগত মুকুন্দরামের বংশীয়দের মধ্যে কালিদাসসার্ব্বভৌমই প্রথম চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা করেন। যদিচ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত ও তাঁহার মধ্যম পুত্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অবসর মত অধ্যাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের নির্দ্ধারিত চতুষ্পাঠী ছিল না। কালিদাসসার্ব্বভৌমের শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, অধ্যাপন-প্রণালী ও বিদ্যার্থীদের প্রতি সস্নেহ যত্ন দর্শনে অল্পকালেই তাঁহার নাম দূর দেশ দেশান্তরে পৌঁছিল, এবং নানা দিগন্ত হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া তাঁহার বিশাল চতুষ্পাঠী আশ্রয় করিল। সার্ব্বভৌম অতীব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সুতরাং স্বীয় ছাত্রদিগকে যত্নের সহিত পড়াইতেন, এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহার পিতা ত্রিহুত জেলায় ও অম্বিকাকালনায় যাহা স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তাঁহার সাংসারিক ব্যয় ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সচ্ছলরূপে নির্ব্বাহ হওয়াতে অর্থচিন্তা তাঁহার উদার হৃদয়কে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। অধ্যাপনদ্বারা তাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে নূতন নূতন গ্রন্থ আনাইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং অনেক গ্রন্থ লিপিকরদ্বারা লেখাইতে লাগিলেন। কোন কোন গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রাসাদের একটী গৃহ ক্রমে নানা গ্রন্থে পূর্ণ হইয়া পড়িল। ইহার অনেক গ্রন্থ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে তাঁহার স্বহস্তলিখিত দুইখানি ইদানীন্তন পুস্তকাকারের গ্রন্থ অতি বিস্ময়কর। একখানি ইদানীন্তন প্রথার সংস্কৃত অভিধান, যাহাতে নানা কোষ হইতে উদ্ধৃত শব্দ-

গুলি ইদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত আছে। অপর খানি তাঁহার স্বপ্রণীত ঋণাদান নামক গ্রন্থ। ইহা দেখিয়া অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারতভূষণ তারানাথের তাদৃশ অধ্যয়ন-ব্যসনও পৈতৃক প্রবৃদ্ধ প্রকৃতি, ও পরিপুষ্ট অনুকৃতি।

ইহা বলা অনাবশ্যক ও বাহুল্য যে, সকলেই আপন প্রিয়বস্তু প্রিয়তমকেই দিতে ইচ্ছা করেন। কালীদাসসার্ব্বভৌমের পরম প্রিয় পদার্থ শাস্ত্রালোচনা-জনিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম; এবং একমাত্র বালক তারানাথই ইহজগতে তাঁহার প্রিয়তম ব্যক্তি। সুতরাং শৈশব হইতেই তারানাথকে জ্ঞানধর্ম্মে সুশোভিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালিদাসের শিক্ষাপ্রণালী অতীব সমীচীন ও কার্য্যকরী। তিনি নিয়ত স্নেহপূর্ণ নানা উপদেশ ও প্রত্যক্ষ উদাহরণদ্বারা আপন পুত্রকে উৎসাহিত করিয়া অধ্যয়নে অনুরক্ত করিতেন। আমার জ্ঞানে কখনও কালিদাসকে অলস বা দিবসে নিদ্রা যাইতে বা এক মুহূর্ত্ত নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখি নাই। প্রত্যহ স্নান, সন্ধ্যা, পূজা ও আহারাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যকলাপ যথাসময়ে সমাপনান্তে প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনও সময়ের অপব্যয় করিতেন না।

কালিদাস তাৎকালিক গুরুমহাশয়দের শিক্ষাপ্রণালী ও আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই নিমিত্ত তারানাথকে অতি শৈশব হইতে স্বয়ং সুনীতিগর্ভ বিবিধ গল্পচ্ছলে সর্ব্বদা হিত উপদেশদ্বারা সৎশিক্ষা দিতেন। এবং পঞ্চম বর্ষ বয়সে শাস্ত্রোক্ত বিধানে তারানাথের বিদ্যারম্ভ করিয়া স্বগৃহেই স্বীয় ছাত্রদ্বারা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় বালকদের পাঠ্য কোন পুস্তকই ছিল না। সুতরাং তারানাথ কখনও কোন বাঙ্গালা পুস্তক পড়েন নাই। তালপত্রে লেখ্য অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণমালা, কড়াকিয়া, শতকিয়া,

গণ্ডাকিয়া, বুড়কিয়া, পণকিয়া, সেরকিয়া, দশকিয়া ও পশুরি লিখিতে শিখিলে পর কালিদাসসার্ব্বভৌম তারানাথের হস্তাক্ষর শোধনের নিমিত্ত তাঁহাকে স্বহস্তলিখিত নানা প্রকার পত্রের যথাসাধ্য অনুলিপি করিতে দিতেন। এবং সময়ে সময়ে পত্র রচনা করিতেও দিতেন। এই সময় হইতেই তারানাথ বিলক্ষণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার অতি শৈশবেই মেধাবিত্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে সকল গল্প শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার আশঙ্কায় সবিস্তার উল্লেখে বিরত রহিলাম। একটি অতি সংক্ষিপ্ত নীচে প্রকটিত করিলাম।

তারানাথের সপ্তম বৎসর বয়সে তৎপিতা শিক্ষাচ্ছলে একবার এই মর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "কারণই প্রত্যেক কার্য্যের দায়ী।" (১) এই উপদেশের কতিপয় দিবস পরে একদা তারানাথের ভগিনীপতি শিবচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে প্রহার করায় তারানাথ ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া রহিল। অনেকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা করাতেও কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পরে পিতা স্বয়ং আসিয়া তাহাকে আকণ্ঠ জলমগ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালক তারানাথ বলিল "অনেক ক্ষণ জলে দাঁড়ে থাক্‌লে আমি জ্বরবিকার হয়ে মর্‌বো, তবেই আমার মরার কারণ শিবচন্দ্র বাঁড়ুয্যের ফাঁসি হবে।"

নবম বর্ষে তারানাথের উপনয়ন হয়। উপনয়নান্তে পিতা স্বয়ং তাহাকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতে লাগিলেন। তারানাথ ইতিপূর্ব্বে পিতার উপদেশমতে কেবলমাত্র পত্র লিখিতে ও যথাশক্তি পরিমিতরূপ রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন কোন পুস্তক

(১) পিতার উপদেশ-কালে আমার জন্ম হয় নাই। শোনা কথার মর্ম্মমাত্র লিখিলাম।

পাঠ করেন নাই। তারানাথের এই প্রথম পুস্তকাধ্যয়ন। পিতার উপদেশগুণে তিনি অধ্যয়নে এতাদৃশ আসক্ত হইলেন যে নবম বর্ষীয় তারানাথ আবৃত্তি পাঠে (২) দশমাসের মধ্যেই সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ উতপ্লুত মুখস্থ করিলেন। এবং তৎপরে সুচারুরূপ ব্যাখ্যাপাঠে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সে সময়ে অম্বিকা-কালনার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। বিশেষতঃ তারানাথের পিতা সেকালের লোক হইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার তৎকালোপযোগী নিয়ম সুন্দর-রূপ জানিতেন। তিনি পিতা রামরামের ন্যায় ব্যায়াম-প্রিয় ছিলেন। এবং গৃহসামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্রাদি মলিন বা অপরিষ্কার দেখিতে পারিতেন না এবং অশ্বারোহণ সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় ব্যায়াম ছিল। সুতরাং তারানাথ বাল্যে পিতার উপদেশগুণে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল-শরীর ছিলেন। "চিররোগীরা প্রায়ই তীক্ষ্ণধী হয়," কিন্তু তারানাথকে দেখিলে সে কথা সম্পূর্ণ অমূলক ও বিপরীতই বোধ হয়। মুগ্ধবোধের ব্যাখ্যা-পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে অমরকোষ ও ভট্টি-কাব্য একত্রে পড়াইতে লাগিলেন। তারানাথের বয়স ত্রয়োদশ পূর্ণ হইলে তিনি অমরকোষ ও ভট্টির পাঠ শেষ করিলেন। এই সময় কালিদাস সার্ব্বভৌমের দ্বিতীয় পুত্র তারাচরণের জন্ম হয়। তারানাথের পিতা টোলধারী অধ্যাপকদের রীতি অনুসারে কোন কাব্য দুই তিন সর্গ মাত্র পড়াইয়াই নূতন কাব্য বা নাটক পড়াইতে আরম্ভ করিতেন না। তিনি যে কাব্য বা নাটক পড়াইতে আরম্ভ করিতেন তাহা শেষ পর্য্যন্ত পড়াইতেন। তবে কি. দিন পরে বহু বিদ্যার্থীদিগকে অধ্যাপনা করায় অনবকাশবশতঃ ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠন তাঁহাকে অ ত্যা একবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তারানাথকে

(২) আমাদের দেশের টোলের রীতি অনুসারে ব্যাকরণ পাঠকালে আবৃত্তিপাঠ শেষ হইলে ব্যাখ্যাপাঠ আরম্ভ হইত।

বিশেষ যত্নের সহিত মাঘ, ভারবি ও নৈষধ প্রভৃতি কাব্য ও নাটক পড়াইয়াছিলেন।

খৃঃ ১৮২৬ অব্দে দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন লোকান্তরিত হইলে বর্দ্ধমানের জজ হারিশন সাহেবের অনুরোধ পত্রদ্বারা কালিদাস সার্ব্বভৌম তথাকার জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে জজসাহেবদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে অনায়াসে তাদৃশ পদ পাওয়া যাইত। সার্ব্বভৌম জজ পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃব্যেরা পিতার পদে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করায় শান্তিপ্রিয় সার্ব্বভৌম অচিরে তৎপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জজ পণ্ডিত হইলেন এবং তাঁহারা বলপূর্ব্বক কালিদাসকে রামরামের ত্যক্ত সমুদয় অস্থাবর ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া পৃথক্ করিয়া দিলেন। নির্ব্বিবাদী কালিদাস তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া কেবল বৃদ্ধা মাতা ও দুইটী বালক পুত্রকে লইয়া খৃঃ ১৮২৭ অব্দে সস্ত্রীক পৃথক্ হইলেন।

এই সময়ে তারানাথকে কলিকাতাস্থ নবোৎ সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পড়াইতে কালীদাসের মানস হইল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস এই ছিল যে, সুচতুর ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পুত্র অধ্যয়ন করিলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা। এবং খৃঃ ১৮৩০ অব্দে তারানাথকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। যত দিন তারানাথ পঠদ্দশায় কলিকাতায় ছিলেন, ঠনঠনিয়ার সন্নিহিত আনকুলির ফচ্‌কে নিমাইয়ের বাড়ীতে তাঁহার বাসা ছিল। তথায় তাঁহার সঙ্গে এক জন পরিচারক গোপজাতীয় ভৃত্য এবং অম্বিকা

নিবাসী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পাচক ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যতকাল তিনি কলিকাতায় পাঠাবস্থায় ছিলেন, ঐ দুই ব্যক্তিই তাঁহার পাঠ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিল।

সে সময়ে নূতন সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের অত্যন্ত আদর ছিল। বিদ্যালয়ে বালকদের বেতন লাগিত না, প্রত্যুত পাঠ্য পুস্তকও আবশ্যকমত ছাত্রেরা বিনামূল্যে পাইত। তৎকালে উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল সুন্দররূপ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত, ইংরেজি ভাষার অধ্যয়নে সময় ব্যয়িত হইত না। এবং এখনকার মত তখন তথায় অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যজনক উপক্রমণিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ব্যাকরণদ্বারা সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত না। এবং কাব্য, অলংকার, জ্যোতিষ্, স্মৃতি ও ন্যায় এই পাঁচ বিষয়ও তৎকালে যেমন সুন্দররূপ শিক্ষা দেওয়া হইত ভারতে, বা ভূমণ্ডলে কুত্রাপি, সেরূপ এপর্য্যন্ত কখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গর্পেনিবাসী হরিচরণ সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাৎকালিক অসংখ্য ছাত্রগণই আমার এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ। এবং তাঁহাদের বিস্ময়কর শাস্ত্রজ্ঞানই উচ্চৈঃ ঘোষণা করিতেছে "ফলেন পরিচীয়তে"। পাঠক! উক্ত বিদ্যালয়ের ইদানীন্তন অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে এক জনকেও কি দৈবক্রমে ওরূপ সুপণ্ডিত দেখিতে পাও? এখন সংস্কৃত কলেজে কেবল "জগা খেচরীগোচের" সংস্কৃত শিক্ষা হয়। ইদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ "নামে গয়লা কাঁজি ভক্ষণ"। এই মহানর্থের মূল একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াই এইরূপ বিষম পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এ অনর্থ এ দুঃসময়ে আর কিছুতেই শোধনীয় নহে। যদিচ চিরস্মরণীয় বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও মহেশচন্দ্র

ন্যায়রত্ন উক্ত বিদ্যালয়ের এই কলঙ্ক মোচনে যথাসাধ্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এবং অনেক সৎপরিবর্ত্তনও করিয়াছেন। এজন্য উক্ত সর্ব্বাধিকারী ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন আর্য্যজাতির ধন্যবাদার্হ।

উক্ত বিদ্যালয়ে তারানাথ যে সকল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষরূপ খ্যাতনামা সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তারানাথের প্রথম আলাপ হয়। উভয়ের পাঠ্যাবস্থার এই আলাপ ক্রমে চিরসৌহার্দ্দে পরিণত হয়। এই সময় হইতে বিদ্যাসাগর নানাকারণে তারানাথের বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষরূপ পরিচিত হন। বিদ্যাসাগর তারানাথের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, এবং পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক্ ও তৎপরেও অন্যান্য গ্রন্থ তারানাথের নিকট সময়ে সময়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইত্যাদি অনেক কারণে তিনি তারানাথের বিদ্যাবুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপ পরিচিত ছিলেন।

তারানাথের পঠদ্দশাতেই তাঁহার পিতা উপর্য্যুপরি দুইবার তাঁহার বিবাহ দেন। প্রথম বিবাহ কাল্‌নার সন্নিহিত নাটাগড় গ্রামে হয়। কিন্তু বিবাহের পরেই দুই বৎসর অতীত না হইতেই সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এবং প্রথম পত্নীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই বাসুদ গ্রামে কালিদাস সার্ব্বভৌমের মধ্যম ভ্রাতৃজায়ার ভ্রাতৃদায়াদ-কন্যা অম্বিকা দেবীর সহিত তারানাথের পুনরায় বিবাহ হয়। এবং তারানাথের পাঠ্যাবস্থাতেই অম্বিকার গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। সে কন্যা ও পুত্র উভয়েই ষোল সতের বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই গত হয়। দুইবার দারপরিগ্রহ হওয়াতে তারানাথের অধ্যয়নে কোন প্রকার ব্যাঘাত বা কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য জন্মে নাই। এবং অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যেরূপ অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ

করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কখনও সেরূপ পরিশ্রম করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার মেধা যেমন প্রখর ছিল, বুদ্ধিও তদনুরূপ তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি অধ্যাপকদের নিকট একবার যাহা শুনিতেন, তাহা জন্মে ভুলিতেন না; এবং বিষম দুর্ব্বোধ বিষয়েরও ঝটিতি মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিতেন। এই নৈসর্গিক গুণে তিনি বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ নিমেষমধ্যে প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা কেবল পাঠের আনুষঙ্গিক গ্রন্থের আলোচনাতেই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং সহাধ্যায়ীদের অপেক্ষা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্টতর প্রাখর্য্য ও অধিকতর বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল। তৎকালে উক্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতিষ্‌শাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য সকল শাস্ত্রেই তারানাথের অভিরুচি তুল্যরূপ ছিল। কিন্তু জ্যোতিষ্, ন্যায় ও আর্য্যজাতির অত্যাবশ্যক স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষরূপ যত্নে তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি তাঁহার সহাধ্যায়ী কেহ কখনও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার বা বৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এবং পঠদ্দশায় তিনি কখনও অধ্যয়নার্থ রাত্রি জাগরণ করিতে পারিতেন না ও বাল্য হইতেই তারানাথের প্রধান দোষ এই ছিল যে, তিনি বিদ্যাবত্তায় সমপাঠীদিগকে কখন সমকক্ষ মনে করিতেন না, এবং অনক্ষর ব্যক্তিমাত্রকেই পশুবৎ ঘৃণা করিতেন।

কালিদাস সার্ব্বভৌম তাদৃশ শিক্ষাদক্ষ হইয়াও তাঁহার মধ্যম পুত্র তারাচরণ ভট্টাচার্য্যকে কিছুতেই সৎস্বভাব ও সুচারুরূপ অধ্যয়নরক্ত করিতে পারেন নাই। ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। উদ্ধত-প্রকৃতি মধ্যম পাণ্ডব ভীম ও দুর্বৃত্ত মধ্যম কৌরব দুঃশাসন প্রভৃতিকে দেখিয়া “মধ্যম মহাশয়” শব্দটাই অতি রুক্ষ ও ভয়াবহ বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। এই দুর্বৃত্ত ও ভীষণ

মধ্যম পুত্রের বয়স ক্রমে যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পিতা সপরিবারে ততই বিত্রস্ত হইতে লাগিলেন। এবং এই দুর্দ্দান্ত তারাচরণই উত্তরকালে কালিদাস সার্ব্বভৌমের সহিত তারানাথের পৃথক হইবার একমাত্র কারণ।

তারানাথ খৃঃ ১৮৩৫ অব্দে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। এবং এই সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তাঁহার তর্কপ্রভাবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তর্কবাচস্পতি উপাধি দিয়াছিলেন। তারানাথের অধ্যয়ন-স্পৃহা এখনও পরিশান্ত হয় নাই দেখিয়া তৎপিতা স্বপিতার পথ অনুসরণ করাইবার মানসে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বেদান্ত শিখাইতে কাশী লইয়া গেলেন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম সপরিবারে নৌকারোহণে কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তার তখন এ জগতের সহিত সম্বন্ধের অধিক বিলম্ব ছিল না। পিতা কিছুদিন কাশীর মদনপুরায় পৈতৃক বাটীতে সপরিবারে বাস করিয়া তারানাথকে তথায় অধ্যয়নার্থ রাখিয়া আসিলেন। তারানাথ তথায় বাস করিয়া হনুমান্ ঘাটস্থ বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট বেদান্ত এবং পাণিনি সমকালীন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং নিরতিশয় পরিশ্রমে চারি বৎসরের মধ্যেই পাণিনি, ভাষ্য ও বেদান্তের পাঠ শেষ করিলেন। এই সময়ে (মহারাষ্ট্রীয) সুবিখ্যাত শাব্দিক কাশীনাথ শাস্ত্রীর ছাত্র রাজারাম শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার মধ্যে মধ্যে শব্দশাস্ত্রে বিলক্ষণ বাদানুবাদ হইত। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা পলাণ্ডুখাদক বলিয়া তারানাথ তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছাচারী অনার্য্য জ্ঞানে সহজে তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং কাশীতে গিয়া অবধি তিনি সিদ্ধ তণ্ডুল, আমিষ ও পরমান্ন ভক্ষণ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি যাবজ্জীবন স্বহস্তে পাক করিয়া দিবসে একবারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন এবং রাত্রিকালে মহানিশার পূর্ব্বে দুগ্ধ

ও ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। তর্কবাচস্পতির কখনই অপকৃষ্ট খাদ্যে অভিরুচি ছিল না। ইতিপূর্ব্বে যখন মৎস্য মাংসভোজী ছিলেন তখনও উৎকৃষ্ট দ্রব্যই আহার করিতেন, এবং চিরকালই তিনি প্রচুর আহার করিতে পারিতেন। এবং বাল্যকাল হইতে লোক জনকে উপাদেয় বস্তু খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন।

তারানাথের কাশীবাসকালে পিতা তারাচরণের দুর্ব্বৃত্ততা-দর্শনে স্থির করিলেন যে, ইহার সহিত এক প্রাসাদে তারানাথের বাস করা নিরাপদ নহে। সুতরাং উহাঁদের উভয়ের বাসার্থ পূর্ব্বে যে দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা মধ্যে প্রাচীরদ্বারা স্বতন্ত্র দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া উভয়ের আরোহণার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সোপান করিয়াদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যবসায় আরম্ভ।

কাশীতে পাঠ সমাপ্ত হইলে তারানাথ তর্কবাচস্পতি নৌকারোহণে বারাণসী হইতে অম্বিকাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর। প্রত্যাগমনকালে বারের অপর পারে চাম্‌তা ঘাটে নামিয়া এক্কায় আরোহণপূর্ব্বক পৈতামহ গ্রামত্রয় দর্শনার্থ বাঙ্গারহাট্টায় গিয়া কিছুদিন মৈথিলী পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া পুনরায় নৌকারোহণে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। পিতা যে আশঙ্কায় তর্কবাচস্পতির

গৃহাগমনের পূর্ব্বেই উভয় ভ্রাতার সম্ভাবিত বিবাদ নিবারণার্থ আলী বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি আসিবামাত্র তাহাই ঘোরতররূপে ঘটিল। এবং উহাদের এই বিবাদ আজন্ম রহিল। যদিচ এই বিবাদের পর তারাচরণ সাত আট বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। এই বিবাদের মূল কে তাহা বলা আমার সাধ্য নহে। যেহেতু তখন আমি নিতান্ত শিশু; এবং পাঁচ জনের মুখে পাঁচ রকম কথা শুনিতে পাই। ফলতঃ তারাচরণের সহিত ঐ বিবাদ উপলক্ষে তর্কবাচস্পতি পিতা ও ভ্রাতা উভয়েরই সহিত পৃথক্ হইয়া উক্ত দ্বিধাবিভক্ত অট্টালিকায় স্বীয় পত্নী, কন্যা ও পুত্র লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাছে দুষ্টমতি তারাচরণ তিনি অবর্ত্তমানে অপর সন্তানদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমুদায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক আপনি আত্মসাৎ করেন, এই আশঙ্কায় পিতা জীবদ্দশাতেই একখানি উইল করিয়াছিলেন। উক্ত উইলদ্বারা তর্কবাচস্পতিকেই সমুদায় সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব-ভার অর্পণ করিয়া যান। এই উইল করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে কালিদাস সার্ব্বভৌম ত্রিহুত জেলার শিষ্যদের নিকট বড়গাঁ নামক গ্রাম গুরুদক্ষিণা প্রাপ্ত হয়েন। এবং এই সময়ে অম্বিকার দক্ষিণপ্রান্তে যে গ্রাম স্থাপন করেন তাহা এখন কালীনগর নামে প্রথিত, ও খৃঃ ১৮১৬ অব্দে অম্বিকার পশ্চিম সীমায় যে একটী বৃহৎ অতি রম্য বিবিধ ফলবৃক্ষে সুশোভিত উদ্যান প্রস্তুত করিয়া যান, তাহা আজ তাঁহার অলস পুত্র পৌত্রাদির অনবধানতায় বারাজির ন্যায় বিশৃঙ্খল হইয়া প্রতিবেশীদের নিকট তাঁহার নাম দীনস্বরে কীর্ত্তন করিয়া উপদেশ দিতেছে যে, "তুমি অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হও বা বিপুল ধন এবং সম্পত্তির অধিকারী হও, নির্ম্মলানন্দদায়ী কৃষিবিদ্যাকে হেয়জ্ঞান করিও না"। আমি বলি—কালীবাগান! তোমার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সারগর্ভ উপদেশ অতীব মধুর! কিন্তু তোমার এ

হিত উপদেশ কেবল চিন্তাশীল সহৃদয় তদানীন্তন ভাবক আর্য্যেরাই হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিতেন। অধুনাতন কেশ-বিন্যাস-প্রিয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রভাবে হতবুদ্ধি আমরা তোমার বন্য ভাষার মর্ম্ম কিছুই অবগত নহি!

এতদিনে তারানাথের পাঠাবস্থার অবসান হইল। পিতার সহিত পৃথক্ হইয়া তর্কবাচস্পতি অতঃপর কি উপায়ে স্বীয় সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিবেন, এবং কিরূপে স্বাধীন হইয়া পিতৃদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এত দিনে তারানাথ অশেষ-শাস্ত্র-সার-পুষ্ট ধর্ম্মালোকহরিতীকৃতশাখ ও নানাবিষয়-রস-তেজস্বী কালিদাস-মহাবৃক্ষের শাখায় লম্বমান একটী অন্যতম ফলস্বরূপ ছিলেন। এবং গুটিকা-দশা হইতে এপর্য্যন্ত সেই-রমণীয় মহাবৃক্ষেরই নানা-উপদেশ-রস-পুষ্টাঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া পরিশেষে বিধাতার নিয়মানুরোধে আশ্রয়দ্রুম পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারভূমিতে পড়িয়া পৃথক্কৃত হইলেন। ফলটী অপরিণত অবস্থায় আশ্রয়তরু হইতে চ্যুত হইলে বিরস ও দর্শকবৃন্দের ক্ষোভের বিষয় হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এবং সুতরুর ফল প্রায় সেরূপ হয় না। তবে, আমরাও ঐ তরুর ফল হইয়া এত বিস্বাদ কেন হইলাম, তাহার অবান্তর কারণ অনেক আছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

তারানাথ পিতার সহিত পৃথক্ হইলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা যে শৈশব হইতে এপর্য্যন্ত নিয়ত নানা তেজস্বী উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে মনস্বী ও উৎসাহপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া অকুতোভয়ে মহত্ত্বলিপ্সায় সম্মুখীন বিঘ্ন-মল্লগণের সহিত মল্লযুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। বুদ্ধিমানেরা যাহা মনন করেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়েন।

অনেক কাল হইতে অম্বিকা কাল্না বঙ্গভূমির মধ্যে বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান ছিল। যদিচ ঐ সময় হইতেই জঙ্গীপুরের নিকট স্থানে স্থানে ভাগীরথীর গভীরতার হ্রাস হওয়ায় শীত-গ্রীষ্মে এখানে নৌকা যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়া বাণিজ্যোন্নতির শেষদশা হইয়াছিল, তথাপি তখনও অম্বিকাকাল্নার মহোন্নতি দর্শনে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে উদয় হইত যে, "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এ কথা প্রকৃত বটে। তখনও অম্বিকাকাল্নার লোক বাণিজ্যপ্রভাবে সকলেই মহোৎসাহে ও মহোদ্যমে সর্ব্বদা ক্রয় বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপৃত ও নানাবিধ কল্পনায় তন্মনস্ক থাকায় দিবাভাগে শ্রমক্লান্তিজনিত বিমলানন্দ-সন্দোহ ভোগ ও রাত্রিকালে শ্রান্তিনাশক প্রগাঢ় সুষুপ্তি অনুভব করিতেন। পাঠক! আমার অন্তরের ভাব লেখনীতে প্রকাশ করিতে না পারায় যে কি ক্ষোভ হইতেছে তাহা আর কি বলিব? ইচ্ছা হইতেছে যে, বাণিজ্যজীবীদের অনুপমেয় আনন্দময় সুখস্বাচ্ছন্দ্য যথাযথ বর্ণনা করিতে শিখিবার নিমিত্ত কিছুকাল বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করি। তাহা হইলেও যদি বাণিজ্যে কিরূপে বসতি লক্ষ্মীঃ, কিরূপে বাণিজ্যদ্বারা স্বাধীনতায় ভক্তি জন্মে, কেন বাণিজ্যে স্বাস্থ্যোন্নতি হয় ও মনস্বিতা জন্মে, কথঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া পাঠকের সন্তোষ জন্মাইতে পারি। কিন্তু সুবুদ্ধির নিকট কোন বিষয়েরই বর্ণনাড়ম্বর অনাবশ্যক। কে বর্ণনাদ্বারা প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণ, আর্য্যভট্টকে ও পৃথিব্যাদির গোলত্ব ও গতিবিধি ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতিকে শুনাইয়াছিল?

তারানাথ তর্কবাচস্পতি অত্যাতিশয় বুদ্ধি ও মেধাবলে শৈশবে যে কৃদত্ত ওস্বী বাচনিক উপদেশামৃত স্বাদুবোধে সাগ্রহে পান করিয়া-ছিলেন তাহা এখনও তাঁহার হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ শোণিতস্রোতকে তেজস্বী ও বুদ্ধিকে নির্ম্মল এবং প্রখর রাখিয়াছে। সেই উপদেশবলে পাঠদশায় যেমন অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এখনও সেই

উপদেশপ্রভাবেই অর্থকৃচ্ছ্র-নিবারণের স্থির উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্বগ্রামের তাদৃশী বাণিজ্যোন্নতি দর্শনে নিমেষমধ্যে বুঝিয়া লইলেন যে, বাণিজ্যই উন্নতিসাধনের স্থির উপায়। এবং প্রথমতঃ কলিকাতা হইতে বিলাতি সূতা আনিয়া অম্বিকার তন্তুবায়দিগের নিকট তদ্বিনিময়ে বস্ত্র লইয়া এই গ্রামেরই চকে একখানি কাপড়ের দোকান খুলিলেন। তৎকালে এদেশে অন্তঃসারহীন কদর্য্য বিলাতি কাপড়ের চলন এত ছিল না। সুতরাং তৎকালে বস্ত্রের ব্যবসায়ে তন্তুবায় ও ব্যবসায়ী উভয়েরই সুন্দররূপ লাভ হইত, এবং দেশের ধন দেশেই থাকিত। এই ব্যবসায়ে তর্কবাচস্পতির বিলক্ষণ ধনাগম হইতে লাগিল। অম্বিকাকাল্‌নায় নানাকারণবশতঃ তাঁহার পিতা পিতামহের সম্পূর্ণরূপ প্রভুত্ব ও মানসম্ভ্রম থাকায় ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই বাচস্পতির দোকানেই বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে অল্প দিনেই তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে দেখিয়া তিনি গ্রাহকতুষ্টির নিমিত্ত বহুবিধ বিলাতি বস্ত্রও দোকানে রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ের যথোচিত উন্নতি করিলেন বটে, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁহাকে সূতার ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইল। একবার কলিকাতা হইতে পাঁচ হাজার টাকার সূতা আনিয়া গাঁইট খুলিয়া দেখেন সকল সূতাই অতি জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য। ইহাতে তিনি বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু হতাশ হইয়া একেবারে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না। কেবল তদবধি কৃতসংকল্প হইয়া সূত্রের ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ করিলেন।

নানা শাস্ত্রে সুব্যুৎপন্ন পুত্রকে শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বণিগ্ব্যবসায়ে লিপ্ত দেখিয়া কালিদাস সার্ব্বভৌম যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং মধ্যে মধ্যে তর্কবাচস্পতিকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, "তোমার শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে তাহাতে তুমি শাস্ত্রব্যবসায়

দ্বারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অর্থাগমও করিতে পার। অতএব অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত এই প্রাকৃতের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা-দ্বারা নাম চিরস্মরণীয় কর। তাহাতে তোমার বিলক্ষণ ধনাগমও হইবে (১)।" পূর্ব্বে তারানাথ কখনও পিতার উপদেশে অনাদর করিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি পিতার সহিত অসদ্ভাববশতঃই হউক বা ব্যবসায়ে মাতিয়াছেন বলিয়াই হউক, সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সময়ে সময়ে অনেকবার অনেক প্রকারে বুঝানতেও যখন তারানাথ পিতার অনভিমত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তাঁহার অভিমত পথ কোনমতেই অবলম্বন করিলেন না, তখন পিতা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, এখন প্রথমোদ্যমে আমার কথা না শোনো, কিন্তু পরিণামে তোমাকে আমার এই কথার বশে আসিতেই হইবে।" পাঠক! ইহাঁদের পিতাপুত্রের উক্তরূপ দ্বন্দ্বে কাহার ন্যায় বা কাহার অন্যায় বলিবে? আমি এস্থলে "বাঁশবনে ডোম কাণা"। অশেষ-মঙ্গলাস্পদ ব্যবসায়ের নিন্দাবাদ আমার প্রাণে সহ্য হয় না, অথচ দীর্ঘকাল শাস্ত্রে তাদৃশ কৃতশ্রম কুশাগ্রধী তারানাথের শাস্ত্রালোচনা-ত্যাগের স্তুতি-বাদই বা কোন্ মুখে বলি? আমার উভয়ই সঙ্কট।

---

(১) উদ্ধারের চিহ্নদ্বারা কেহ যেন মনে করেন না যে, এগুলি অবিকল তাঁহার কথা। তাঁহার দত্ত উপদেশের মর্ম্মমাত্র আমি বলিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত কলেজে চাকরি ও ব্যবসায়ে অনুরাগ।

এই সময়ে খৃঃ ১৮৪৫ অব্দে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে প্রথম শ্রেণীর (১) অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। তারানাথ উক্ত পদপ্রাপ্তির আশায় রাজদ্বারে আবেদন করিলেন। এবং তাঁহার পূর্ব্বসুহৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সকল সবিশেষ অবগত করিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারানাথের পুরাতন সুহৃৎ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক থাকায় তৎকালের উচ্চপদস্থ অনেক সাহেব উক্ত বিদ্যাসাগরের হস্তগত ছিলেন। এবং বিদ্যাসাগর তারানাথের উক্ত পদপ্রাপ্তির যোগাযোগ করিয়া স্বয়ং অম্বিকায় আসিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। এবং তর্কবাচস্পতি উক্তপদে মাসিক নব্বই টাকা বেতনে ঐ বৎসর ২৩শে জানুয়ারীতে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে উক্ত বিদ্যামন্দিরের উর্দ্ধতন অপর শ্রেণীচতুষ্টয়ের ভূষণস্বরূপ মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এই চারিজন বিখ্যাতনামা অধ্যাপক তথায় বিরাজমান ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যিনি জ্যোতিষের অধ্যাপক ছিলেন তিনি তাদৃশ সুব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তাঁহারা

---

(১) এই শ্রেণীর অধ্যাপককে ব্যাকরণের অধ্যাপক বলে। কিন্তু এই শ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যাপন হয় না, ইহার নিম্নশ্রেণীগুলিতে তৎকালে কেবলমাত্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যাপন হইত। এই শ্রেণীতে তখন কেবল ভট্টিকাব্য ও অমরকোষ পাঠ হইত।

সকলেই তারানাথের পূর্ব্বে তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সকলেই তাহার অগ্রেই উক্ত বিদ্যামন্দির ও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই যেরূপ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি ও দিগ্ দিগন্তে যশঃসৌরভ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন সেরূপ সৌভাগ্য উক্ত বিদ্যালয়ের ভাগ্যে পুনরায় কোন কালে ঘটিবে বলিয়া অনুমান হয় না। যদিচ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ব্যাকরণ, স্মৃতি বা ন্যায়ে তাদৃশ সুপণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভিন্ন অপর কেহ এ পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যামন্দিরে সাহিত্য অধ্যাপনায় তাঁহার মত যশোলাভ করিতে পারেন নাই। অতি সুদীর্ঘকাল কেবলমাত্র কাব্য ও অলঙ্কার পাঠনদ্বারা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের যেরূপ উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ে অসাধারণ্য জন্মিয়াছিল তাহা সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে ভরতচন্দ্র শিরোমণির সমকক্ষ ব্যক্তির নাম আমি এপর্য্যন্ত শুনি নাই। ইনি তথায় স্মৃতির শ্রেণী অলঙ্কার করিয়াছিলেন। অতঃপর দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বিষয় এইমাত্র বলি যে, সংস্কৃত কালেজে সুপ্রসিদ্ধ নিমচাঁদ শিরোমণির পরে ন্যায়শাস্ত্রে তিনি যাহা ছিলেন তাহা আর কখনও উক্ত বিদ্যালয়ের ভাগ্যে ঘটিবে কি না সন্দেহ। এই পুস্তক তারানাথের জীবনী, সুতরাং তাঁহাদের বিষয় এ স্থলে কিছ বিশেষ করিয়া বর্ণন করা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। তারানাথ যাহা তাহাই যথাযথ যথাস্থানে বিবর্ণনের নিমিত্ত ইহা বিবচিত হইল।

তর্কবাচস্পতি অতঃপর বিদেশ কলিকাতায় দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ব্যবসায়ে অনুরাগ বা আস্থার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। বরং ব্যবসায়ের অধিকতর বিস্তার করিতে লাগিলেন। অত্যল্প কালে কাল্‌নায় তাঁহার কাপড়ের দোকান স—

প্রধান হইয়া পড়িল। রাজবিধি অনুসারে রাজকর্ম্মচারীর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ বিবেচনায় তিনি খৃঃ ১৮৪৭ অব্দে মধ্যম পুত্র জীবানন্দের নামে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞানানন্দের নামে কাল্‌নায় স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়ও আরম্ভ করিলেন। উভয় ব্যবসায়ে অনেকগুলি কর্ম্মচারী প্রতিপালিত এবং তাঁহার বিলক্ষণ অর্থলাভ হইতে লাগিল। ব্যবসায়ের সামান্যরূপ উন্নতি হইবামাত্রই ১৮৪৮ অব্দে তাঁহার পিতৃদত্ত বাসগৃহের সন্নিহিত ভূখণ্ডে এক বৃহৎ দ্বিখণ্ড দ্বিতল বাসগৃহ নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিলেন। এবং ব্যবসায়ের লাভ হইতে এই গৃহ ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার পুনরায় স্ত্রীবিয়োগ হয়। নূতন আবাসের কিয়দংশ প্রস্তুত হইবামাত্র পিতৃদত্ত গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তর্কবাচস্পতি কালবশে আজ কোথায় আছেন! কিন্তু তাঁহার সেই বহুব্যয় ও যত্ননির্ম্মিত বিস্তীর্ণ দ্বিতল দ্বিখণ্ড পূর্ব্বাস্য সুরম্য হর্ম্ম্য জনশূন্য হইয়া আজ কেবল করুণস্বর উলূক মূষ মণ্ডূক ও চর্ম্ম-চটিকার নিভৃত আবাস হইয়া জগৎকে বলিতেছে যে, "জগতের বস্তু জগতেই থাকিবে, ইহার কিছুই তোমার সঙ্গী হইবে না"।

তর্কবাচস্পতি এই সময়ে বীরভূম জেলায় সিউড়ীতে মধ্যম পুত্রের নামে একখানা কাপড়ের দোকান খুলিলেন এবং ক্রমশঃ তথায় বাহুল্য-রূপে ধান্যের ও সামান্যরূপে ইক্ষুর চাস আরম্ভ করিলেন। এখানেও কাপড়ের দোকান ও কৃষিকার্য্যে অনেকগুলি লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয় হইতে অবকাশ পাইলে তিনি স্বয়ং প্রতি বৎসর এক এক বার সিউড়ীতে ও অম্বিকায় গিয়া দোকানের তত্ত্বা-ধান করিতেন। এইরূপে তর্কবাচস্পতি ক্রমশঃ ব্যবসায়ে এতদূর মাতিয়া উঠিলেন যে, যে কোন ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা দেখিতেন তাহাই করিতেন। তখন ভারতে রেল পথ ছিল না। যেখানে

যেরূপে সুবিধা পাইতেন, গরুর গাড়ী, নৌকা ও ডাকবাঙ্গি দ্বারা প৭্য দ্রব্য প্রেরণ ও তথা হইতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। সিউড়ী হইতে গরুর গাড়ীতে রামশাল তণ্ডুল ও গুড় আনাইতে এবং তথায় বিলাতি ও চন্দ্রকোণার কাপড়, ও আবশ্যকমত ডাকবাঙ্গিতে সৌবর্ণ অলঙ্কারাদি পাঠাইতে লাগিলেন। অম্বিকায় নৌকাযোগে বিলাতি কাপড় ও সোণার অলঙ্কারাদি পাঠাইতেন। শীতকালে কলিকাতায় ও তন্নিকটস্থ স্থানে লোকের বাড়ী বাড়ী শাল রুমাল আদি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে যদিচ তিনি প্রতিনিয়ত বাণিজ্য ব্যবসায়েই ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি তাঁহার শাস্ত্রে প্রতিভা সুদূর দেশ পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল।

যদিচ তিনি অবিরত নানাবিধ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি শাস্ত্রালোচনা একবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন বলা যায় না। কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে যত সংস্কৃত পুস্তক আছে ভারতের অপরত্র কুত্রাপি তত নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বারাণসীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়েও তত সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। তারানাথ উক্ত পুস্তকালয়স্থ তাঁহা৷ প্রয়োজনোপযোগী সক ল পুস্তকই একে একে পাঠ করিয়া তাহাদের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছিলেন। তত্রত্য অধ্যাপকদের মধ্যে কাহারো কোন দুরূহ বিষয় জিজ্ঞাস্য হইলে তাহার মীমাংসা উক্ত পুস্তকালয়ের মধ্যে কোন্ পুঁথির কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তাহা তারানাথ বলিয়া দিতে পারিতেন। তর্কবাচস্পতি ইদানী ব্যবসায়ে মাতিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শাস্ত্রালোচনানুরাগ বিলক্ষণ ছিল। বিদ্যালয়ে দাসত্ব ও নানা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশবশতঃ অনেক সময়ে তাঁহাকে পথে চলিতে চলিতে পুস্তক অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি। এবং বাসায় বসিয়া দুই এক জন ছাত্রকে বেদান্ত পড়াইতেও দেখিয়াছি।

পিতার অনুরোধে তারানাথ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তৃতীয় বার দারপরিগ্রহকালে তাঁহার পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে শারদীয় পূজার বন্ধে বাটী আসিয়া একদা কথা-প্রসঙ্গে একটী বিধবার মুখে শুনিলেন যে, কেবল ঢেকীতে ধান ভানিয়া সে আপনার ও দুইটী নাবালক সন্তানের স্বচ্ছন্দে অন্নাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। ইহা শুনিবামাত্র খরধী তারানাথ তৎক্ষণাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, একটি ঢেঁকীতে কত সময়ে কত ধানে কত চাউল হয়। তাহার উত্তরে জানিলেন যে, ঢেঁকী চালাইতে পারিলে ভান্নুনীর অংশ বাদে অনায়াসে প্রত্যেক ঢেঁকীতে প্রতিদিন চারি আনা উপার্জ্জন হইতে পারে। ইহা শুনিয়াই অবিলম্বে একশত ঢেঁকী প্রস্তুত করাইয়া কালীনগরের অনতি দূরে যে স্থানে বসাইয়াছিলেন আজও সেস্থান গোলাবাড়ী নামে প্রথিত আছে। সাধু! তারানাথ সাধু! যদিচ ইদানী পিতার সহিত তোমার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না, তথাপি তুমিই যথার্থ পিতার প্রিয়-পুত্র। পুত্রবৎসল পিতা যে উদ্দেশ্যে তোমাকে অবিরত তেজস্বী উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার ফল ফলিয়াছে। সুতরাং তুমিই তাহার মনোরথ সফল করিয়াছ। এবং যে পুত্র পিতার উদ্দেশ্য সফল করে, সেই সুপুত্র এবং সেই সাধু। আমিও তোমার সেই পিতার পুত্র; তুমি যাঁহার উপদেশে ও শিক্ষাবলে এতাদৃশ অসাধারণ গুণগ্রাম সম্পন্ন হইয়াছ আমিও তাঁহারই অঙ্কে সস্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। কিন্তু তোমার মত গুণে তাঁহার প্রিয় হইতে পারিলাম না! তবে তোমার যৌবনোদ্যমে যখন কয়েক দিন তুমি অর্থলিপ্সায় একেবারে জ্ঞানানু-শীলন পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে মাতিয়াছিলে, তখন তোমার পিতা সাগ্রহে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুন নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি তাঁহার সে কথার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছ। নতুবা, ব্যবসায়ে এরূপ

অয়োবহ্নি ন্যায়ে আসক্ত হইয়াও তুমি এখন কেন অবসর পাইলেই অধ্যয়নে রত হও। পিতার ব্যবসায় পরিত্যাগের অবৈধ আদেশরূপ প্রহেলিকার অর্থ তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অধিকন্তু, এখন আমি দেখিতেছি, যদি তুমি ব্যবসায়ে যে সময় অতিবাহিত করিতেছ তাহাও যদি শাস্ত্রালোচনায় অর্পণ করিতে, তাহা হইলে তুমি বিষম বিস্ময়কর লোক হইতে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়াও অবকাশমত অধ্যয়ন দ্বারা যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার সহিত শাস্ত্রার্থ করিতে সকল পণ্ডিতই সভয়ে অগ্রসর হইতেন। বেদান্ত ও পাণিনি এবং ভাষ্য প্রভৃতি শব্দ শাস্ত্রে বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ, কাশী অঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতের মধ্যেও কেহ এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রাচীন স্মৃতি ও জ্যোতিষে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য অনেক সভায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যদিচ নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু ন্যায়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, ও এপর্য্যন্ত কোন নৈয়ায়িকের সহিত শাস্ত্রার্থে পরাস্ত হয়েন নাই। অকিঞ্চিৎকর কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রকে তিনি তুচ্ছ তাচ্ছল্যই করিতেন। যিনি বেদান্তে তাদৃশ ব্যুৎপন্ন, পাণিনি ও সমগ্র ভাষ্য যাহার নখদর্পণের ন্যায়, আর্থন ধর্ম্মশাস্ত্র যাহার কণ্ঠস্থ ও নীতি ভুক্ত, গণিত এবং জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে যাঁহার বুদ্ধি অপ্রতিহত, এবং যিনি জগতের বিস্ময়কারী গদাধরী টিপ্পনীকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, বাস্তবিকই তাঁহার বিবেচনায় কাব্য ও অলঙ্কার বালধীর পাঠ্য সুতরাং তাহা শাস্ত্রমধ্যেই গণ্য হইবার যোগ্য নহে ও পদার্থহীন অসার প্রবন্ধ। আমি জানি না, সুতরাং বলিতে পারি না যদি তিনি অহোরাত্র ব্যবসায়ে তাদৃশ ব্যাপৃত না থাকিয়া পিতার উপদেশমত সর্ব্বদা কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন তাহা হইলে এ জগতে কি বিস্ময়-

জনক ব্যক্তি হইতেন। ব্যবসায়ই তাঁহার প্রকৃত উন্নতির পথ রোধ করিল। এবং অর্থলিপ্সাই তাঁহার অসাধারণ ধীশিখাকে ভস্মাবৃত করিয়া রাখিল। এখন অনুমান হইতেছে কেন তাঁহার ধীরপ্রকৃতি পিতা তাঁহাকে ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে মুহুর্মুহুঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধ লইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। বিখ্যাত মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আপন কন্যাকে বেথুন সাহেবের স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। ইহাতে তারানাথের সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল। যেহেতুক তিনি তাহার অত্যল্প দিন পরেই তাঁহার জ্ঞানদা নাম্নী কন্যাকে পাঁচ বৎসর বয়সেই শিক্ষার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠান। এবং স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন প্রমাণস্বরূপ উক্ত তর্কালঙ্কারকে বলিয়াছিলেন তাহা আমি অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই, ও কখন হইবার নহে। তারানাথ ইদানীন্তন অসার পণ্ডিতদের ন্যায় অনর্থমূল অশাস্ত্রীয় আচার-পরম্পরারূপ গড্ডলিকাপ্রবাহের অনুসরণপ্রিয় ছিলেন না। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহার বিধি আছে বা যাহার নিষেধ নাই তাহাই করিতেন। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে স্ত্রীশিক্ষা অবশ্য বিধেয়, সুতরাং তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ মত ছিল। গোল আলু, সাগুদানা, ফুল বা বান্ধা কপি প্রভৃতি এতদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাত নহে, সুতরাং সে সকল ভক্ষণে কোন বিধি বা নিষেধ নাই। অতএব ঐসকল অনিষিদ্ধ দ্রব্য যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেন। উপানৎ পরিধান বিধেয়, সুতরাং অসুবিধাকর চটি জুতা পরিধান করিয়া ফটাং ফটাং করিয়া ধুলা উড়াইয়া কোন ফল নাই বিবেচনায় নাগরা জুতা পরিতেন। শীত নিবারণার্থ অপেক্ষাকৃত ফলদায়ক বেনিয়ান্ জামা

ব্যবহার করিতেন। অধিক কি বলিব, বিশুদ্ধ সাবান ব্যবহারেও তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানে বৈদিক মতের প্রায়শঃ অনুসরণ করিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শব্দার্থরত্ন, ঋণগ্রস্ততা ও পিতৃবিয়োগ।

অমৃত কোন কালেই গরল উদ্গার করিতে পারে না। ব্যবসায় অশেষ মঙ্গলাস্পদ। ইহা তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে শাস্ত্রানুশীলনে শিথিল-যত্ন করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে স্বীয় শুভকর স্বভাব জগতে প্রকাশ করিয়া আপনার সে কলঙ্ক আপনিই মোচন করিয়াছিল। ব্যবসায়ে প্রগাঢ় অনুরাগই তর্কবাচস্পতিকে শব্দার্থরত্ন প্রণয়নে প্রবৃত্ত করে। পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করার মত লাভ কোন ব্যবসায়েই নাই দেখিয়া তিনি ১৯০৮ সম্বতে সর্ব্ব প্রথমে শব্দার্থরত্ন রচনা করিয়া বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচার করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত গ্রন্থের একখানিও বিক্রিত হইল না। বিক্রি না হইবার কারণও প্রচুর ছিল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অতি সুন্দর ও স্পৃহণীয় হইলেও, সংস্কৃতে হতাদর হতভাগ্য বাঙ্গালিরা কেহ তাহা স্পর্শও করিল না। অথচ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় সংস্কৃতানুরাগী পাশ্চাত্যদের তাহা বোধগম্য নহে; এবং তাঁহাদের নিমিত্ত তাহা প্রণীত হয় নাই। বাঙ্গালিদের শব্দ শাস্ত্রে অনাদর দেখিয়া তাহাদের সহজে তচ্ছাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভার্থ, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি মুনি প্রভৃতির মতানুসারে এই

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষ দুই অধ্যায়, বাক্যকাণ্ড ও পদকাণ্ড, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপিৎসুদের বিশেষরূপ উপযোগী। সুতরাং শব্দেন্দুশেখরাদির প্রণেতা নাগোজি ভট্ট ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থকর্ত্তা এপর্য্যন্ত এরূপ ফলোপধায়ক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালি জাতির ইহা বড় কলঙ্কের কথা যে, ভালই হউক বা মন্দই হউক, তারানাথের এই গ্রন্থের মর্ম্ম কেহ, কি ছাত্র বা কি অধ্যাপক, অবগত নহেন। ব্যবসায়প্রিয় তারানাথ! তুমি সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত জঘন্য বিদ্যাসুন্দরের ও ঐ যন্ত্রেই মুদ্রিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রণীত সেই লজ্জাকর রসতরঙ্গিনী পুস্তিকার বহুপ্রচারে ও বহুবিক্রয়ে উৎসাহিত হইয়া মনে করিয়াছিলে যে, তুমিও শব্দার্থরত্ন বিক্রয় দ্বারা অধিকতর লাভবান্ হইবে? বৃথা সভ্যতাভিমানী অনুকরণশীল বাঙ্গালিদের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ও তর্কালঙ্কারের কোন কীর্ত্তি কাহারও অপ্রিয় হইতে পারে না। কিন্তু ভবাদৃশদের যে কোন কার্য্যকেই সকলেই, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই "তৈলাধার পাত্র বা পাত্রাধার তৈল" বলিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু আমিও বেস জানি যে "তৈলাধার পাত্র বা পাত্রাধার তৈলের" মর্ম্ম কেহই জানেন না।

তাঁহার শব্দার্থরত্নে সকলের হতাদর দেখিয়া তারানাথ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা হতাশ হইলেন না। মনে করিলেন শব্দার্থরত্ন সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় সকলের সহজে বোধগম্য হয় নাই বলিয়াই ইহার সুপ্রচার হইতেছে না। সুতরাং তিনি পুনরায় বাঙ্গলা ভাষায় বাক্যমঞ্জরী নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ইহারও ঐ দশাই হইল। ফলতঃ বাক্যমঞ্জরী তাদৃশ ব্যক্তির যোগ্য নহে। সুতরাং ইহার ওরূপ পরিণামে কাহারও ক্ষোভ হইতে পারে না।

এই সময় হইতে নানা কারণে তারানাথের ব্যবসায়ের দিন দিন

অবনতি হইতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায় ভিন্ন যে যে ব্যবসায় প্রার্য্যন্ত করিয়াছিলেন তাহাদের পরিচালনের দোষে সকলেতেই বিলক্ষণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। অম্বিকা কালনা ও সিউরীতে যে সকল স্বল্প-বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিল তাহারা সকলেই বিশ্বাস-ঘাতক। তিনি কলিকাতার মহাজনদের নিকট হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া তথায় পাঠাইতেন তাহা বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া কর্ম্মচারীরা আত্মসাৎ করিতে লাগিল। তাঁহাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত কেবল তাহারা কালে ভদ্রে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইয়া নানা চাতুরীপূর্ণ প্রলোভনবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিল। তারানাথ যেমন অতি চতুর ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন, তেমনি অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি কদাচ সহসা কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না। এবং ব্যবসায়ে এই সরলতাই তাঁহার সর্ব্বস্ব নাশ করিল। ইহাতে ক্রমে পরিণামে তিনি কলিকাতার মহাজনদের নিকট বিষম ঋণজালে জড়িয়া পড়িলেন। পাঠক! তুমি কি কখনও ঋণজালের দুর্ভেদ্য পাশে বদ্ধ হইয়াছ? ঈশ্বর যেন কাহারও এ দুর্ভাগ্য না ঘটান। ঋণ প্রাকৃত মনুষ্যকে হতবুদ্ধি করিয়া এককালে জড়বৎ করিয়া ফেলে। তারানাথ যদিচ অপ্রাকৃত মনুষ্য ছিলেন, তিনি কিছুতেই সহসা হতবুদ্ধি বা একেবারে হতাশ হইবার নহেন, তথাপি এক এক বার উত্তমর্ণদের আক্রমণে এত চিন্তাকুল হইতেন যে, তৎকালে তাঁহার বিষণ্ণ দীন বদন অবলোকন করিলে হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হইত।

অনেকে বলেন অপরিমিত-ব্যয়িতাই তারানাথের তাদৃশ অভাবনীয় ঋণগ্রস্ততার প্রধান কারণ। তারানাথ যদিচ ধনাঢ্য-বংশপ্রসূত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পিতা নিতান্ত নিঃস্বও ছিলেন না। তাঁহার পিতা সর্ব্বদা বলিতেন যে, অর্থ সঞ্চয়ের নিমিত্ত নহে। তিনি বলিতেন যে, ব্যয়কাতর ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ এবং মৃৎপিণ্ড এ উভয়ে কোন

প্রভেদ নাই। তারানাথও তাহাই জানিতেন। সুতরাং আপন বিশ্বাসমতে উপার্জ্জিত অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেন মাত্র। তিনি কখনও অভ্যাগতকে অন্নব্যয়ে কাতর হইতেন না, ও নিত্য নৈমিত্তিক শ্রৌতকর্ম্ম অনুষ্ঠানকালে ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। তিনি কদর্য্য বা অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন না, এবং ব্যয়কুণ্ঠতাবশতঃ হেয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। ইহাকে অপরিমিত-ব্যয়ী বলা যাইতে পারে না। তবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি কিছুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠ দীনপ্রকৃতি ছিলেন না, এবং অর্থসঞ্চয় করিতে জানিতেন না। ব্যবসায়াদি দ্বারা এত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে বাক্স বা সিন্দুকে অর্থ রাখিতে দেখি নাই। ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ যত অধিক হউক না তিনি উপস্থিত মত শয্যাতলেই রাখিতেন। এবং শয্যাগৃহের দ্বারও সর্ব্বদা উদঘাটিতই থাকিত। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার শয়নগৃহে তাঁহার চতুরা পত্নী অপর কাহাকেও যদৃচ্ছা-প্রবেশাধিকার দিতেন না। ফলতঃ, এসকল তাঁহার ঋণগ্রস্ততার প্রচুর কারণ নহে। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস-ঘাতকতা-দোষেই তিনি এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার এই ঋণগ্রস্ত দশায় বঙ্গীয় ১২৬০ অব্দে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন অপরাহ্ন তিনটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ষট্‌ষষ্টিতম বৎসর বয়সে বাৎস্য-বংশাবতংস কালীদাস সার্ব্বভৌমের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি তারানাথ শ্রৌতমতেই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতেন। পারত পক্ষে এতদ্দেশ-প্রচলিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতের অনুসরণ করিতেন না। সুতরাং পিতার মৃত্যু হইলে স্বীয় ও ভ্রাতৃগণের মস্তক মুণ্ডনান্তে পিতার দাহাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন। এই নূতন প্রথার শাস্ত্রীয়তা-সম্বন্ধে শ্রাদ্ধে সমাহূত নানাস্থানাগত স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতবৃন্দের সহিত তাঁহার তুমুল শাস্ত্রার্থ হয়। তারা-

নাথের সহিত শাস্ত্রার্থে কি মীমাংসা হইয়াছিল তাহা বলা অতিরিক্ত মাত্র। বিশেষতঃ তারানাথ ব্যতীত অপর কেহ বঙ্গভূমিতে শ্রুতাধ্যায়ী ছিলেন কি না সন্দেহ :

বৎসরান্তে পিতার সপিণ্ডীকরণ গয়াধামে করেন। তখন এদেশে রেলগাড়ীর পথ প্রস্তুতের আয়োজনমাত্র হইতেছিল। তৎকালে গ্রীষ্ম অবকাশ উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজ দুই মাস বন্ধ থাকিত। তারানাথ ঐ দুই মাস কালের মধ্যে গয়ায় পিতার সপিণ্ডীকরণ সমাধা ও কাশী পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণের নিমিত্ত কলিকাতায় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন। এবং পথে পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাঁহার শ্যাল ও একজন শূদ্র ভৃত্য লইলেন। আমরা অম্বিকা হইতে যাত্রা করিয়া খন্নেনে গিয়া শকটারোহণ করি। তৎকালে আমার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ মাত্র ছিল। আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও দূরদেশে গমন করি নাই। তৎকালে এখনকার মত যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত রেলগাড়ীও ছিল না। ট্রঙ্করোডের দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গয়া কাশী গমন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার বোধে সচরাচর কেহ উক্ত পথে গমনাগমন করিতেন না। সকলেই প্রায় নৌকারোহণে পাটনা পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে স্থলপথে গয়াধামে যাইতেন। আমি বাল্য হইতে পিতা মাতার সন্নিধান পরিত্যাগপূর্ব্বক অধ্যয়নার্থ তাঁহার নিকট থাকায় পিতা বা মাতা অপেক্ষা তারানাথেই অধিকতর অনুরক্ত ছিলাম। সুতরাং তাঁহার সহিত ঐ বিষম নানা বিপজ্জাল-শঙ্কুল দুর্গম পথে দূরদেশে যাইতে পরম কৌতূহলাক্রান্তই হইয়াছিলাম। কিন্তু যাত্রা কালের কয়েক দিন পূর্ব্বে, আমি ভয়ানকরূপে পানীয় বসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় মাতা কোন মতেই পীড়িতাবস্থায় তাঁহার সঙ্গে যাইতে দিতে সম্মত হয়েন নাই। মাতার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি আমার অপর অগ্রজ সহোদর-দ্বয়ের অন্যতর যাহাকে

হয় সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু তিনি কিছুতেই মাতার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। মাতা তারানাথের নির্ব্বন্ধাতিশয় কোন মতেই উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া পরিশেষে অগত্যা তদবস্থাতেই আমাকে তাঁহার সঙ্গে প্রসন্নবদনে বিদায় করিলেন। এবং ঘোড়-গাড়ীর ভাড়া তিনশত মুদ্রা ও গয়ায় সপিণ্ডীকরণের এবং কাশীধামে তীর্থ-কৃত্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুইশত মুদ্রা তারানাথকে, এবং প্রত্যেক পরিচারককে বিংশতি মুদ্রা তাহাদের তীর্থকৃত্য নির্ব্বাহার্থ দিলেন। পান্থনিবাসে সর্ব্বত্র আবশ্যকমত আহার-সামগ্রী পাওয়া যায় না, ও সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে নূতন তণ্ডুল খাইতে নাই বলিয়া, আবশ্যকমত পুরাতন তণ্ডুল ও চূর্ণীকৃত হরিদ্রাদি মসলা সঙ্গে দিলেন।

যাত্রা কালেও আমার বসন্তের ক্ষত সম্পূর্ণরূপ জাগরূক ও অতিশয় পূতিগন্ধি ছিল। তথাপি তর্কবাচস্পতি বলিষ্ঠতর অপর দুই অনুজকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া শকটের সংকীর্ণ স্থানে শয়ান করাইয়া আপনি আমার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক আমার গাত্রদাহ নিবারণার্থ তালবৃন্ত ব্যজন করিতে করিতে ট্রঙ্ক রোডে চলিলেন। সঙ্গে যে দুইজন পরিচারক ছিল, তাহারা আমার সন্নিহিত হইলেই বসন্তের দুর্গন্ধে বস্ত্রদ্বারা আপন আপন নাসারন্ধ্র আবৃত করিত ও ঘৃণায় নিষ্ঠীবন নিঃসারণ করিত দেখিয়া তিনি পারত পক্ষে তাহা-দিগকে আমার নিকটে আসিতে বা আমার সেবা শুশ্রূষা করিতে দিতেন না। যথাকালে হরিদ্রার ছোপ দেওয়া আদি যাহা কিছু তৎকালের প্রচলিত বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য বিধান তিনি স্বয়ংই করিতেন। সে বিষয়ে উক্ত পরিচারকদ্বয়ের উপর ভার অর্পণ করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। ইহার বর্ষচতুষ্টয় পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানানন্দের প্রতি দারুণ নির্ম্মমতাচরণজন্য দোষ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি যে তাদৃশ

স্নেহানুরক্তি ছিল তাহাই মাত্র দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে এই বৃত্তান্তের উল্লেখ করিলাম। ইহার চারি বৎসর পরে সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অসহায় জ্ঞানানন্দকে নির্দ্দয়রূপে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় অনেকেই তাঁহার অপবাদ দেন যে, প্রবীণ বয়সে নবীনা পত্নী বিবাহ করাই তাঁহার এরূপ উপযুক্ত-পুত্রবিদ্বেষের কারণ। কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহা নহে। আমার বিশ্বাস, তিনি জ্ঞানানন্দকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত না করিলে স্বয়ং নানা বিপদে পড়িতেন। জ্ঞানানন্দের চরিত্র যাঁহারা সবিশেষ না জানেন তাঁহারাই তারানাথকে নির্দ্দয়, নির্ম্মম ও স্ত্রৈণ বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন।

পথে চারি দিনের পরেই আমার বসন্তের ক্ষতগুলি অনেক শুষ্ক হইল। এবং আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া মনের মধ্যে স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আমরা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বেলা দশটা পর্য্যন্ত শকট চালাইতাম। এবং তৎপরে স্নান আহার ও ক্ষণৈক বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অপরাহ্ণে তিনটা বা চারিটার সময় হইতে যতক্ষণ দুই বৃহত্তর (১) পান্থনিবাস অতিক্রম না করিতাম ততক্ষণ শকট চালাইতাম। তখন রেল গাড়ী না থাকাতে ভারতের সমুদয় লোকের সমাগম এই পথেই হইত। পণ্যবাহী গো, অশ্ব ও শকট দিবারাত্র এই পথে নিয়ত চলিত, তথাপি এই প্রশস্ত পথের কোন অংশ ভগ্ন বা বন্ধুর দেখি নাই। পথ সর্ব্বত্র সমতল, অর্থাৎ অবন্ধুর থাকায় আমাদের শকট আকর্ষণে ঘোটকযুগলের কিছুমাত্র আয়াস হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় নাই।

(১) রাজ পথে যেখানে সর্ব্বদা বহুলোকের যাতায়াত হয়, তথায় প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে যাত্রীদের বিশ্রামের নিমিত্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পান্থনিবাস থাকে, তাহাকে চটী, এবং ছয় ক্রোশ অন্তরে যে বৃহত্তর পান্থনিবাস থাকে তাহাকে আড্ডা বলে।

কিন্তু পরেশনাথ পর্ব্বতে পৌছিয়া এই সুপ্রশস্ত রমণীয় পথের অন্যরূপ অলৌকিক ভাব দেখিলাম। পরেশনাথ বিন্ধ্যাচলেরই শৃঙ্গ বিশেষ, কোন স্বতন্ত্র পর্ব্বত নহে। এই পথ পরেশনাথে পৌছিয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখী হইল, এবং স্থানে স্থানে নিয়ত সুদূর সার্দ্ধেক ক্রোশ উর্দ্ধমুখে ক্রমশঃ উন্নত ভূধরশৃঙ্গে উঠিয়া কিছু দূর গমন করিয়াই পুনরায় অধোমুখে সুগভীর উপত্যকাভিমুখী হইয়া দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। উভয় স্থলেই আমরা শকট লইয়া বড়ই শঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। সময়ে সময়ে আমরা সকলে শকটকে পশ্চাদ্ভাগ হইতে ঠেলিয়া উন্নত ভূভাগে তুলিয়া দিতাম। এবং কখন বা শকট অধোমুখে উপত্যকায় নামিবার সময় আমরা সকলে পশ্চাদ্বদ্ধ রজ্জুদ্বারা শকটকে টানিয়া রাখিয়া ক্রমশঃ অবতরণ করাইতাম। তিন দিন শকটের এইরূপ উর্দ্ধে আরোহণ ও নিম্নে অবতরণকালে তর্কবাচস্পতির বলবত্তা, কার্য্যতৎপরতা ও ক্লেশসহিষ্ণুতার যুগপদ্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংরাজিজ্ঞ সৌখিন বাবুরা এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে মনে করিতেন আরামের নিমিত্ত তিনশত মুদ্রা ব্যয়ে গাড়ী ভাড়া করিয়াছি কি ইহা ঘোড়ার মত টানিবার জন্য ? তাঁহাদের তাদৃশ শারীরিক বল বা সহিষ্ণুতাও নাই, তবে বিফল বচনে বিলক্ষণ পটু। আমি ছোট বড় সকলকেই লক্ষ্য করিয়া এরূপ কঠোরোক্তি করিলাম।

সেই নিদাঘ সময়ের পার্ব্বত্য বিমল সন্ধ্যা সমীরণ হিল্লোলে পুলকিত হইয়া এক দিন অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই রম্য পর্ব্বতরাজীর অধিত্যকা দেশ বহুব্যয়ে ভেদপূর্ব্বক এই সুবিস্তীর্ণ মনোরম রাজপথ প্রস্তুত করিয়া ইংরেজেরা আমাদের কি অসীম সুবিধা করিয়া দিয়াছেন ? ইহাতে তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এই পথ অতি প্রাচীন সময় হইতেই আছে। তবে, এক মুশলমান সম্রাট্ অপরিসীম অর্থ ব্যয় করিয়া ইহাকে এমন সুন্দর ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুগম

এবং স্থানে স্থানে আবশ্যকমত সুদৃঢ় সেতু আদি নির্ম্মাণ দ্বারা প্রবল বর্ষা-প্রবাহের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এবং প্রত্যেক পান্থ-নিবাসে পথিকগণের স্নান পানাদির সুবিধার নিমিত্ত কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজেরা কেবলমাত্র এই পর্ব্বত-পথের উভয় পার্শ্বস্থ সুদূর-বিস্তীর্ণ বনরাজি ছেদন করিয়া ব্যাঘ্র ভল্লূক আদি হিংস্র জন্তুর বিভীষিকা হইতে পান্থদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বন কাটাতেও ইংরেজ জাতির বিলক্ষণ অর্থ লাভও হইয়াছে, তাঁহাদের নিজ কোষ হইতে অধিক ব্যয় হয় নাই। তবে এ সম্বন্ধে যখন যাহা সাময়িক সংস্কারের আবশ্যক হয় তাহা ইংরেজেরাই করেন বটে, কিন্তু টোল ও ফেরি আদায় দ্বারা সে ব্যয় পূরণ করিয়া লয়েন। মুসলমানদের ন্যায় ইংরেজ জাতি অস্বার্থপর নহেন। কোন না কোনরূপে আপন স্বার্থ না থাকিলে কখনও কেবল আমাদেরই স্বার্থের নিমিত্ত এক পয়সাও ব্যয় করেন না নিশ্চয় জানিবে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজেরা "সাত সমুদ্র তের নদী পার" হইয়া এত দূরদেশে অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত আসিয়াছেন ব্যতীত, তীর্থ যাত্রা করিতে আসেন নাই। কিন্তু মুসলমানেরা ক্রমশঃ ভারতবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের স্বদেশ ভারতের নিমিত্ত যাহা কিছু করিতেন তাহা স্বতঃ-প্রবৃত্তি-নোদিত। তবে, ইংরেজদের সুন্দর রাজবিধি (১) দেখিলে তজ্জাতীয় রাজা বা রাণীর উপর বা রাজবিধির উপর কোন দোষ দিতে পারা যায় না। কিন্তু ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই কি সে বিধি পালন করেন? অধিকন্তু সুসভ্য ইংরেজেরা এই পথের উভয় পার্শ্বস্থ পরম রম্য নিবিড় বনরাজীর ছেদ করিয়া কি শোভাহানি ও আতপ-প্রতিরোধ-নিবারণ করি-

---

১) রাজবিধি—আইন, কানুন।

য়াছেন তাহা আর তোমাকে কি বলিব! পূর্ব্বে যখন পিতামহ মহাশয় অর্থাভাবে এই পথে পদব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন এই পথের উভয় পার্শ্বের বনাবলির ছায়া-প্রভাবে এই তুঙ্গ পার্ব্বত্য পথ অদ্য এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপিত নিদাঘ-মধ্যাহ্নেও সুশীতল বনবায়ু হিল্লোলে অতি শীতল ও আর্দ্র থাকিত। তবে তখন এক বাঘ ভালুকের ভয় ছিল বলিবে? তা ভাই, সকল সুবিধা কোন স্থলেই পাইবে না, এবং মানুষের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, এবং সাবধান থাকিলে ব্যাঘ্র ভল্লুক কি দেবমূর্ত্তি মনুষ্যের সহজে কোন অপকার করিতে পারে?" তিনি যেরূপ বলিলেন তাহাতে সকলই প্রকৃত বলিয়াই বোধ হইল। যদিচ তিনি ইংরেজ-রাজা বা রাণীর বা রাজবিধির কোন দোষ উল্লেখ করিলেন না বটে, কিন্তু সুসভ্য ইংরেজ জাতিকে স্বার্থপর বলায় আমার মন তৃপ্ত হইল না। যেহেতুক আমার স্থির বিশ্বাস যে, যাঁহারা আপনাদিগকে সমুদয় জগতের মধ্যে সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা কি কখন ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল স্বার্থান্বেষী হইতে পারেন?

আমরা উভয়ে এইরূপ কথোপকথনে পথ অতিক্রম করিতেছি, এমন সময় দূর হইতে ডাক গাড়ীর উচ্চৈঃ তূর্য্য-ধ্বনি আমার মন আকৃষ্ট করায় অগ্রজের কথা শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, মুসলমানী রাজ্যে এরূপ ডাকে নিরাপদে দূরদেশে পত্রাদি প্রেরণের সুবিধা কি ছিল? তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ, তখনও ডাক ছিল, কিন্তু এত সুবিধা ছিল না। তা, সকল দেশেই পূর্ব্বকালে সকল প্রকার সুবিধা ছিল না। রামগোপাল ঘোষের মুখে শুনিয়াছি-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজরাই এত অসভ্য ছিল যে, স্বয়ং খৃষ্টান হইয়া খৃষ্টানেরই সম্প্রদায়-বিশেষকে অগ্নিদাহে হত্যা পর্য্যন্ত করিত! এবং আরো অনেক প্রকারের অসভ্যতাচরণ করিত, যাহা এদেশে কোন

সময়ে কোন রাজার শাসনকালে আচরিত হয় নাই। তবে, আজ এখানে ইহাদের যে সময়গুণে ডাকের সুব্যবস্থা দেখিতেছ তাহাও স্বার্থনোদিত, এবং ইহাতে ইহাদের অপরিমিত অর্থ লাভও হইয়া থাকে শুনিয়াছি। যদি ইহা কেবল দেশের উপকারার্থ হইত, তাহা হইলে ইহাদ্বারা অত অর্থ সঞ্চয় করিতেন না, এবং ডাকবেতন আরো অল্প করিতেন। বিশেষতঃ ডাকের এরূপ সুব্যবস্থা না করিলে রাজ্য শাসন আদি উহাদের নানাবিধ স্বার্থের অশেষ হানি হইত।” তর্ক-বাচস্পতির এই সকল কথা এবং আরো অন্যান্য অনেক বৈষয়িক কথা স্মরণ হইলে মনে বিস্ময়ের উদয় হয় যে, তিনি ইংরেজি ভাষায় সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া কত অশেষ বিষয়ের সন্ধান রাখিতেন।

আমার স্মরণ হইতেছে আমরা খন্নেন হইতে যাত্রা করিয়া একাদশ দিবসে গয়ায় পৌছিয়াছিলাম। অক্ষয়তৃতীযার পূর্ব্ব দিনে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় ছয় দিন বাস করিয়া সমুদয় গয়াকৃত্য সমাপনান্তে পুনরায় কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় পৌছিয়া এ পারে রাজঘাটে শকট রাখিয়া গঙ্গাপার হইলাম। এবং কাশীতে মদনপুরায় পিতামহের নির্ম্মিত গৃহে সপ্তাহ বাসপূর্ব্বক তত্রত্য সমুদয় তীর্থকৃত্য সমাপান্তে পুনরায় রাজঘাটে ভাগীরথী পার হইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। আমরা যে কতিপয় দিবস কাশীতে বাস করিয়াছিলাম অনলস তর্কবাচস্পতিকে এক মুহূর্ত্ত সুস্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। কেবল কাশীতে কেন? আমার জ্ঞানে তর্ক-বাচস্পতিকে কখনও নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখি নাই। কেবল গভীর নিশাগমে নিদ্রাকালে তিনি নির্ব্যাপার থাকিতেন। তাহাও অনেক সময় রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় নানা প্রসঙ্গের প্রলাপ করিতেন। তবে তাঁহার জীবনের শেষ দশায় আমি অতি দূরে থাকায় তাঁহার তৎ-

কালের পরিশ্রমশীলতার বিষয় বলিতে পারি না। তথাপি তৎকালের কার্য্যকলাপ দর্শনে বোধ হয় না যে তখনও তিনি ক্ষণেক কাও নির্ব্যাপার থাকিতেন। তাঁহার আচরণে মহাকবি ভারবির "দাক্ষ্যংহি সদ্যঃ ফলদং" এই কথা আমার সর্ব্বদাই স্মরণ হইত। তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা অসীম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিযাছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপান্তে যখন চারি বৎসর মাত্র এই বারাণসীতে বেদান্ত আদি অধ্যয়নার্থ বাস করিয়াছিলেন, তখন অত্রত্য লোকের আচার ব্যবহার ভাষা আদি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই সম্যক্‌রূপে স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন। এই জন্যই চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগর প্রভৃতিরা সময়ে সময়ে তাঁহাকে খোট্টা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। রীতিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় লিখিতে ও অনর্গল বলিতে শিখিয়াছিলেন। অনেকবার তাঁহাকে হিন্দুস্থানীদের সভায় সুললিত হিন্দীভাষায় সারগর্ভ শাস্ত্র-প্রবন্ধের বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করিতে দেখিয়াছি। তবে, ইহাতে তাঁহার একটী এই মহৎ দোষ জন্মিয়াছিল যে, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় পত্রাদি লিখিবার সময় অনেক হিন্দী অক্ষর লিখিয়া ফেলিতেন। এবং এই কারণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় হস্তলিপি অনেকের দুর্ব্বোধ হইত। তাঁহার এই লিপিদোষ কোন কালেই আর শুধরায় নাই।

এবারেও তিনি যত দিন কাশীতে ছিলেন প্রত্যহ তীর্থকৃত্য, স্বয়ম্পাক ও আহারাদি সমাপনান্তে নানা পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রীয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিয়ত ঘুরিতেন। এবং প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে বাসায় আসিতেন। একদিন রাত্রিকালে বাসায় প্রত্যাগত হইয়া আমাকে জাগৃত দেখিয়া বলিলেন যে, কাশীতে আর এখন একজনও তেমন বহুদর্শী পণ্ডিত নাই যাঁহার নিকট শাস্ত্রীয় সন্দেহগুলি ভঞ্জন হইতে পারে। এখন এখান অপেক্ষা আমাদের বঙ্গদেশের অধ্যাপকেরা

শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞানবত্তায় অনেক উচ্চ দেখিতেছি। তবে পাণিনি প্রভৃতি শব্দশাস্ত্র ও বেদ বেদান্তের অধ্যাপনা একেবারেই আমাদের দেশে নাই; সুতরাং তত্তচ্ছাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা-জন্য দোষ তাঁহাদের নহে। সেটা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

এক দিন রাত্রিকালে তাঁহার কথান্তে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে কি আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রগুলি এদেশের পাঠ্য বেদান্তাদি অপেক্ষা অপকৃষ্ট? বাচস্পতি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "না, তাহা বলিতে পারি না। পিতা বলিতেন যে, "বাঙ্গালির মত বুদ্ধিমান্ জাতি যাহা ভাল বলে তাহা মন্দ হইতে পারে না" বেদাধ্যয়নে পাণ্ডিত্য নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্ম আছে। এ দেশে চলিত বেদান্ত অপেক্ষা আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র কোন অংশেই ন্যূন নহে। এবং আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত কেবল মুগ্ধবোধে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া গদাধরী টিপ্পনী প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন পাণিনীয়াধ্যায়ীর কীর্ত্তি অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা এদেশে একেবারে নাই বলিলেই হয়।" পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি যেরূপ ভাবে বলিলেন তাহাতে বোধ হচ্ছে যেন পিতা বলিতেন বাঙ্গালিরা ভারতে অপর জাতি অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্, তাহার প্রমাণ কি? ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "তবে বলি শোন—পাণিনি, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রগুলিতে কেবল এদেশীয়দের একাধিকার নাই; ঐ সকল শাস্ত্রে আমাদের তুল্যাধিকার আছে। যেহেতুক তত্তৎ গ্রন্থের প্রণেতারা কেবল এদেশীয়দেরই পূর্ব্বপুরুষ নহেন। কিন্তু আমাদের অহঙ্কার গদাধরী ও গঙ্গাধরী টিপ্পনী আমাদেরই বাঙ্গালির প্রণীত; যদিচ পাণিনির বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর কোন অংশে সমকক্ষ নহে, তথাপি মুগ্ধবোধ একেবারে অকর্ম্মণ্য নহে ও

তাহাও একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের কৃত। এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলংকার-গ্রন্থ সাহিত্য-দর্পণ ঐরূপ কেবলমাত্র আমাদেরই সম্পত্তি। মন্বাদি অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ সকলের সহজে সম্ভবেনা বলিয়া বোপদেবের ন্যায় রঘুনন্দনশিরোমণি অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রের সারোদ্ধারপূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব করিয়াছেন, তাহাতেও অপর কাহারও কোন স্বত্বাধিকার নাই। তন্ত্রশাস্ত্রগুলি যদিচ নিতান্ত আধুনিক, তাহাতে বাঙ্গালিরই একমাত্র স্বত্বাধিকার জানিবে। কিন্তু এদেশীয় পণ্ডিতেরা বাঙ্গালির উদ্ভাবিত তন্ত্রশাস্ত্রকে সমধিক মান্য করিয়া থাকেন। এবং হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়ার্থ রচিত সত্যপীরের সিনিও, যাহা পরে ক্রমশঃ সত্যনারায়ণের কথা বলিয়া এদেশে পর্য্যন্ত চলিত; তাহাও সুচতুর বাঙ্গালির প্রকটিত ও ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত।(১) অধিক কথার প্রয়োজন কি, চৈতন্য আমাদের এক জন বাঙ্গালি স্বীয় ক্ষমতা ও ধর্ম্মানুরাগ-প্রভাবে এদেশের অনেকের উপাস্য দেবতা পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সংক্ষেপে এই বলি যে, বাঙ্গালি বুদ্ধিবলে ভারতের অপর সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়া চিরকালই স্বাধীনভাবে চলিতেছেন। কেবল আমরা শরীর-বলে নির্জীব। তাহাও, শারীরিক দুর্ব্বল হইয়াও বাঙ্গালিরা আজ পর্য্যন্ত যেরূপ তেজস্বিভাবে চলিতেছেন, ভারতের কোন্ জাতির তাহা স্বপ্নের অগোচর। রাত্রি অনেক হইয়াছে, সুতরাং স্থূল এক কথায় বলি, এদেশীয়দের বৃথা বীরদর্পের অধিকতর সুস্পষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে যে, ইহারা আপনাদিগকে সাত্ত্বিক হিন্দু বলিয়া বাঙ্গালিদিগের নিকট আস্ফালন করেন, অথচ সকলেই মুসলমানদের অসন্তোষ-ভয়ে তাহাদের সহিত একাসনে বসিয়া পান, তামাক ও অনেকে জল পর্য্যন্ত পান করেন। কিন্তু স্বধর্ম্ম-

(১) কি কারণে বলিতে পারি না, শেষ দশায় তাঁহাকে যেন সত্যনারায়ণকে বাগে প্রকারে মানিতে দেখিয়াছি।

বিশ্বাসী কোন বাঙ্গালি কি এরূপ কাপুরুষের স্থায় ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া যবনের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন? ইহাতেই দেখ দুর্ব্বল বাঙ্গালিরা, না এই লম্বোদর বৃথোচ্ছুন হিন্দুস্থানীরা প্রকৃত পক্ষে বীর? অতএব ভাই, আমারতো চিরবিশ্বাস এই যে, "বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য" বুদ্ধিই মনুষ্যের বল। কেবল গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া মল্ল সাজিলেই যদি বীর হয়, তবে পঙ্কিল মৎস্যই (১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। অতএব, তাদৃশ কুশাগ্রধী বঙ্গীয়েরা যে শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহাকে একেবারেই অপকৃষ্ট বলা সহজ কথা নহে। তবে পরিশ্রম-বিমুখ বাঙ্গালিদের এক মহৎ দোষ এই যে, তাঁহারা অতিবুদ্ধির বলে সকল বিষয়ের জ্ঞান সহজে উপলব্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে চান। এই কারণেই বিদ্যাসাগরভায়া বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ করিয়া অতি দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনিওতো শব্দশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তির সহজ উপায় কল্পনাতেই শব্দার্থ-রত্ন রচনা করিয়াছেন? ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, তা বটে, কিন্তু আমি শব্দার্থরত্ন রচনা করিয়াছি পাঠকের শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপিসাকে সন্ধুক্ষণের নিমিত্ত, পরিশান্তির নিমিত্ত নহে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালিদিগকে জ্ঞানদান দ্বারা অলস ও অকর্ম্মণ্য করিবার নিমিত্ত নহে। ইহা আমার স্বজাতির জ্ঞান-পিপাসা উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। পরে, ক্ষণৈক তুষ্ণী অবলম্বনের পর বলিলেন যে, তাহা যখন কেহ গ্রাহ্যই করিল না, তখন আর বিফল সে কথায় প্রয়োজন কি? তাঁহার এই শেষ কথায় আমি কিয়ৎপরিমাণে মর্ম্মাহতপ্রায় হইয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলাম, ও কিছুক্ষণ পরেই নিদ্রামগ্ন হইলাম।

(১) পাঁকাল মাছ। এই মৎস্য পঙ্কের মধ্যেই বাস করে।

বারাণসীতে ছয় দিন বাস করিয়া সপ্তম দিবসে দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকারোহণপূর্ব্বক দক্ষিণ পারে রাজঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শকটে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে চলিলাম। এই সময়ে আমাদের জ্যেষ্ঠতাতের মৃতা দৌহিত্রীর স্বামী আমাদের সাথী হইলেন। প্রত্যাগমনকালে বারে শকট রাখিয়া পারের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া দুই খানি একা ভাড়া করিয়া এক খানিতে তর্কবাচস্পতি ও আমি এবং অপর খানিতে পরিচারকেরা আরোহণ পূর্ব্বক নরহনে শিষ্যালয় উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এই আমার প্রথম একারোহণ-সুখানুভব-জনিত সর্ব্বাঙ্গ বেদনাভোগ করা হইল। তর্কবাচস্পতি যদিচ পূর্ব্বেও কাশীতে আসিয়া এ কর্ম্মভোগ অনেক বার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার এবিষয়ে এই প্রথম ভাগ্য প্রসন্ন হইল। এবং একা মহানুভাব বর্ষাপ্রারম্ভে সেই মেটে বন্ধুর পথ দিয়া আমাদিগকে নিয়ত উৎক্ষেপ বিক্ষেপ প্রক্ষেপ আদিদ্বারা ঘঙ্ এবংক্ত প্রত্যয়ান্ত ক্ষিপ্‌ধাতুর দ্বাবিংশ উপসর্গযোগে রূপভেদ দেখাইয়া স্বীয় বৈয়াকরণত্বের বিশেষরূপ পরিচয় দিয়া চক্রোৎক্ষিপ্ত কর্দ্দম আমাদের ভগ্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া নরহনে শিষ্যালয়ে সশরীরে পৌঁছাইয়া দিলেন। তথায় তিন দিন বাস পূর্ব্বক জগদীপনারায়ণ ও প্রতীপনারায়ণ নামক দুই সহোদরকে মন্ত্রদানদ্বারা দীক্ষিত করিয়া আমরা প্রত্যাগমনকালে শিবিকারোহণে চাম্‌তাঘাটে উপনীত হইয়া গঙ্গা পার হইলাম। এবং প্রত্যাগমনকালে ধনী শিষ্যের অনুরোধে ক্ষিপ্‌ধাতুর রূপকরণদ্বারা অস্থিচূর্ণকারী বৈয়াকরণ মহাশয়ের সহিত আলাপ না করিয়া অগত্যা বিচারে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বারে পৌঁছিয়া পুনরায় ট্রঙ্করোডে না গিয়া আমরা মেটে-পথে গঙ্গার ধারে ধারে অতিকষ্টে সূর্য্যগড়াই পৌঁছিলাম। তথায় পৌঁছিয়া একখানি নাতিবৃহতী নৌকা ভাড়া করিয়া স্বদেশাভিমুখে জলপথে প্রস্থান করিলাম। বঙ্গদেশের ন্যায়

এখানে সুগঠন বা ক্ষুদ্র নৌকা পাওয়া যায় না; পাইলেও অদ্য বর্ষাগমে প্রাচ্য-পবনালোড়িত এ অঞ্চলের সুবিস্তৃত গঙ্গায় মণিরামপুরী ভাউলে মুহূর্ত্তকালও প্লবমান থাকিতে পারেনা।

আমাদের ঘোড়গাড়ী খানি নৌকায় তুলিয়া লইয়া সারথি ও অশ্বসেবকের সহিত ঘোটকদ্বয় স্থলপথে কলিকাতায় পাঠাইলাম। বর্ষাপ্রারম্ভে প্রবল প্রাচ্য বায়ুর প্রতিকূলে একটানা গঙ্গার ভীম তরঙ্গাকুল বক্ষঃস্থলে নৌকা ভাসান দিয়া অতি মন্দগতিতে স্বদেশাভিমুখে চলিলাম। সূর্য্যগড়াই হইতে মুঙ্গের এক দিনের পথ। কিন্তু বায়ু প্রতিকূল ও নাবিকগণ নিতান্ত পরিশ্রমভিমুখ থাকায় আমাদের সূর্য্যগড়াই হইতে মুঙ্গের আসিয়া পৌছিতে তিন দিন অতীত হইল। উদ্যোগপ্রিয় মজ্জ্যেষ্ঠ প্রায় দেড় মাস হইতে দিবসে শকটে নিয়ত নির্ব্যাপার বসিয়া থাকিয়া ও নিশাগমে পান্থনিবাসে নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুঙ্গেরে পৌছিয়া ভাবিলেন যে, শিষ্যালয়ে প্রাপ্ত বিত্তের যাহা পাথেয়াবশিষ্ট উদ্বৃত্ত হইবে তদ্দ্বারা অত্রত্য সুমূল্য বিবিধ প্রস্তরপাত্র ক্রয় করিয়া এই নৌকাযোগে স্বদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিলে যাহা লাভ হইবে তাহাতে নৌকাবেতন পরিশোধ হইবে; এবং প্রস্তরভরে স্থিরীকৃত নৌকা প্রবল পূর্ব্ববায়ুবেগে উদ্বেলিত বর্ষা-গঙ্গার তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া স্থিরভাবে নিরাপদে প্লবন করিবে। এবং তাহাই করিলেন। প্রায় একশত মুদ্রার নানাবিধ প্রস্তর ক্রয় করিয়া নৌকায় তুলিলেন।

যখন আমরা মুঙ্গেরে পৌছিয়াছিলাম তখন আমাদের গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইতে চতুর্দ্দশ দিবস মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং মজ্জ্যেষ্ঠ ভাবিয়া দেখিলেন যে, নৌকাযোগে এরূপ মন্দগতিতে অগ্রসর হইলে চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে চাকরির স্থান কলিকাতায় পৌছান সন্দেহ-স্থল।

অতএব তিনি মুঙ্গেরে এক খানি একা ভাড়া করিয়া কেবল শূদ্র ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া স্থল পথে কলিকাতাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন, আমার সঙ্গে নৌকায় পরিচারক শ্যাল ও পূর্ব্বোক্ত ভাগিনেয়ীপতিকে রাখিয়া গেলেন। ধন্য তারানাথ! তোমার কর্ত্তব্যতানুরোধ রক্ষার নিমিত্ত তাদৃশ ক্লেশসহিষ্ণুতাকে ধন্য! পাঠক, যদি তুমি কথনও একা দেখিয়া বা ক্ষণৈক কালও তাহাতে আরোহণ করিয়া থাক তাহা হইলে ভারতীয় জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গ্রীষ্মে, যথন পশু পক্ষীরা পর্য্যন্ত মার্ত্তণ্ড-তাপে লোলজিহ্ব লইয়া আহার বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছায়াতরুতল আশ্রয় করে, এবং যথন অপরাহ্ণে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা দীপিত গগনমণ্ডল শ্রোত্রবিদারণ বজ্রস্বনে প্রতিধ্বাত ও প্রচণ্ড ঝঞ্চানিল-বিলোড়িত হওয়ায় প্রলয়কাল আসন্ন বলিয়া বোধ হয়, তখন সুদূর মুঙ্গের হইতে অবিশ্রামে একার সঙ্কীর্ণ আসনে সভৃত্য সঙ্কুচিতভাবে উপবেশন করিয়া উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ করিতে করিতে কলিকাতা আগমনে তর্কবাচস্পতির কিরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছ তাহা তুমিই অনুমান কর। ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, পথে ভৃত্য সঙ্গে ছিল মাত্র, কিন্তু শূদ্রের উদ্ধৃত কূপোদক পান করিতেন না। অগত্যা একারোহণ-ক্লান্তির পরে স্বয়ং কূপ হইতে জল তুলিয়া পানাদি করিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিধবা-বিবাহ, ব্যবসায়ের অবনতি ও অর্থলোভ।

কাশী হইতে প্রত্যাগমন করার দুই বৎসর পরে তর্কবাচস্পতি বিধবা বিবাহের আন্দোলনে মগ্ন হইলেন। কলিকাতানিবাসী কর্ম্মকারবংশীয় একজন সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান স্বীয় বালবিধবা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কলেজের অধ্যাপকদের, বিশেষরূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত লয়েন। পরে তত্রত্য হিন্দু-সমাজপতি রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের বাটীতে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সভা করিয়া বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হয়েন। তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তর্কবাচস্পতি প্রভৃতিরা ভিন্ন দলস্থ থাকায় উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত রাজা বাহাদুরের সভাপণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন-প্রমুখেরা উক্ত সভায় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পরিশেষে নবদ্বীপপ্রভৃতির পণ্ডিতগণের নিকট তর্কে পরাস্ত হয়েন। সুতরাং কর্ম্মকারের বিধবা কন্যার আর বিবাহ দেওয়া হইল না। তৎপরেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর বহুদর্শী তারানাথ তর্কবাচস্পতির সাহায্যে শাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করেন। এই পুস্তক প্রচারে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে মহা হুলুস্থূল পড়িল। তখন যে ভবশঙ্করবিদ্যারত্ন ইতিপূর্ব্বে বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষ যুক্তি প্রদর্শন

করিয়াছিলেন, তিনিই "সাগরের তরঙ্গ" নামক একখান পুস্তক প্রচার করিয়া বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রাণপণে প্রয়াসী হয়েন। এবং বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা আহূত হইয়া এই বিষয়ের মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রত্যেক সভাতেই তারানাথতর্কবাচস্পতি আহূত হইয়া, কোন কোন সভায় অনাহূত হইলেও স্বতঃ উপস্থিত হইয়া, সভাস্থ সকলকে তর্কে পরাস্ত করিয়া বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছিলেন। যিনি তর্ক-বাচস্পতির তর্কশক্তিতে পরিচিত আছেন, তাঁহাকে বলিতেই হইবে যে, "বৃহন্নলাঃ সারথি র্যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ" অর্থাৎ তর্কবাচস্পতি স্বপক্ষ থাকিতে বিদ্যাসাগর কিছুতেই পরাস্ত হইবেন না। বিধবা-বিবাহতো সহজ কথা; সর্ব্বশাস্ত্রবিদ তারানাথতর্কবাচস্পতি সাংখ্যমতানুসারে স্পষ্ট বলিতেন যে "তর্কাঃ প্রতিষ্ঠানাং", অর্থাৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ তার্কিকেরা স্বীয় তর্কবলে হয়কে নয় করিতে, এবং নয়কে হয় করিতে পারেন, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিতে পারেন। যদিচ স্মার্ত্তচূড়ামণি ভরতচন্দ্রশিরোমণিও বিদ্যাসাগরের পক্ষ ছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবস্থায় কেবল সুমহা ফণী ছিলেন, তাদৃশ তার্কিক ছিলেন না। এবং নৈয়ায়িক জয়নারায়ণতর্কপঞ্চানন ও আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশও প্রথমতঃ বিধবাবিবাহের পক্ষই ছিলেন, কিন্তু অনেক স্থলে নিমন্ত্রণের পত্র বন্ধ হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই এপক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তারানাথতর্কবাচস্পতি যাহা সৎপক্ষবোধে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আমরণান্ত ত্যাগ করেন নাই। তারানাথ রঘুনন্দনশিরোমণিপ্রণীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাধ্যায়ী ইদানীন্তন অধ্যাপকমহাশয়দের ন্যায় কেবল নিমন্ত্রণের পত্র পাইবার নিমিত্ত বিদ্যাধ্যয়ন করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, বিদ্যাধ্যয়ন কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনেরই সমীচীন উপায়, অর্থোপার্জ্জনের

নহে। অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বতন্ত্র জানিয়া তিনি তদর্থে বাণিজ্যাদি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত বিধবাবিবাহের পক্ষ অবলম্বন করাতে অনেক স্থলে নিমন্ত্রণের পত্র বন্ধ হওয়ায় কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিমর্ষ হয়েন নাই। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কেহ কেবল স্মৃতি, কেহ কেবল কাব্যালংকার বা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং জ্যোতিঃ-শাস্ত্রাধ্যয়নে তাদৃশ অর্থাগমের সম্ভাবনা না থাকায় এদেশে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা প্রায় কেহই করেন না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি সেরূপ করেন নাই। তিনি পিতার উপদেশানুসারে জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযোগী ভারতের প্রায় সকল শাস্ত্রেই অধ্যয়নদ্বারা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই সারগ্রাহী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যান্য সহস্র পণ্ডিত অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর সম্মান করিতেন। তিনিও বিদ্যাসাগরকে বিশেষরূপ সস্নেহ অভ্যর্থনা করিতেন। ফলতঃ তারানাথের এই অসাধারণ্য-গুণেই পাঠ্যাবস্থা হইতে ইহাঁদের উভয়ের অতি গাঢ় প্রণয় ছিল। এবং ইহাঁদের উভয়ে তাদৃশ সদ্ভাব না থাকিলে, বা তারানাথ তর্কবাচস্পতি সেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সর্ব্বত্র সমর্থন না করিলে বিদ্যাসাগর প্রস্তুত বিষয়ে কতদূর সফল-মনোরথ হইতেন বলিতে পারা যায় না। এবং আমার এ কথার প্রমাণ এই যে, কিছু দিন পরে তারানাথ স্বপক্ষ না থাকায় বিদ্যাসাগর অপেক্ষাকৃত অতি সহজ ও সর্ব্ববাদি-সম্মত বহুবিবাহ নিবারণের পোষক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বা ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয়েন নাই। প্রত্যুত তাঁহারই উদ্ধৃত প্রমাণ তাঁহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে অপ্রতিভ করিয়াছিল। তবে তারানাথের

শেষ দশায় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে অসাধারণ্য দেখিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণের পত্র দিতেন। এবং এইরূপে সর্ব্বত্র নিমন্ত্রিত হওয়ায় অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে।

এই সময়ে নানা কারণে দিন দিন তারানাথের ব্যবসায়ের অত্যন্ত অবনতি হইতে লাগিল। সকল ব্যবসায়েই ক্ষতি হইতে লাগিল। প্রায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের শাল কীট-নিষ্কুষিত হওয়ায় তিনি বিশেষ-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সিউরী ও কালনার দোকানের কর্ম্মচারীরা নির্দ্দয়রূপে যথেচ্ছ লুণ্ঠনদ্বারা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। এই-রূপ নানা কারণে মর্কটক-জালের ন্যায় তাঁহার ঋণজাল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকে এককালে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। কিন্তু বীরচেতা তারানাথ মর্কটক-জালবদ্ধ অল্পপ্রাণ কীটের ন্যায় ঋণজালে দৃঢ়বদ্ধ-সর্ব্বাঙ্গ হইয়াও সহসা হতাশ বা একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই। যত ঋণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাহা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অধিক-তর উদ্যম ও পরিশ্রমের সহিত ব্যবসায়ের প্রসার করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হওয়ায় কিছু দিন তাঁহার শাস্ত্রালোচনায় আস্থা সময়াভাবে অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সময়াভাবে কখন কখন পথ চলিতে চলিতে পুথির পাত অধ্যয়ন করিতেন দেখিয়াছি। পটলডাঙ্গার বাসা হইতে বড় বাজারে কোন পণ্যদ্রব্য কিনিতে যাইবার সময় অভীপ্সিত পুথির পাত কয়েকটা লইয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে পথ চলিতেন। পথ ভ্রমণকালে এইরূপ অধ্যয়নে তন্ময় থাকায় অনেকবার পদস্খলন হইয়াছিল এবং বড়বাজার যাইতে জগন্নাথ ঘাটে গিয়া পৌছিয়াছিলেন। এবং অশ্বশকটাদি-পরিঘৃষ্ট কলিকাতার রাজপথে এইরূপে অধ্যয়নে

তন্মনস্ক হইয়া গতায়াতে বিপদ আশঙ্কায় বিদ্যাসাগরপ্রভৃতিরা তাঁহাকে অনেকবার এরূপ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় নানা ব্যবসায়দ্বারা অর্থাগমের কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সান্নিপাতিক বিকারে যেরূপ কোন ঔষধই ফলদায়ক হয় না, সেইরূপ কোন উপায়ই তাঁহাকে উত্তমর্ণগণের ভ্রূকুটিযুক্ত কঠোরোক্তি হইতে নির্মুক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং পরিশেষে যদিচ তিনি ঋণমুক্তিতে এক প্রকার হতাশপ্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও একদিনের নিমিত্তও কোন অসদুপায় বা চাতুরিদ্বারা কোন উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা মনেও ধারণ করেন নাই।

তারানাথের এইরূপ ঋণগ্রস্ত দশা দর্শনে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ," এ কথা মিথ্যা, অথবা তারানাথ ব্যবসায় বুঝিতেন না। আমি তারানাথের আচরণ যতদূর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, এবং তিনি যেমন ব্যবসায় বুঝিতেন তেমত অতি অল্প লোকে বুঝেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেবল একটী ক্ষুদ্র কুঞ্চিকা অভাবেই তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইতেছিল না। এবং এই দোষেই তাঁহাকে উত্তমর্ণগণের মুখ দর্শনে তাদৃশ উপসঙ্কুচিত হইতে হইত। কালনা ও সিউরীর কর্ম্মচারী মহাপুরুষেরা যদিচ যথাসাধ্য তাঁহার অর্থে স্ব স্ব উদর পূরণ করিতেছিল, কিন্তু তাহারা কেহই দামোদর নহে যে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তাহাদের উদরাভ্যন্তরে স্থান পাইবে। তাহারাও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে স্তোভ দিয়া সাময়িক সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত কিছু কিছু অর্থ পাঠাইত। যে উপায়ে যেখান হইতে কলিকাতায় অর্থাগম হইত তাহা তিনি স্বহস্তেই রাখিতেন। সুতরাং তাহার কোন হিসাব রাখিতেন না। অথচ যত

অর্থ হউক না, বাক্সো বা সিন্দুকে না রাখিয়া তাঁহার শয়নাগারে শয্যাতলেই সমুদয় ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ রাখিতেন। এবং তাঁহার চতুরা পত্নীর সতর্কতাপ্রভাবে অপর কাহারও শয়নাগারে যথেচ্ছ প্রবেশাধিকার বা অর্থাপহরণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ফল কথা এই যে, তিনি আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন না এবং অর্জ্জিত অর্থ কিরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহাতে একবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই নিমিত্ত বলি যে, কেবল একটী ক্ষুদ্র কুঞ্চিকার অভাবেই তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতি না হইয়া প্রত্যুত তাদৃশী অবনতিই হইয়াছিল।

তাঁহার বয়স যখন পঞ্চাশৎ অতিক্রম করিয়াছিল, তখনও তাঁহার অহোরাত্র অত্যতিশয়িত অবিশ্রান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমদ্বারা শরীর বা মন কিছুমাত্র হীনবল হইতে দেখি নাই। এবং তখনও ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা অপেক্ষা অধিকতর বলীয়ান্ ছিলেন। এবং এইরূপ পরিশ্রমগুণে তাঁহাকে তাদৃশ রোগ ভোগ করিতেও দেখি নাই। যদিচ ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতি অমা তিথিতে বাতরোগে তাঁহার জানু স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া তিন দিন পঙ্গু থাকিতেন, কিন্তু সে রোগও পরিশ্রম-গুণে বিনা ঔষধ সেবনে ক্রমে আরাম হইয়াছিল। তবে তাঁহার যে আর কোন পীড়াই হইত না, তাহা বলিতেছি না। তিনি স্বয়ম্পাকী ও একাহারী ছিলেন। রাত্রিকালে মহানিশার পূর্ব্বে কেবল দুগ্ধ, ফলাহারী মিষ্টান্ন ও ফল মূল মাত্র খাইতেন। এবং প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিতেন। সুতরাং এদেশীয় পণ্ডিতদের ন্যায় আমিক্ষা বা তজ্জাত কোন মিষ্টান্ন এবং একাদশী তিথিতে রুটী বা পুরী খাইতেন না। কিন্তু তিনি পরিশ্রমগুণে প্রতিদিন যে পরিমাণে আহার করিতেন তাহা ইদানীন্তন কোন বাঙ্গালি যুবা পারেন কি না সন্দেহ।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে আমাদের পাঠ্য পুস্তক মহাবীরচরিত স্থির ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যালয়ের

পুস্তকালয়ে পর্য্যাপ্ত-সংখ্যক পুস্তক অভাবে আমাদের পাঠের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল দেখিয়া আমি জ্যেষ্ঠের অনুমত্যনুসারে মহাবীরচরিত মুদ্রণ উপলক্ষে ১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের আকার ও গতিবিধি আদি আর্য্যভট্ট, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির মতানুসারে পয়ার ছন্দে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এ কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পঞ্জিকাসন্নিবেশিত পয়ারগুলি পাঠ করিয়াছেন, সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে জানিতেন না বলিয়া যে তাঁহার সংস্কার আছে, তাহা বিদূরিত হইবে। তবে, অধুনাতন বিকৃত বৈদেশিক প্রণালীর বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে তিনি জানিতেন না। বিশুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষায় প্রণালীশুদ্ধ রচনা করিতে যে পারিতেন, তাহা আমার পঞ্জিকার ভূমিকায় সুপ্রকাশ। উক্ত বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রের নিঃস্বার্থ-উন্নতি সাধনার্থ উদারচেতা বালকৃষ্ণ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "বিচারক" নামে একখানি সারপূর্ণ সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র পত্রিকা ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক একখানি অতি মনোরম পুস্তক মুদ্রিত করেন। তিনি এ উভয়েরই উপস্বত্বের প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল আমারই নিঃস্বার্থ উপকারার্থ উহা মুদ্রিত করিতেন। বাঙ্গালিরা যে কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য-প্রিয় ও অন্তঃসারবান্ পদার্থে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিরুচি নাই, তাহাই কেবল দেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে এ অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের অবতারণা। অর্থাৎ উক্ত মহাচেতা কৃষ্ণকমলের লিখিত "বিচারক" ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ", উভয়ই

একজন বিদ্যালয়ের পোগণ্ড ছাত্রের লেখনীপ্রসূত বলিয়া নিতান্ত অসার বোধে উহাদের প্রত্যক্ষ গুণগ্রামেও কেহ আর লক্ষ্যই করিলেন না। সুতরাং উহাদের উভয়েরই বাল্য-মৃত্যু হইল। এরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে পাঠকের অধিক সময় হরণ করিতে চাহি না।

ঋণের দুর্বিসহ গুরুভার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায় অনেকেরই "অভাবে স্বভাব নষ্ট" হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের কথা কহিতেছি না। বর্ত্তমান সময়েও দেখিয়াছি এক বিখ্যাত কবি তাঁহার দিনাতিপাতের নিমিত্ত সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তারানাথের দুশ্চিন্তাকুল অন্তরে কি কখনও সেরূপ নীচ চিন্তার উদয় হইয়াছিল? অথবা কোন সুশিক্ষিত বাণিজ্যব্যসায়ীকে কোন কালে এরূপ নীচাশয় হইতে দেখা বা শুনা গিয়াছে? ঋণগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার একটী কেবল মহৎ দোষ এই জন্মিয়াছিল যে, উত্তমর্ণগণ আপন প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত তাঁহার আবাসে আসিলে তিনি, হাতে কিছু না থাকিলে কখন কখন বাটীর ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের প্রমুখাৎ বহিঃস্থ উত্তমর্ণকে বলিয়া পাঠাইতেন যে, "তিনি এখন বাটীতে উপস্থিত নাই।" অভাবে তাঁহার এতাবন্মাত্র স্বভাব নষ্ট হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কখনও তিনি কাহারও প্রাপ্য এক কপর্দ্দকও সাধ্যানুসারে অপহ্নব করেন নাই, বা সেরূপ অভিসন্ধি কখনও তাঁহার মনে উদয়ও হয় নাই। অথবা স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের কল্পনা কখন মনেও করেন নাই। তখনও, যখন তাঁহার সেই তাদৃশী ভীষণ ঋণগ্রস্ত দশাতে অসংখ্য উত্তমর্ণগণ রাজপথে, আপনে, গৃহে ও বাহিরে নানারূপ লাঞ্ছনা ও অপমান করিতেছিল, তখনও তারানাথ ভ্রমেও কোন মহাজনের নিকট কার্পণ্য বা দীনতা প্রকাশ করিয়া ঋণপীড়া হইতে সাময়িকী মুক্তি প্রার্থনাও করেন নাই। তখনও তিনি নিমন্ত্রণের পত্র পাইবার নিমিত্ত অর্থলোভে বিধবাবিবাহের পক্ষ

পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাতে যেন কেহ মনে করেন না যে, তাঁহার নিমন্ত্রণের পত্র একেবারে বন্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে বড়বাজারের বিখ্যাত মল্লিক-বংশীয় একজন বিপুল-ধনশালী স্বুবর্ণ-বণিকের বিধবা মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশী তিথিতে হইতে পারিবে কি না লইয়া কলিকাতার পণ্ডিতমণ্ডলীতে মতভেদ চলিতেছিল। এবং উক্ত ব্যবস্থা লইয়া কলিকাতাস্থ সমস্ত অধ্যাপকের সহিত তর্কে তারানাথের জয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি, সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, স্বুবর্ণ বণিক্‌দিগকে এই ব্যবস্থা দিয়া তর্কবাচস্পতি বিলক্ষণরূপ অর্থলাভ করিয়াছেন। তাঁহার তদবস্থাসঙ্গত এই মিথ্যা অপবাদে তর্কবাচস্পতি কি পর্য্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। কিন্তু আগ্রহী তারানাথ পরিশেষে অশেষ প্রমাণদ্বারা আপনার সে অমূলক অপবাদ সকলের নিকট বিশদরূপে ক্ষালন করিয়া নিন্দাকারিগণের মুখে স্বানুভূত লজ্জাকালিমা অর্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত মল্লিকদের পুরোহিত তাঁহার বেদান্তাধ্যায়ী ছাত্র ব্যোমকেশ-শর্ম্মার অনুরোধে তিনি স্বুবর্ণ বণিক্‌দের সহিত এরূপ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। নতুবা, সুচতুর তর্কবাচস্পতি সহসা ফাঁদে পা দিবার লোক ছিলেন না; এবং আপন ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রাণান্তে কখন কোন কার্য্য করেন নাই। এই নিমিত্ত তিনি অধুনাতন ইংরাজিজ্ঞদের নিকট অনেক সময়ে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন অধিকাংশ অধ্যাপক-মহাশয়েরা যেরূপ অনেক সময় আপন ধর্ম্মবিশ্বাস "শিকেয়, তুলিয়া" লোকপ্রিয় হইবার উদ্দেশ্যে, বা অর্থ লোভে, যে দিকে জল পড়ে সেইদিকে ছাতা ধরেন, তর্কবাচস্পতি কখনই সেরূপ করিতেন না। নবপ্রচলিত কলের জলের শুদ্ধতাপক্ষে অনেক সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সমস্ত কলিকাতাবাসীর,

কেবল কলিকাতাবাসীর কেন ? সমস্ত ভারতের, মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াছিলেন। এবং এই ব্যবসায় বিদ্যাসাগরের অনুরোধ রক্ষা না করাই তাঁহাদের উভয়ের তাদৃশ গাঢ় চিরসৌহার্দ-ভঙ্গের মূল কারণ। এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে দৃঢ় নির্ভরই তাঁহার তাদৃশ অনুপমেয় স্বাধীন-প্রকৃতির ও তেজস্বিতার প্রধান কারণ।

এবং এই সময়েই এক বার যুগি জাতিরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণপূর্ব্বক যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির সমকক্ষ হইবার উদ্যোগে দেশস্থ অনেক সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করে। ব্যবসায়-সূত্রে আমাদপুরনিবাসী কেশব ও বংশিধর যুগি প্রভৃতি অনেক যুগির সহিত তর্কবাচস্পতির বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় ও প্রণয় ছিল। এই সময়ে এক দিন এ প্রদেশের অনেক যুগি কেশব-পুরঃসর হইয়া উক্ত ব্যবস্থাপত্রে তারানাথ তর্কবাচস্পতির স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত তাঁহার বাসায় উপস্থিত হয। তর্কবাচস্পতি উক্ত ব্যবস্থায় অনেক পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের স্বাক্ষর দেখিয়া ক্ষণৈক চকিতপ্রায় থাকিয়া বলিলেন "আমি তাদৃরূপ না ভাবিয়া চিন্তিয়া এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া যুগিরা উক্ত ব্যবস্থাপত্র লইয়া তখন চলিয়া গেল। কেশব যুগি তর্কবাচস্পতির তাৎকালিক অর্থ-সংকটের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিল। এবং তাঁহাকে তাদৃশ অবিশ্রান্ত ব্যবসায়ে তৎপর দর্শনে স্থির করিয়াছিল যে, তর্কবাচস্পতি অত্যন্ত ধনলোভী, অতএব ইহাঁকে কিছু অধিক পরিমাণে অর্থ দিলে নিশ্চয়ই ইনি এই ব্যবস্থায় মত দিবেন। কেশব ! যথেষ্ট হইয়াছে ! আর তোমার বিষয় বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইবে না। সেই দিনই ঘোর-ঘন-ঘটা-বিলোড়িত অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রিতে কেশব একাকী তর্কবাচস্পতির নিকট আসিয়া মহোল্লাসে তাহার

মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল। কেশব স্পষ্ট করিয়া বলিল যে, "মহাশয় এই ব্যবস্থায় মত দিলে আমার দোকানের যে বারশো টাকা ধারেন তাহা আর আমি চাই না।" ইহা শুনিয়া তর্কবাচস্পতি উত্তর করিলেন "কেশব! ইহা আমার সাধ্যাতীত। যদি নাথ-বংশে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে যোগভ্রষ্ট ও পতিত হয়, তাহার বংশাবলী-পরম্পরার পূর্ব্বাপর এ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নাম ঠিক করিয়া বলিয়া প্রমাণ করিতে পার যে, বাস্তবিকই তোমরা সেই প্রথম-পতিত যোগীর বংশোদ্ভব, তাহা হইলেও আমি যাহা হয় করিতাম। নতুবা আমি তোমার অনুরোধে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় মত দিতে পারি না। অতএব, ইহাতে আমার হাত নাই। অধিক আর কিছু বলা অনাবশ্যক।" তথাপি, ইহা শুনিয়াও যুগীমহাশয় তাঁহাকে অর্থলোভ দেখাইয়া অশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ফল কথা এই যে, অদ্যতন অধ্যাপকদের ন্যায় তারানাথ অর্থলোভে কখনই আপন বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই। কয়েক বৎসর পরে পুনরায় যখন যুগিরা এই ব্যবস্থা লইয়া আন্দোলন করিয়াছিল, তখন তারানাথ উক্ত ব্যবস্থায় মত দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। যেহেতুক তখন আমি এদেশে ছিলাম না। তখন তারানাথেরও অর্থ-সম্বন্ধে অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল। ইহাতে যেন কেহ মনে করেন না যে, আমি বলিতেছি তিনি অর্থগৃধ্নু ছিলেন না? আমি বিলক্ষণ জানি তিনি অর্থলোভী ছিলেন। এবং তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করাই উচিত। যেহেতুক তিনি কোন কালে আপন বিশ্বাস দূরে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই।

কৃতবিদ্যদের মধ্যে সকলেই জানেন যে, কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বালকদের পাঠ্য স্বপ্রণীত পুস্তক-নিকরের কোন খানিতে প্রথমতঃ ভ্রমবশতঃও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেন নাই। কিছুদিন পরে

ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানদের বিদ্যালয়ে তাহাদের বিরল প্রচার দর্শনে তিনি গত কয়েক বৎসর হইতে সেই সকল পুস্তকের অধুনাতন কয়েক সংস্করণে স্থানে স্থানে ঈশ্বরের নাম সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাঠক! তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন যাঁহাকে আরও স্পষ্টতররূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, উক্ত গ্রন্থকর্তৃ মহাশয়ের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে কিছুমাত্র মতস্থৈর্য্য নাই। কিন্তু "যেন তেন প্রকারেণ" অর্থোপার্জ্জনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং তাহাতেই তাঁহার বুদ্ধি সুপ্রখর। কিন্তু তিনিই আজ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ধার্ম্মিক সকলেরই নিকট বিশেষ মান্য ও পূজ্য। কিন্তু আমি উচ্চৈঃস্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, কেহ কি এমন লোক আছেন, যিনি তারানাথকে আপন বিশ্বাসের বিপরীত পথ অবলম্বনদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন? অথচ, তারানাথ অষ্ট প্রহরই অর্থচিন্তাদ্বারা ঘূর্ণ্যমান থাকিতেন, এবং নানা কারণে এ জগতে তারানাথের দোষান্বেষী বিদ্বেষীর সংখ্যাও যথেষ্ট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডিত্যে খ্যাতিবিস্তার; বিদ্যাসাগরের সহিত বিবাদ।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি সর্ব্বক্ষণই বণিগ্ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন। শাস্ত্রালোচনায় অতি অল্প সময় অতিবাহিত করিতেন। তথাপি এই সময়ে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে যশঃ কিরূপে ইউরোপ খণ্ডের জর্ম্মানি ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে সুবিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিয়া উঠিতে পারা যায় না। তবে, তিনি বিধবাবিবাহের দলভুক্ত হইলেও, বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভায় তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। এবং প্রায় প্রত্যেক সভাতেই তর্কবাচস্পতি কি স্মার্ত্ত বা নৈয়ায়িক সকলের সহিত নানা শাস্ত্রের তর্কবিতর্কদ্বারা বিশেষরূপে স্বীয় অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। অনুমান হয় তজ্জন্যই তাঁহার নাম এদেশে সর্ব্বত্র প্রচার হওয়ায় ইউরোপীয়েরাও তাহা কোন গতিকে শুনিয়া থাকিবেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের যে সকল অধ্যাপকের সহিত তিনি সংঘর্ষ করিতেন, তাঁহারাও প্রত্যেকে এক একটী দিগগ্‌জবিশেষ, এবং তাঁহাদেরও প্রত্যেকের জীবনী প্রচার হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ভট্টপল্লীনিবাসী হলধরতর্কচূড়ামণি, নবদ্বীপের শ্রীরামচন্দ্র শিরোমণি ও তচ্ছাত্র গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন, এবং ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতি ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন; ইহাঁরা সকলেই অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যুৎপত্তিশালী নৈয়ায়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, ইহাঁদের তাদৃশী

তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও অশেষ দর্শন আপনারা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এজগতে এমন কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহা ক্রোড়ে লইয়া ইহাঁদের পরগামীরা সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের রূপ স্মরণ করিয়া গুণগান করিবে।

তদ্ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম অঞ্চল হইতে অনেক হিন্দুস্থানী, এবং দাক্ষিণাত্য হইতে মহারাষ্ট্রীয়, তৈলিঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও কর্ণাটী পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে তাৎকালিক প্রথা অনুসারে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া কলিকাতার সংস্কৃত কলেজেও শাস্ত্রার্থ করিতে আসিতেন। এবং তাঁহারা বাঙ্গালিদের ন্যায় শাস্ত্রার্থকালে প্রচলিত ভাষায় বাদানুবাদ করেন না। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাতেই তর্ক করিয়া থাকেন। এবং সংস্কৃত কলেজের মধ্যে কোন আগন্তুক অপরিচিত পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রার্থ করিতে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভিন্ন অপর কোন পণ্ডিতকে আমার জ্ঞানে অগ্রসর হইতে বা তর্কের ত্রিসীমায় যাইতে দেখি নাই। কিন্তু শাব্দিক তারানাথের অনর্গল সংস্কৃত কথনে অভ্যাস থাকায় তর্কপঞ্চাননমহাশয়ও শাস্ত্রার্থ-কালে প্রায়ই তর্কবাচস্পতিকেই অগ্রসর করিতেন। তারানাথ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। জ্ঞানান্বেষী তারানাথ শাস্ত্রার্থকালে নবাগত পণ্ডিতের দর্শন কতদূর লক্ষ্য করিতেন। পরে যতদিন তিনি কলিকাতায় থাকিতেন তারানাথ তাঁহার নিকট গিয়া নূতন যাহা যতদূর শিখিতে পারিতেন শিখিয়া লইতেন। বেদ পাঠীরা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য নহেন। তাঁহারা বেদজ্ঞ বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে সম্মানিত হয়েন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে একজন গুজরাটী নাগর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কার্য্যান্তর উপলক্ষে কলিকাতার বড় বাজারে আসিয়াছেন শুনিয়া এই অর্থকৃচ্ছ্রের সময়েও তাঁহাকে মাসিক ষোড়শ মুদ্রা বেতন দিয়া সমগ্র সামবেদ পাঠ শিক্ষা করিয়া লইলেন। সমগ্র

সামবেদ বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ মনে করেন না যে, সমগ্র সামবেদ এখন পাওয়া যায়। নূতন গুরুর নিকট তিনি কেবল সামবেদের পাঠপ্রণালী শিখিয়া লইলেন। ঋগাদি বেদত্রয়ের ব্যাখ্যা-দ্বারা মর্ম্মাবগতি তিনি ভাষ্যজ্ঞান-প্রভাবে বিনা গুরূপদেশে করিয়া লইয়া ছিলেন। কেবল অথর্ব্বে তাঁহার দর্শন তাদৃশ ছিলনা। এই সময়ে তিনি জর্ম্মানিতে মুদ্রিত ঋক্ বেদের টীকায় নানা ভ্রম দেখাইয়া তথায় বিশেষরূপ নাম বাহির করেন। এইরূপে তাঁহার নাম ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে পরিচিত হওয়াতে ক্রমশঃ ইউরোপ খণ্ডে পৌঁছিয়াছিল অনুমান হয়। ফল কথা এই যে, তারানাথ যৌবনোদ্যমে শাস্ত্রার্থকালে কখন কখন যেরূপ জিগীষাপরবশ হইয়া তত্ত্বনির্ণয়-বিমুখ হওয়ায় অশেষ নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রবীণ অবস্থায় তিনি কেবল তত্ত্বান্বেষণপর হওয়াতে পণ্ডিতমণ্ডলীর তেমনি প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। নিয়ত পরিশ্রম সহকারে গবেষণাদ্বারা তিনি নানা শাস্ত্রে দিন দিন যত জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার "অগাধ-সলিল-সঞ্চারী রোহিতবৎ" ধীরতা জন্মাইল, এবং যৌবনের গণ্ডূষজল-ফরফরায়মাণ সফরীপ্রগল্‌ভতা বিদূরিত হইল। এবং ক্রমে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা জনসমাজে অধিকতর আদৃত ও মান্য হইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত কলেজের তাদৃশ সুমহান্ পুস্তকালয়ও তাঁহার তাদৃশী বহুদর্শিতা সম্পাদনদ্বারা নাম প্রচারের প্রধান কারণ হইয়াছিল। তারানাথ ব্যবসায়ে তাদৃশ লিপ্ত থাকিয়াও উক্ত পুস্তকালয়ের সমুদয় প্রাচীন পুঁথি ক্রমশঃ অন্মনস্করূপে অধ্যয়নদ্বারা উক্ত সুবিস্তৃত পুস্তকা-লয়ের অন্তঃসার স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তকাভ্যন্তরে প্রতিফলিতরূপে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ তাঁহার এইরূপ অধ্যয়নানুরাগ-গুণেই তিনি ক্রমশঃ সমগ্র শিক্ষিত জগতে তাদৃশ

খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবং একমাত্র অত্যতিশয়িত অধ্যয়নানুরাগ-প্রভাবেই তারানাথ পরিণামে সেই ভীষণ অর্থকৃচ্ছ্রের দুর্ব্বিসহ ভার পরিক্লান্ত মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া আনৃণ্যজনিত পরমানন্দ-সন্দোহ ভোগ করিয়াছিলেন; ও তাঁহার স্বাভাবিক ব্যয়বাহুল্য সত্বেও শেষ দশায় কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়ও করিয়া গিয়াছিলেন। অপ্রচলিত ও নিতান্ত অনাদৃত সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়নে অনুরাগ থাকাতেই তিনি তাদৃশ নাম করিয়াছিলেন। অধিকন্তু প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এবং সর্ব্বোপরি অত্যাবশ্যক বহু গ্রন্থ প্রণয়নাদিদ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার অশেষ উন্নতি সাধন ও ভারতবাসীর মহোপকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধ্যয়নানুরাগজনিত সুফলের উজ্জ্বলতর প্রত্যক্ষ উদাহরণ আর কি হইতে পারে?

তিনি অত্যন্ত সামাজিক ছিলেন। কি বিদ্বান্, কি মূর্খ বা ধনী বা নির্ধনী, ও কি হিন্দু বা মুসলমান সকলেরই সহিত তাঁহার যে সমভাবে আলাপ ও পরিচয় ছিল, তাহা কেবল ব্যবসায়-জনিত। তাঁহার শাস্ত্রে তাদৃশ পরিশ্রম বা জ্ঞান ইহার কারণ নহে; যেহেতুক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃতবিদ্যেরা অপর সাধারণের সহিত মিশিলে আপনাদের মানহানি হয় মনে করেন। তাঁহার সকলের সহিত এইরূপ প্রণয় থাকাতে অনেকে অনেক প্রকার কথা বলিতেন। কলিকাতার প্রায় সকল বড়লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় থাকায় লোকে বলিত "তর্কবাচস্পতি বড় লোকের তোষামোদ করিতে ভালবাসেন"।* এবং কার্য্যানুরোধে সামান্য মুদীর দোকানেও বসিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অতি সাধারণ লোক মনে করিত। লোকের মুখ কে বন্ধ করিতে পারে? বাণিজ্যব্যবসায়, সদা কার্য্যতৎপরতা এবং অধ্যয়নাদি নানা বিষয়ে তন্মনস্কতাই তাঁহার উক্তরূপ,

ক্ষুদ্র ও মহত্তের সহিত তুল্যরূপ মিলনের মুখ্য কারণ। এবং ক্ষুদ্র ও মহতের সহিত তুল্যরূপ আচরণ তাঁহার সহজ গুণ। বিলাতে তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার বিষয় শুনিয়া আসিয়া ফ্রিচর্চের বিখ্যাত মিচেল সাহেব ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া যেরূপ সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, এক জন মুদী তাঁহার গৃহে আসিলেও প্রায়ই সেইরূপ অভ্যর্থনা পাইত, তাহাতে অতি সামান্য ইতর বিশেষ দেখা যাইত। এইরূপ তিনিও কোথাও গিয়া বিশেষরূপে অভার্থিত না হইলে কিছুই মনে করিতেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন স্থানে অপমান সহ্য করিতেন না। ইহার কয়েক বৎসর পরে বৰ্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচন্দ্র, পঞ্জাবী সারস্বত ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করেন দেখিয়া তিনিও, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে কতকগুলি সারস্বত ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তারানাথের প্রিয় ছাত্র স্বারস্বত-শ্রেষ্ঠ সদানন্দমিশ্র ইহাতে বিরূপ থাকায় মহারাজার অভিপ্রায়-সিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেককে সমাজ-চ্যুতি-ভয়ে তারানাথেরই দত্ত ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালি তারানাথের পঞ্জাবী সারস্বতদের ওউপর তাদৃশ প্রভাব দেখিয়া সুতরাং মহারাজ তারানাথের সহিত সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত কয়েকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তারানাথ পূর্ব্ব হইতে শুনিয়াছিলেন যে, মহারাজ মহাতাপচন্দ্র কেহ দেখা করিতে আসিলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়াই দেখা করেন। আগন্তুক ব্যক্তিকেও কাজেই দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এবং নিকটে কোনবিধ আসনও রাখেন না। যাহারা নিতান্ত নীচপ্রকৃতি ও তোষামোদপটু, তাঁহারাই এরূপ লোকের সহিত

দেখা করিতেন। তেজস্বী তারানাথ প্রত্যেকবার নিমন্ত্রণের উত্তরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "আমি মহারাজের নর্ম্মসচিবের ন্যায় করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখা করিতে পারিব না।" মহারাজ স্বকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পরিশেষে তারানাথকে বসিতে আসন দিয়া সম্মান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, তারানাথ ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন বলিয়া কেহ যেন মনে করেন না যে, তিনি ধনলোভী ও নীচপ্রকৃতি ছিলেন।

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করাতে কাউএল সাহেব উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কাউএল সাহেব অধ্যক্ষ হওয়ার কিছুদিন পরে প্রথমতঃ ইং ১৮৬৩ অব্দের ১২ই জুনে তারানাথ তর্কবাচস্পতির বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক এক শত, তৎপরে ১৮৬৬ অব্দে একশত বিশ এবং সর্ব্বশেষে ১৮৭০ অব্দে এক শত পঞ্চাশৎ মুদ্রা হয়। এবং ইহারই কিছুদিন পরে তারানাথের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তাদৃশ চির প্রণয় একদিনের বিবাদে একজন্মের মত শত্রুতায় পরিণত হয়। কি কারণে সবিশেষ জানিনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তর্কবাচস্পতি-পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত এক দিন মধ্যাহ্নে সংস্কৃত কলেজে উপস্থিত হয়েন। এবং তথায় পুস্তকালয়ে এম, এ, উপাধিধারী নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছাত্রগণের সম্মুখে দুই বিদ্যাসাগরে উত্তমরূপ রণোন্মাদ আরম্ভ হইল। তর্কবাচস্পতি গৃহান্তরে পড়াইতেছিলেন, ইহাঁদের উভয়ের ভীম রবধ্বনি শুনিয়া পুস্তকালয়ে গিয়া স্বীয় পুত্রকে যত পারিলেন তিরস্কার করিলেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত কাতরতা পূর্ব্বক বিনতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কিছুতেই তারানাথকে ক্ষমা করিলেন না। বিদ্যাসাগর নিরপরাধী তারানাথকে ক্ষমা না করিয়া উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। যেহেতু যাঁহার কোন অপরাধ নাই, তাঁহাকে কি নিমিত্ত ক্ষমা করা হইবে? মস্তক হীনের শিরঃপীড়া সম্ভবেনা। তারানাথ যখন দেখিলেন যে, বিদ্যাসাগরের কিছুতেই ক্রোধ-শান্তি হইল না, তখন তিনি সাশ্রুনয়নে ও গদ্‌গদ-বচনে অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন "ভাই, জীবানন্দের যতই দোষ থাক, তোমার সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ কালের প্রণয় যেন ভগ্ন না হয়।" তারানাথের এইরূপ সবিনয় ক্ষমা প্রার্থনা ও কাতরোক্তিতে বিদ্যাসাগর চতুর্গুণ ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "আপনাকে আমিই এই কলেজে এনে চাকরি করে দিয়েছিলাম বলেই আপনার এই যা কিছু মান সম্ভ্রম হয়েচে। নতুবা কেহ আপনাকে চিনিতও না।" তথাপি তারানাথ কাতরতা পূর্ব্বক বলিলেন "তুমি যাহা বল্লে তাতে সন্দেহ কি? এই নিমিত্ত আরো বলি যেন কেহ আমাকে কৃতঘ্ন না বলে।" ইহাতেও বিদ্যাসাগরকে অধিকতর উত্তেজিত হইতে দেখিয়া তথায় উপস্থিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও ভারতচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতির মধ্যে চিরস্মরণীয় শান্তস্বভাব প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বলিয়া উঠিলেন, "তর্কবাচস্পতিমহাশয়, যথেষ্ট হয়েছে! এত্‌তেও যখন উনি ক্ষান্ত হলেন না, তখন আর ক্ষমা প্রার্থনা করা কেন?" এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তারানাথের প্রথম স্পষ্টাস্পষ্টি প্রণয়-ভঙ্গ। কিন্তু তারানাথ ইহার পরেও যতদিন জীবিত ছিলেন, উক্ত বিদ্যাসাগরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এবং পথে ঘাটে দেখা হইলে কথা কহিতেন, যদিচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তদবধি তারানাথের কোন কথার কখন উত্তর দেন নাই। বরং তারানাথকে দেখিলেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত। পাঠক! তারানাথ কোন দোষেই নাই। দোষের মধ্যে এই দেখিতেছি যে,

তিনি বিনা কারণে ক্ষমা প্রার্থনা ও সকাতরে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন; এবং যতদিন জীবিত ছিলেন পুনর্মেলনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রগাঢ় চির-মিত্রতা, এবং সহসা এরূপ মনোবাদ অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহা গোপন রাখা অপেক্ষা যথাযথ প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত কার্য্য বিবেচনায় ইহা প্রকাশ করিলাম। এবং নির্ব্বিবাদী তারানাথের জীবনে তাঁহার চিরমিত্রের সহিত এরূপ জন্মের মত প্রণয়-বিচ্ছেদ একটী প্রধান ঘটনা। ইহাঁদের উভয়ের কেবল প্রণয়বিচ্ছেদ হইলেও আমি এখানে এ কথা গোপন রাখিতাম। কিন্তু কেবল তাহা নহে, অধিকন্তু অতঃপর সুযোগ পাইলেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারানাথকে প্রকাশ্যরূপে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করিতেন না। যদিচ তারানাথকে কেহ এপর্য্যন্ত তদ্দত্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতে দেখেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরল্লা, আশুবোধ, শব্দস্তোমমহানিধি।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির কোন কোন ব্যাপারে চাল চলন ও ধরণ ধারণ দেখিয়া অনেকে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত কহিত। "থিদ্যতে হস্মিন্ অতি বুদ্ধিমান্" এ যুক্তি যদি সত্য হয়, তবে তিনিও যে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অসাধারণ্যকেই বিকৃতি বা অন্যথারূপ বলা যায়। অতিবুদ্ধিমান্ লোক অত্যতিশয়িত বুদ্ধিপ্রভাবে যাহা অনুষ্ঠেয় মনে করেন, আমরা হয়তো ততদূর বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে তাহাকে বিকৃতচেতার কার্য্য

মনে করি। তারানাথ কোন কোন সামাজিক চাল চলন ও কথা বার্ত্তাপ্রণালী প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক মনে করিয়া যাহা তিনি বিধেয় মনে করিতেন তাহাই করিতেন। এই নিমিত্ত কেহ কেহ কহিতেন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত। গৃহমধ্যেও অনেক কার্য্য এরূপ করিতেন যাহার ভাব বুঝিতে পারা যাইত না। বাহিরে তিনি অতি নির্বিরোধী ছিলেন ও সকলেরই সহিত প্রণয় রাখিতেন। কিন্তু গৃহমধ্যে সকলেই তাঁহাকে সিংহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া যতক্ষণ তিনি গৃহে থাকিতেন সকলেই চকিত চকিত থাকিত। এবং তিনি গৃহ হইতে বহির্গমন করিবামাত্র পরিবারবর্গ সকলেই স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিত। পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কোন প্রশংসার কার্য্য করিলে তিনি তাহার প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইতেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে বলিতেন "কর্ত্তব্য করণে আবার প্রশংসা কিসের? ইহা অকরণেই প্রত্যবায়!" কিন্তু কেহ কোন অপকর্ম্ম করিলে আর তাহার সহজে পরিত্রাণ ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল। স্থূলতঃ, লৌকিক কতকগুলি কার্য্যে জগতের সহিত তাঁহার বিপরীত আচরণ দেখা যাইত।

উক্ত কারণে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ লইতে ভাল বাসিত না। তবে পাণিনি সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি শব্দ শাস্ত্র ও উপনিষদ্ ও জ্যোতিষের অধ্যাপক বঙ্গভূমিতে অপর কেহ না থাকায় তত্তদ্বিষয়ে বিদ্যার্থীরা অগত্যা তাঁহারই নিকট অধ্যয়নার্থ আসিত। এদিকে তাঁহার এক মহৎ গুণ এই ছিল যে, স্বীয় ছাত্রদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে পড়াইতেন এবং যত ছাত্র আসিত সকলকেই আপনার বাসায় রাখিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে অন্নাহার দিতেন ও যথোচিত স্নেহ করিতেন। এটী তাঁহার পৈতৃক গুণ। কিন্তু কানা বা অহঙ্কার

অধ্যাপনে তিনি সহজে সম্মত হইতেন না, এবং সে ছাত্রদিগকে তেমন যত্ন বা আদর করিতেন না। পাণিনি, সিদ্ধান্তকৌমুদী, বেদান্ত ও জ্যোতিষ আদি অধ্যয়নার্থ তাহার গৃহে সময়ে সময়ে অনেক ছাত্রকে বাস করিতে দেখিয়াছি। এবং অধ্যাপনে খ্যাতি প্রচার হওয়ায় সুদূর দেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিত। সিংহল দ্বীপ ও স্বাধীন শ্যাম দেশ হইতে বৌদ্ধ ছাত্রেরাও তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ আসিত। তর্কবাচস্পতি পালি বা শ্যামভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। অতএব তএত্য বিদ্যার্থীদের সহিত সহজ সংস্কৃত ভাষায় আবশ্যকীয় কথা বার্ত্তা কহিতেন। তিনি সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ সহৃদয় ছিলেন না, কিন্তু ছাত্রদের নিকট নিতান্ত অহৃদয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। অথচ সাহিত্য পাঠনে তাঁহার একাল সেকাল কোন কালেই যশোভাগ্য ছিল না। ইহার কারণ কিছুই অনুমান হয় না। অথচ ইতিপূর্ব্বে তৎকৃত মুদ্রারাক্ষসের টীকা পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার ন্যায় সাহিত্যে ভাবুক অধ্যাপক বঙ্গভূমিতে অতি বিরল দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষতঃ মুদ্রারাক্ষসে সূত্রধারোক্ত "ক্রূরগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোকের কূট দ্ব্যর্থ ব্যাখ্যানে তাঁহার সাহিত্যে রুচির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত টীকাগুলিও তিনি বরদাপ্রসাদ মজুমদারকে বিক্রয় করিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত বণিক্‌প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। এবং তাঁহার টীকাপ্রভাবে উক্ত মুদ্রারাক্ষসপ্রভৃতি পুস্তকগুলি ইউরোপ ও ভারতের সর্ব্বত্র আদরে বিক্রিত ও তজ্জন্য বিলক্ষণ অর্থলাভ হইতে দেখিয়া তর্কবাচস্পতি স্বযোগ্য উচ্চতর পুস্তক প্রচারে মানস করিলেন।

এই সময়ে বাণিজ্যব্যবসায়ে উপর্য্যুপরি নিয়ত নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তর্কবাচস্পতির এরূপ অর্থাভাব হইল যে, তিনি অগত্যা সিউরী ও কাল্‌নার দোকানগুলি উঠাইয়া দিলেন। কলিকাতাতেও যে

শালের বস্তা কক্ষে করিয়া নিয়ত লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন তাহাও ক্রমে অনেক হ্রাস পড়িল। সুতরাং, অনলস-প্রকৃতি তারানাথের অধিকাংশ সময় অধ্যাপনায় ও পুস্তকরচনায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। এদিকে, উত্তমর্ণগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি তাহাদিগকে কোনরূপে কথঞ্চিৎ সান্ত্ব করিলেন। কিন্তু যাঁহারা অতি শান্তস্বভাবের মহাজন, তাঁহাদের কেহ কেহ নিরুপায় তারানাথের নিকট প্রাপ্য আদায়ের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তারানাথের বাসায় অবিরত বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী মহাজনের গমনাগমনের জনতা কমিয়া তাঁহার প্রধ্যাপন আদি নিজ্জনে অনুষ্ঠেয় কার্য্যের ব্যাঘাত ঘুচিল। কিন্তু তথাপি "সন্ন্যাসী ঠাকুরের তুম্ব নাড়া রোগ গেল না।" তাঁহার বাসায় মহাজনের জনতা কমিল, কিন্তু পুনরায় নূতন প্রকারের জনতায় মিশিলেন। তাঁহার শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ক্রমে সর্ব্বত্র বিদত হওয়ায় কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের সকল বড় লোক কোন শাস্ত্রীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানকালে তাঁহারই ব্যবস্থা অনুসারে এবং তাঁহারই অধ্যক্ষতায় কার্য্য করিতেন। সুতরাং এই সময়ে যেস্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রিয়, বৈদ্য বা সৎ-শূদ্র ধনিলোকের গৃহে শ্রাদ্ধোপনয়নব্রতাদি কার্য্য উপলক্ষে বহুলোকের জনতা দেখিবে, সে স্থানে নিশ্চয়ই তারানাথের স্বর শুনিতে পাইবে; ক্রিয়া-গৃহে অধ্যক্ষতায় আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিশেষ সম্মান আছে; এবং ইহাতে অন্যান্য নিমন্ত্রিত অধ্যাপকদের অপেক্ষা অধ্যক্ষের অধিকতর অর্থলাভও আছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে মাসিক দেড় শত টাকা বেতন পাইতেন ও নিমন্ত্রণ পত্র এবং অধ্যক্ষতাতেও প্রায় মাসিক তিন চারি শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। ইহাতে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহার এক কপর্দ্দকও কখন জ্ঞানকৃত সঞ্চয় করেন নাই; উত্তমর্ণগণকে

সমুদয় দিতেন। এবং তাঁহার বিবেচনায় ইংরাজি তামাদি বিধি হেয় বলিয়া গণ্য ছিল। তিনি ঋণ পরিশোধকালে তামাদি বিধিকে ঘৃণা করিতেন বটে; কিন্তু আপন প্রাপ্য আদানকালে তাঁহাকে অগত্যা উক্ত বিধির বশানুগ হইতেই হইত। এইরূপেও তাঁহার বিস্তর অর্থহানি হইয়াছিল।

তিনি ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাব্য ও নাটকের টীকা কেবল অর্থাগমের আশয়ে করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সামান্যরূপ অর্থলাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ মনস্তুষ্টি হয় নাই। তিনি যেরূপ অসাধারণ-ধী-সম্পন্ন ছিলেন ও দুর্ব্বোধ প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহাতে কাব্য বা নাটকের টীকা করায় তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করা যাইতে পারেনা। সম্প্রতি তিনি যাহাতে কৃতোদ্যম হইলেন তাহাই তাঁহার যোগ্য অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদের অনুরোধে তিনি ১৮২০ সম্বৎসরে ভট্টোজিদীক্ষিত-বিরচিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা প্রস্তুত করিলেন। তারানাথকৃত দুরূহ সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকার সমালোচনে প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির প্রগল্‌ভতা প্রকাশ মাত্র। তবে, আমার বিশ্বাস আছে যে, "যে ছাইতে না জানে সে গোড় চিনিতে পারে।", এবং কেবল এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াছি, ছাদের গোড়-দৃষ্টে ঘরামির শিল্পনৈপুণ্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় কেহ আমাকে অযথা উপহাস করিতে পারেন না।

অত্যতি পূর্ব্বকালের সুসভ্য ভারতের আর্য্যগণের বর্ত্তমান প্রাচীন গ্রন্থ-নিকরে যথা তথা প্রাপ্ত প্রমাণদ্বারা অনুমান হয় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথমে পুরারির সকাশে শিক্ষা করিয়া পাণিনি মুনি অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন। তৎপরে কাত্যায়ন ঋষি বার্ত্তিক রচনাদ্বারা অষ্টাধ্যায়ীর যাহা কিছু অভাব ছিল পূরণ করেন। ইহার পরেই পতঞ্জলি মুনি অষ্টাধ্যায়ী ও বার্ত্তিকের সুবোধার্থ ভাষ্য করেন। তৎপরে

কিছুকাল ভারতে দুর্দান্ত দৈত্যদের উপদ্রবে ও অন্যান্য নানা দুর্বিপাক-বশতঃ বিদ্যালোচনার হ্রাস হওয়ায় অষ্টাধ্যায়ী, বার্ত্তিক ও পাতঞ্জল ভাষ্য তিনই একবারে লয় প্রাপ্ত হয়। তৎপর কালের জনশ্রুতি এই যে, বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী রাবণ এই তিন খানি গ্রন্থের উদ্ধার করিয়া পুনর্লোপ-ভয়ে নিভৃত চিত্রকূট পর্ব্বতের উপলখণ্ডে বিলিখিত করিয়া রাখেন। পরে এক পিশাচ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণপূর্ব্বক তৎ-সমুদায় চিত্রকূটে শিক্ষা করিয়া আসিয়া বসুরাতকে দান করেন। পরিশেষে হরিনামা একজন স্বগুরু বসুরাতের নিকট তৎসমুদয় শিক্ষা করিয়া লোকের উপকারার্থ উহাদের নানা টীকা টিপ্পনীদ্বারা সুবোধ ও ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রচার করেন। সর্ব্বশেষে দাক্ষিণাত্য আদি স্থানে কৈয়টপ্রমুখেরা ঐ সকল পূর্ব্বলুপ্ত শব্দশাস্ত্র পুনঃপ্রচার করেন। কিন্তু তদবধি বঙ্গে আর উহাদের প্রচার হইল না। এবং বোধ করি আর কখন হইবেও না। এইরূপ তত্তৎকালে সুপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার কালসহকারে অবশ্যম্ভাবী ক্রমশঃ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন অনুসারে শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণেরও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন হইয়া আসি-য়াছিল। যদিচ, পতঞ্জলি ও হরি প্রভৃতিরা ভাষ্য ও টীকা টিপ্পনী-দ্বারা ব্যাকরণের বিশেষ উন্নতি করিয়া ছিলেন, তথাপি পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণই চিরকাল শব্দশাসনে সর্ব্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ। শব্দশাসন-বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে পাওয়া যায়। এবং যে পদ অষ্টাধ্যায়ি শিষ্ট নহে তাহা বিশুদ্ধ বা সংস্কৃত নহে। অষ্টাধ্যায়ীর এক মাত্র দোষ এই যে, ইহার সূত্রগুলির সুব্যবস্থা নাই। কেবল তজ্জন্যই অতি দুর্ব্বোধ। এই দোষ না থাকিলে পাণিনি-গ্রন্থ জগতে অতি বিস্ময়কর বস্তু। ভট্টোজি-দীক্ষিত এই দোষ অপনয়ের নিমিত্ত স্বাধীনপ্রকৃতি ও উন্নতিশীল ভারতীয়দের চিরাগত প্রথা অনুসারে অষ্টাধ্যায়ীর

সূত্রগুলির সুব্যবস্থা করেন। এবং এইরূপে ভট্টোজিকর্ত্তৃক সুব্যবস্থিত পাণিনি-গ্রন্থের নাম সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। এই কারণেই অষ্টাধ্যায়ী অপেক্ষা সিদ্ধান্ত-কৌমুদী সুবোধ। সুতরাং অধিকাংশ বিদ্যার্থী সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়ন করেন। ভট্টোজিদীক্ষিত যদিচ সিদ্ধান্তকৌমুদীতে অষ্টাধ্যায়ীর সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহা বিলক্ষণ দুর্ব্বোধ। ভারতে আবহমান ধারাবাহিরূপে প্রচলিত পর পর উন্নতির প্রথা অনুসারে সম্প্রতি তারানাথ তর্কবাচস্পতিও সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা করিয়া ইহাকে অতীব সুবোধ করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি-কৃত এই টীকার নাম সরলা। বাস্তবিকই এই টীকা অতি সরলা, কিছুমাত্র কুটিলা নহে। কোন ব্যুৎপন্ন অধ্যাপকের নিকট সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠ লইতে গিয়া যাহা শিখিতে পারা যায়, সরলাও তাহা শিখাইতে পারে। অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র মৃদুভাষিণী সরলার সহজ ভাষা বুঝিতে পারেন, সিদ্ধান্তকৌমুদী-পাঠে তাঁহার আজ আর গুরূপদেশের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সরলা অতি সরলা, ইহার কথায় কুটিল বা জটীল ভাব আদবেই নাই। যিনি সরলাকে একবার দেখিয়াছেন তিনি অপর কোন গুরুর পদাশ্রয়ে আর তেমন ভক্তি করিবেন না। সরলার সহবাসে দুর্ব্বোধ ও অতি প্রাচীনা সিদ্ধান্তকৌমুদী আজ নবীনার ন্যায় অতি সুবোধ ও সবলা হইয়াছেন। কেহ কেহ দোষ দেন যে, সরলা অত্যন্ত মিতভাষিণী। আমার মতে বাচালতা অনাবশ্যক। যাহা অত্যাবশ্যক তাহাই মাত্র সরলা মন খুলিয়া বলেন। অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত কিছুই বলেন না। পুরাকালের ন্যায় ভারতের ক্রমোন্নতি হইলে সরলার পরগামিনী আরো কত টীকা হইতে পারে। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভারতের এ অবস্থায় আর সংস্কৃত ভাষার অতঃপর উন্নতি হইবে না। তারানাথই সংস্কৃত-বিদ্যোন্নতির পূর্ণাহুতি দিলেন।

সরলাকে ভারতের সর্ব্বত্র, সিংহল, জর্ম্মানি ও ইংলণ্ড প্রভৃতিতে সকলে সাদরে গ্রহণ করাতে তারানাথ সর্ব্বপ্রকারে বিলক্ষণ লাভবান্ হইলেন। এজগতের প্রায় সর্ব্বত্র অজস্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি অসার ব্যক্তিরাও আপন চতুরতা-প্রভাবে অতিমহান্ ও সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়া থাকে। কোন চতুর ব্যক্তি বারাণসীতে এক জনকে, ভবানীপুরে দুই জনকে ও অপর দুই এক স্থানের দুই এক জন পরিচিত দীনকে মাসিক কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়া এককালে দীননাথ বলিয়া সভ্য জগতের সর্ব্বত্র গণ্য হইয়াছেন দেখিয়াছি। কোন কোন অসার পল্লব-গ্রাহীকেও চতুরতাপ্রভাবে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীতে মান্য হইতে দেখিয়াছি। এবং কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে অনেক পাষণ্ডও ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। তারানাথও যে এত দিন সংস্কৃতজ্ঞ জগতে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন, তাহাও ঐরূপে হওয়ার অসম্ভব কিছুই ছিলনা। যদিচ তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি শব্দার্থরত্নদ্বারা সে সন্দেহ অনেক দিন পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইতে পারিত, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত শব্দার্থরত্নের নাম এ পর্য্যন্ত কয় জন শুনিয়াছেন? এবং ইতিপূর্ব্বে যে, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, কাদম্বরী, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র ও মহাবীরচরিত প্রভৃতির টীকা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কেবল তাঁহার পল্লবগ্রাহিত্বেরই পরিচয় হইয়াছিল। কাব্য বা নাটকের টীকায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যই বা কি? তাহাতে জগৎ এইমাত্র জানিয়াছিল যে, তাঁহার পুরুষানুক্রমে মূর্খ প্রতিবেশী গোপাল ভট্টাচার্য্যের তর্কপঞ্চানন উপাধিধারী হস্তিমূর্খ ধূর্ত্ত পুত্রের ন্যায় তিনি ও "অকাল কুষ্মাণ্ড" ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সরলা যথাসাধ্য সরলভাবে তাঁহার দর্শনের পরিচয় দিয়া অনেকের সে সন্দেহ দূর করিয়াছেন! ইহাতে তারানাথের পূর্ব্বকার যশঃ অনেক পরিমাণে

স্থির হইয়াছিল। এবং অর্থলাভও যথেষ্ট হওয়ায় বিপুল ঋণের কতক অংশ পরিশোধ করিয়া অন্তরে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। এবং সরলা জর্ম্মানি হইতে তারানাথের নিমিত্ত অতি সুন্দর প্রশংসাপত্র আনিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেবল বারাণসীর অধ্যাপকগণ সরলার সহিত অত্যন্ত কপটতা করেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যখন তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম, তখন শুনিয়াছি কোন কোন পণ্ডিত ইহার নিন্দা করিতেন। কি নিন্দা করিবেন? ভুল ভ্রান্তির কথা কাহাকেও মুখে আনিতে শুনি নাই। তত্রত্য কোন কোন পণ্ডিত-দিগ্‌গজ ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবল বলিতেন, "আমরা সরলাকে স্পর্শও করি না।" অথচ আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেক অধ্যাপকের ও অধ্যেতার হস্তে এক এক খানি সরলা, যদিচ তাঁহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ কপটতা আছে। ইহার কারণ কেবল তাঁহারা বাঙ্গালিকে শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু বাঙ্গালি বোপাদবকৃত ভাগবৎকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়। বাঙ্গালি গৌরাঙ্গ-মন্ত্রে অনেকে দীক্ষিপ্ত। বাঙ্গালি জয়দেবের গীতগোবিন্দের নামে তাঁহাদের মুখ লালায়ুক্ত হয়। এবং বাঙ্গালি বিশ্বনাথ-কবিরত্নের সাহিত্য দর্পণ ভিন্ন গতি নাই বাঙ্গালি গদাধর ও গঙ্গাধরের নিকট তাহাদের পৌঁছিবার ক্ষমতা নাই। বাঙ্গালিকৃত সরলা-টীকাকেও সকলে অন্তরের সহিত আদর ও সম্মান করেন, তবে বাহ্যিক অন্য ভাব দেখান। তাঁহারা তারানাথকে বাঙ্গালিবোধে ঘৃণা করেন, কিন্তু তারানাথ কেবল তাঁহাদেরই উপকারার্থ সরলার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালিরা যদিচ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে তাঁহাদের সহিত তুল্যাধিকারী তথাপি তাঁহারা সিদ্ধান্ত-কৌমুদী বা তৎসহচরী সরলার অপেক্ষা করেন না। যেহেতুক সে বিষয়েও তাঁহারা আপন প্রখর বুদ্ধিবলে স্বাধীন।

সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টীকা সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হওয়ায় তারানাথ বিশেষরূপে উৎসাহিত হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁদের উভয়েরই বিদ্যা, বুদ্ধি ও শিক্ষকতা-নৈপুণ্যে অনেকে পরিচিত আছেন। ইহাঁরা উভয়েই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উপক্রমণিকা ও কৌমুদী পাঠ করিয়া প্রকৃতরূপ সংস্কৃত শিক্ষা কোনরূপেই সম্ভব নহে। বাস্তবিক, কথাটা অত্যন্ত গুরুতর। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ কোন ক্রমেই হইতে পারে না; কথঞ্চিৎ হইলেও তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি সহজে হইতে পারে না। আমার এই কথার তাৎপর্য্য কে কি ভাবে লইবেন বলিতে পারি না। আমার যতদূর বিশ্বাস আছে, তাহাতে জানি যে, সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণই সর্ব্বোচ্চ শাস্ত্র। এবং যিনি শব্দ-শাস্ত্র, অর্থাৎ ব্যাকরণে যতদূর ব্যুৎপন্ন তিনিই তত উচ্চ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। বারাণসীস্থ চিরস্মরণীয় নাগোজি ভট্ট, কাশীরাম শাস্ত্রী, তচ্ছাত্র রাজারাম শাস্ত্রী এবং তচ্ছাত্র বালশাস্ত্রী যে তৎ তৎকালে অতি উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন, তাহার অপর কোন কারণই ছিল না। তাঁহারা প্রত্যেকেই কেবল সুব্যুৎপন্ন বৈয়াকরণ ছিলেন। এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোচ্চ শাস্ত্র বেদান্ত ও ন্যায়। ন্যায়ের শব্দখণ্ড ও বেদান্তের গ্রন্থভেদ নিরুক্তাদি শব্দশাস্ত্রই প্রধান অঙ্গ। যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ জানেন না, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কয়েকখান কাব্য আংশিক মাত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা হয় তো এ কথায় মনে করিবেন যে, আজন্ম চিরদিন ব্যাকরণ পাঠেই যদি অতিবাহিত হইল, তবে অত্যাবশ্যক বিষয় কখন পাঠ করিবেন। ইহার উত্তরে তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলি যে, রীতিমত সংস্কৃত অধ্যয়ন করুন তাহা

হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল শব্দশাস্ত্রেই সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন। এ কথাও হয় তো অনেকের প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে অন্য প্রকারে পুনরায় স্পষ্টতররূপে বলি যে, লাটিন গ্রীক ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণ নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণ একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্র, এবং ভর্তৃহরি বলিয়াছেন ইহা অপবর্গের দ্বার ও সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে অতি পবিত্র। অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ যেরূপ কেবল তত্তৎ ভাষা সহজে শিক্ষার উপযোগী মাত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণ সেরূপ নহে। লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা না করিয়াও কেবল সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াই তত্তৎ ভাষা সুন্দররূপ শিখিতে পারা যায়। কিন্তু অগ্রে ব্যাকরণ শিক্ষা না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কোন ক্রমেই পাঠ আরম্ভ করাই যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ লাটিন ভাষায় শব্দরূপ পাঁচ প্রকার ও ধাতুরূপ চারি প্রকার জানিলেই সকল শব্দ ও ধাতুরূপে পণ্ডিত হইতে পারা যায়। লাটিন বা গ্রীক আদি ভাষার ব্যাকরণে সন্ধি প্রকরণ একেবারেই নাই। তদ্ভিন্ন তদ্ধিত, কৃদন্ত ও স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণ লাটিন গ্রীক আদি ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় ততদূর দুর্ব্বোধ নহে। ইত্যাদি নানা কারণে সে সকল ব্যাকরণের সূত্রগুলি ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া অনায়াসে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অতি-গূঢ় সংস্কৃত ব্যাকরণ কোন ক্রমেই ভাষান্তরে অনুবাদিত হইয়া কার্য্যকর হইতে পারে না। তাহাতে অসুবিধাও বিস্তর। ইত্যাদি নানা কারণে বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ ও অধ্যাপন-নিপুণ কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠোপযোগী এরূপ একখানি সংস্কৃত সহজ ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন যাহার বিভক্তি-প্রত্যয়াদি কেবল বাঙ্গালির পাঠ্য মুগ্ধবোধের অনু

ায়ী না হইয়া সকল দেশের পাঠোপযোগী হয়। অথচ যেন উত্তর-কালে পাণিনি-পাঠে প্রবেশিক স্বরূপ হয়।

এইরূপে অনুরুদ্ধ হইবামাত্র তারানাথ কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আশুবোধনামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইং ১৮৬৮ অব্দে আশু-বোধ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। আশুবোধের গুণাগুণ ধীরপ্রকৃতি চিরস্মরণীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী যাহা বলিয়াছেন এবং জর্ম্মাণ ট্রুবনার সাহেব (আমেরিকান্ ও ওরিএন্টাল্ লিটারারি বিকর্ডের ৩৩ সংখ্যায়) যাহা সমালোচনা করিয়াছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত। তাঁহাদের উভয়ের কথার সার মর্ম্ম এই যে, "যাঁহারা উত্তরকালে পাণিনি অধ্যয়ন করিবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই নূতন ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। এবং মল্লিনাথ ও জয়মঙ্গল আদি প্রাচীন টীকাকারেরা স্ব স্ব প্রণীত টীকায় পাণিনিমতে প্রত্যয় ও বিভক্ত্যাদির উল্লেখ করায় তত্তৎ টীকাবোধের নিমিত্ত এই ব্যাকরণই উপযোগী, মুগ্ধবোধ নহে। ভট্টোজি দীক্ষিত যেরূপ পাণিনির বিশৃঙ্খল সূত্রগুলিকে সুশৃঙ্খল করিয়া বিদ্যার্থীদের অশেষ সুবিধা করিয়াছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতিও সেইমত সম্পূর্ণরূপ পাণিনির অনুসরণ করিয়া আশুবোধে সূত্র করিয়াছেন।" স্থানে স্থানে পাণিনির সূত্র রাখিয়াছেন; কোথাও পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত পাণিনির একটী সূত্র ভাঙ্গিয়া দুই বা তিনটী সূত্র করিয়াছেন, এবং আবশ্যকমত কোথাওবা স্বপ্রণীত সূত্র বসাইয়াছেন। বোপদেব মুগ্ধবোধে প্রাদি, গতি ও উপপদ প্রভৃতি সমাস একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং (ঢযে কাৎ ইত্যাদি এবং বিকারিসজ্যভাবেদং) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সকল প্রকৃতিরই উত্তর, সকল অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় এবং (ঘঙনলৌটেঙ্ঘে) এই সূত্রদ্বারা ধাতুমাত্রেরই উত্তর ঘঙাদির বিধি করিয়া যে মহা

অব্যবস্থা করিয়াছেন সে সকল দোষ আশুবোধে নাই। সংক্ষেপতঃ, ক্ষুদ্র আশুবোধে তাঁহার যতদূর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ততদূর শব্দার্থরত্ন বা সরলাতে পাওয়া যায় নাই; কাব্য নাটকের টীকাগুলির কথা তো ধর্ত্তব্যই নহে। আশুবোধ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে দেশের অশেষ উপকার সাধিত হইত। কিন্তু ইহাদ্বারা অশেষ উপকার লাভ হইলেও যে দেশ অসূয়াপরবশ এবং দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়াই কেবল লব্ধনামাদেরই অনুসরণে ও অনুকরণে রত, সে দেশে কথনই ইহা সহজে চলিবে না। জর্ম্মাণ, ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশের লোক নিয়ত উন্নতীচ্ছু ও আপন স্বার্থ ষোল আনা বুঝেন, সেথানে এথন আশুবোধের বিলক্ষণ আদর আছে, এবং ক্রমশঃ দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইবে। আশুবোধ রচিত হওয়ায় সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার যে এত সুবিধা হইয়াছে, তজ্জন্য কৃষ্ণকমল বিদ্যা-সুধি ভট্টাচার্য্যকেই বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। যেহেতুক কেবল তাঁহারই অনুরোধে ইহা রচিত হইয়াছে।

এই সময়ে বা ইহার এক বৎসর অগ্রে বা পশ্চাৎ অম্বিকা কাল্‌নার সন্নিহিত কোলডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী মদন হালদারনামক প্রজার হস্তগত কোন ভূমির কর-বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের কর্ম্মচারীরা কাল্‌নার মুন্‌সেফি বিচারালয়ে অভিযোগ করে। মুন্‌সেফের বিচারে উক্ত অভিযোগে আমাদের পরাজয় হয়। পুনরায় বর্দ্ধমানে উপর বিচারা-লয়ে আপিল করা হয়। জজ সাহেবেরও বিচারে আমাদের পরাভব হয়। অতঃপর কর্ম্মচারীরা এই অভিযোগের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তারানাথকে অবগত করিয়া, হাইকোর্টে ইহার খাস আপিল হইতে পারে কি না জানিয়া পাঠাইল। তারানাথ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ব্যবহার-বিদ্ নহেন। সুতরাং তাঁহার সুপরিচিত বিখ্যাত উকিল দ্বারকানাথ মিত্র ও তীক্ষ্ণধী শ্রীনাথদাস প্রভৃতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়

তাঁহারা সকলেই কহিলেন যে, ইহার আর খাস আপীল হইতে পারে না এবং এই বিধিবিরুদ্ধ আপিলে তাঁহারা কেহ উকিল হইতে পারিবেন না। আগ্রহী তারানাথ তাঁহাদের কথাতে ক্ষান্ত না হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি স্বয়ং যদি উপস্থিত হইয়া এই আপিল হাইকোর্টে উপস্থিত করি, তাহা কি তত্রত্য জজেরা শুনিবেন না?" দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতিরা তারানাথের আগ্রহে ও সাহসে চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ তাঁহাদিগকে শুনিতেই হইবে, কিন্তু কোন ফলের আশা নাই।" পরে তারানাথ আপিলের হেতু লেখাইয়া হাইকোর্টে স্বয়ং উপস্থিত করিলেন। বিচারক ফিয়ার সাহেবের বিচারাসনে আপিল নির্দ্ধারিত হইল। কেহ কেহ বলেন উকিল দ্বারকানাথ মিত্র আপিলের হেতুবাদ বলিয়া দিয়াছিলেন। যাই হউক, আপিল শ্রবণের দিন কি বিস্ময়কর দর্শন হইয়াছিল! যে বিচারালয়ে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যবহারবিদেরা কত সাবধান ও সচিন্ত হইয়া ও সুসভ্য উষ্ণীষ এবং প্রশস্ত বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মুখব্যাদান করেন, বঙ্গের সেই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে তারানাথ অনাবৃত-মুণ্ডিত মস্তকে ও কেবলমাত্র উত্তরীয়াবৃত গাত্রে নাগরা জুতা পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অকুতোভয়ে অনর্গল বঙ্গ ভাষায় স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন! এই অভূতপূর্ব্ব দর্শন দর্শন করিবার নিমিত্ত হাইকোর্টের অনেক ব্যারিষ্টার ও উকিল তথায় উপস্থিত। তর্কবাচস্পতি অপর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিদ্‌দের বচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধারপূর্ব্বক স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এবং পরিশেষে তাঁহার বক্তৃতা-প্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়াই হউক বা অপর যে কোন কারণে হউক জজেরা তারানাথেরই অভিমতরূপ জয় দিলেন। অর্থাৎ মোকদ্দামা-সংক্রান্ত তারানাথের অভিপ্রেত ক্রিয়ের নির্ণয়ার্থ মোকদ্দামা পুনরায় কল্‌নার মুনসফী বিচারালয়ে

পাঠাইলেন। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির ন্যায় বহুদর্শী উকিলেরা যে মোকদ্দামায় উকিল হইতে সাহস করেন নাই, তারানাথ কেবল বুদ্ধি-প্রভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অতঃপর তারানাথ ভাবিয়া দেখিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় অদ্যাবধি একখানি রীতিশুদ্ধ অভিধান হয় নাই। অমরকোষ, বিশ্বপ্রকাশ, নিঘণ্টু প্রভৃতি অনেক অভিধান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের শব্দ বিন্যাস অকরাদিক্রমে না থাকায় অত্যন্ত অসুবিধা, এবং কোন শব্দেরই ব্যুৎপত্তি বা আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই। এবং উইল্‌সন সাহেবের ও রাজা রাধাকান্তদেবের যে অভিধান আছে তাহাও অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ! অতএব সর্ব্বতোভাবে পূর্ণাঙ্গ একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতে মানস করিয়া বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, মীমাংসা, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বৈদ্যক, ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি সমালোচনা করিয়া প্রথমতঃ কেবল বহু শব্দ সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি, স্থানবিশেষে বিভিন্ন অর্থ ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশক সুবহৎ অভিধান মুদ্রাঙ্কনে অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবে। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থায় অত বিপুল অর্থ ব্যয় কোনরূপে সম্ভবে না ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু পরে প্রকৃত যত ব্যয় হইয়াছিল তাহা তর্কবাচস্পতি গণিত শাস্ত্রে তাদৃশ সুপণ্ডিত হইয়াও তখন অনুমান করিতে পারেন নাই। পরে যাহাই হউক, তিনি সদসৎ বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ে সঙ্কল্প করিতেন না। এবং কোন বিষয়ে একবার সঙ্কল্প করিলে তারানাথ প্রাকৃত লোকের ন্যায় তাহা সহজে ত্যাগ করিতেন না। যখন এতাদৃশ সুবৃহৎ অভিধান মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের অন্য কোন দিকে কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন বঙ্গাধিপ-স্থাপিত বিদ্যাবিভাগ

সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ বিদ্যোৎসাহী ডিরেক্টার উড্রো সাহেবকে আপন সঙ্কল্প জানাইলেন। ইহা জানাইবামাত্র উড্রোমহানুভাবদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া বঙ্গাধিপ তাদৃশ অত্যাবশ্যকীয় সংস্কৃত অভিধানের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় সাহায্যার্থ দশ সহস্র মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যদিচ পুস্তকের অবয়ব পূর্ব্ব কল্পিতরূপের দ্বিগুণ হওয়াতে বঙ্গাধিপ পরি-সমাপ্তিতে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রাই দিয়াছিলেন। বঙ্গাধিপের উক্তরূপ আনুকূল্য দানের আদেশ পাইবামাত্র তারানাথ তথাবিধ পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনা আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাদৃশ বৃহৎ অভিধান-প্রচার বহুকালাপেক্ষী ভাবিয়া সংস্কৃত বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক তীক্ষ্ণধী কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য ইহাঁরা উভয়ে তর্কবাচস্পতিকে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী এক-খানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কোষ আপাততঃ প্রচার করিতে অনুরোধ করায় তিনি প্রথমতঃ শব্দস্তোম-মহানিধিনামক অভিধান প্রচার করেন। তাঁহার তাদৃশ অর্থাভাবে এবং গ্রাহকগণের সুবিধার নিমিত্ত তিনি ইহা খণ্ডশঃ প্রচার করিয়া পাঁচ খণ্ডে পূর্ণ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ইং১৮৬৯ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারিতে বাহির হয়। ইং১৮৮৭ অব্দের আরম্ভে ইহা সম্পূর্ণ করেন।

শব্দস্তোমমহানিধি অভিধান ১৩২ ফর্ম্মায়, অর্থাৎ চারি-পৃষ্ঠা ফর্ম্মার ৫২৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হয়। "বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য সাহিত্য অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়ে প্রযুক্ত সকল শব্দ ও ধাতু ইহাতে পাওয়া যায়"। তন্মধ্যে যে গুলি মূলধাতু, তাহারা প্রত্যেকে কোন্ গণী বা কোন্ পদী সেট্ বা অনিট্ সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক এবং লট্ ও লুঙ্ বিভক্তিতে প্রত্যেকের রূপভেদ দর্শিত হইয়াছে। নিরুক্তমতে শব্দমাত্রই ধাতুমূলক। সুতরাং শব্দগুলির প্রথমতঃ ব্যাকরণ প্রক্রিয়া, লিঙ্গভেদ, অবয়বার্থ, ও অর্থবিশেষ

দর্শিত হইয়াছে ; অনন্তর অর্থবিশেষে লিঙ্গভেদ ও প্রকৃতি-প্রত্যয়ভেদ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অধিক আর কি অভিধানে জানিবার আশা করা যাইতে পারে? এবং স্থানে স্থানে অর্থ বোধের সুবিধার নিমিত্ত বঙ্গীয় ভাষাতেও অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এপর্য্যন্ত, কি প্রাচীন বা কি নব্য, যত অভিধানের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কোন খানিতে কি এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সম্যক্ রূপে পাওয় যায়? ইহা শব্দস্তোমমহানিধি-নামক তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির ক্ষুদ্র অভিধান। এই ক্ষুদ্র অভিধান রচনাদ্বারা তর্ক-বাচস্পতি সংস্কৃত ভাষা উন্নতির কি সহজ উপায় করিয়াছেন, এবং ইহার অভাবে সংস্কৃত পাঠীদের কত অসুবিধা ছিল তাহা পাঠক স্বয়ং অনুমান করুন। আমি তাদৃশ প্রত্যক্ষ বিষয়ে মতামত প্রকাশে পাঠকের সুমূল্য সময়ের অপব্যয় করিতে চাহি না। তবে, এইমাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না যে ইহাতেও, অর্থাৎ শব্দস্তোমমহানিধিতে তাদৃশ অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও দর্শনের পরিচয় দেওয়াতেও তারানাথের গৌরব তাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। যেহেতুক, আমি তর্কবাচস্পতির অন্তঃসারে সুপরিচিত।

এই পুস্তকখানি প্রচারে তাঁহার বিলক্ষণ অর্থাগম ও সম্মানবৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার প্রথম-প্রসূন শব্দার্থরত্নের তাদৃশ অন্যায়-বিপত্তি-জন্য অন্তঃকরণের নিরুৎসাহতম অপনীত হইয়া উৎসাহশিখা প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইল। শব্দস্তোমমহানিধি স্বপ্রভাবে রাজদ্বারে যথোচিত সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছিল, এবং এই পুস্তকের অনেকগুলি রাজ প্রতিনিধিরা ক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কলিত বৃহৎ অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান, বহুবিবাহ-বাদ, মানোন্নতি, দেহত্যাগ।

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি আপন চির-মনঃকল্পিত সুবৃহৎ সংস্কৃতাভিধান মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়সাহায্যার্থ বঙ্গাধিপের তাদৃশ অনুপলক্ষিত আনুকূল্য প্রাপ্তিতে চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত বাচস্পত্য বৃহদভিধান প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শয়নাগারের বহিঃ-প্রকোষ্ঠে চতুঃপার্শ্বে বৃহদভিধান রচনার উপযোগী স্তূপাকার বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার আদির পুঁতি ও পুস্তকের অভ্যন্তরে ভূম্যাসনে আসীন হইয়া প্রত্যহ তদ্গতচিত্তে যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন পুঁথির পত্র হাঁট্‌কাইতেছেন দেখিলে বোধ হইত যেন সন্নিহিত পুস্তকরাশির প্রত্যেক পুঁথির প্রত্যেক পাতের প্রত্যেক অক্ষর তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। অবিশ্রান্ত চীরাবৃত পুঁথির পাত খুলিয়া দিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা একজন সামান্য বেতনের ভৃত্য তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত।

নানা পুস্তক প্রণয়নদ্বারা তারানাথ পূর্ব্বকৃত ঋণ প্রায় সমুদয় পরি-শোধ করিয়াছিলেন। ত্রিহুত জেলাস্থ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়দ্বারা অবশিষ্ট ঋণ হইতে মুক্তিলাভের আশয়ে তিনি এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশে মুজঃফরপুরে গমন করিলেন। তৎকালে তত্রত্য উকিল মোক্তার প্রভৃতিরা মিলিত হইয়া তথাকার চতুর্ভুজনাথ স্থানে হরিসভানামক একটী ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তারানাথ বিষয় বিক্রয় করিয়া মুজঃফরপুর হইতে প্রত্যাগমনের দিন সহসা উক্ত সভায় বক্তৃতা

করিবার নিমিত্ত জজের উকিলেরা তারানাথকে অনুরোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হইয়া চতুর্ভুজ স্থানের সভামণ্ডপে গিয়া সুশিক্ষিত দেশীয় ও বাঙ্গালি অনেক ভদ্রলোকের মধ্যে সুললিত হিন্দী ভাষায় দীর্ঘ উপস্থিত বক্তৃতাদ্বারা ষড়্‌দর্শনের মত ব্যাখা করিয়া সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বক্তৃতাকালে অনেকে, যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন না, মনে করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি কোন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত হইবেন। এস্থলে একথা উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, তিনি উপস্থিত বক্তৃতায় পটু ছিলেন এবং হিন্দীভাষা উত্তমরূপ জানিতেন। এইরূপ, তিনি ইংরেজি ভাষার এক বর্ণেও পরিচিত ছিলেন না, অথচ দেখিয়াছি, ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত চিঠিপত্র পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি তাহার স্থুল মর্ম্ম আনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এই সময়ে তর্কবাচস্পতি ধাতুরূপাদশ ১৯২৬ সম্বতে রচনা করিলেন। অনেক সময়ে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতেরাও ব্যাকরণের সকল সূত্রের মর্ম্মার্থ স্মরণ রাখিতে না পারায় ধাতুরূপকরণকালে যে বিষম ভ্রম প্রমাদে পতিত হয়েন তাহা নিবারণার্থ এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রত্যেক ধাতু কোন্ গণী, কোন্ পদী, সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক, সেট্ বা অনিট্ এবং লট্ লুঙ্ লিট্ প্রভৃতি বিভক্তিতে বিভিন্ন বাচ্যে রূপ দর্শিত হইয়াছে। এবং বিশেষ বিশেষ কৃৎ প্রত্যয়ে বিশেষ বিশেষ রূপ দর্শিত হইয়াছে। স্থূলতঃ, ধাতুরূপাদর্শ পাঠে যে কোন ধাতুর যে কোন তিঙ্ বা কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কিরূপ আকারপরিবর্ত্তন হয় তাহা অতি সহজে জানা যাইতে পারে। ফল কথা এই যে, ইহাদ্বারা ধাতুরূপ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞেয় তাহা সংস্কৃত পাঠীরা সহজে জানিতে পারে। অধ্যাপকদেরও অনেক সময় ইহা সন্দেহ ভঞ্জনের স্থল হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ পাণিনি-মতেই রচিত হই-

য়াছে। এবং ইহাতে আবশ্যকমত মতান্তরে রূপভেদও দেখাইতে ত্রুটি হয় নাই। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীতে বিশেষরূপ আদৃত হওয়ায় তর্কবাচস্পতি কিছু দিন পরে শব্দরূপ করণের সুবিধার নিমিত্ত শব্দ-রূপাদর্শ নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করিলেন। এই দুইখানি গ্রন্থ ও আশুবোধ রচনা করিয়া তারানাথ সহজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অশেষ সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সারগ্রাহী ও বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ঐ পুস্তক গুলির যেরূপ সমাদর করিতেন, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। অথচ শুনিতে পাই যে, সংস্কৃত পণ্ডিত মাত্রই তারানাথের গুণে অপরিচিত নহেন। সে কথা এস্থলে অনাবশ্যক। আমরা গ্রাম্য বর্ব্বর। স্থূলবুদ্ধিতে এইমাত্র বুঝি যে, "গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ। করী মৃগেন্দ্রস্য বেত্তি বলং ন মূষিকঃ।" এ বিবেচনায় উদারচেতা শান্তপ্রকৃতি বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীই তারানাথের কার্য্যতঃ গুণগ্রাহী ছিলেন। এবং তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন বলিয়া এ জগতে তাদৃশ উচ্চ নাম বাহির করিয়া যান্ নাই।

খৃষ্টীয় ১৮৭৩ অব্দে বাচস্পত্য বৃহদভিধানের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড চারিপৃষ্ঠা ফর্ম্মার ষাট ফর্ম্মায়, অর্থাৎ দুইশত আটত্রিশ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম খণ্ড প্রচার কালে তিনি মনে করিয়াছিলেন এইরূপ দশ খণ্ডে অভিধান সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু খৃঃ ১৮৮৪ অব্দে ইহা এইরূপ দ্বাবিংশতি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই অভিধানের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সবিশেষরূপে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। স্থূল কথায় এইমাত্র বলি যে, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে প্রচারিত যে কোন অভিধান বা বিদ্যোদধিতে (১)

---

(১) বিদ্যোদধি—Encyclopedia, যে অভিধানে প্রত্যেক শব্দ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য জানিতে পাওয়া যায়।

যেমন প্রত্যেক শব্দে যাহা কিছু জ্ঞেয় সকলই পাওয়া যায়, এই বাচস্পত্য বৃহদভিধানও সেইরূপ। তাহাদের কোন খানি অপেক্ষা কোন অংশে অণুমাত্র ন্যূন নহে। বরং ইহা সংস্কৃত ভাষায় হওয়াতে ইহাতে এমন অতিরিক্ত অনেক বিষয় আছে যাহা পৃথিবীর কোন ভাষায় কোন কোষে থাকিতে পারে না। প্রতি শব্দের অর্থ বিশেষে লিঙ্গভেদ, অবয়বার্থ, ব্যাকরণপ্রক্রিয়া, অর্থবিশেষে প্রকৃতি-প্রত্যয়-ভেদ, প্রত্যেক শব্দ যে যে অর্থে যে যে গ্রন্থে প্রযুক্ত, এবং তৎসংসৃষ্ট শাস্ত্রব্যবস্থা আদি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই এই অভিধানে সুন্দররূপ পাওয়া যায়। স্থূলতঃ, যাঁহার একখানি বাচস্পত্য বৃহদভিধান আছে, তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই কোষে তারানথ তর্কবাচস্পতি স্থলবিশেষে যে সকল আবশ্যকমত শাস্ত্রব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাদের প্রামাণিকতার উদাহরণ স্বরূপ অয়ন শব্দে যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল। ইউরোপীয় জোতির্ব্বিদেরা ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে পৃথিবী একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া তদনুসারে তাঁহারা প্রত্যেক মাসের দিন সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারি মাসে এক দিন অধিক স্থির করিয়াছেন। তাহাতেও প্রতি বৎসর ১ মিনিট ২ সেকেণ্ড অধিক হওয়াতে যে মহাদোষ ঘটিতে পারে তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া, পরে আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌দের অয়ন গণনাতে যে এরূপ কোন দোষই নাই তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন (১)। এবং বারাণসীর অতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বাপুদেব

(১) বাস্তবিকই ঐরূপ সময়-গণনা-বিভ্রাট লইয়া সমুদায় ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্মণ্ডলীর মধ্যে সময়ে সময়ে মহা হুলস্থূল পড়িয়া থাকে। শুনিলে পাঠক চমৎকৃত হইবেন যে এই দোষ-নিবারণের জন্য কখন কখন অক্টোবর মাস হইতে ১০ দিন কর্ত্তন করিয়া লওয়া পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যদের অয়ন-গণনায় সে বিড়ম্বনার আশঙ্কা নাই।

শাস্ত্রী যে স্বপ্রণীত গ্রন্থে অয়ন-গণনায় সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত ইংরেজি মতানুসারে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তর্কবাচস্পতি তাহা এস্থলে স্পষ্টরূপে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রকাশ্যরূপে তাঁহার অসম্ভ্রমজনক তাদৃশ মহৎ ভ্রম প্রচারেও বাপুদেব শাস্ত্রী কোন উত্তরই করিতে পারেন নাই। তথাপি আগ্রহী তারানাথ ইহার অনেক দিন পরে ইং১৮৮৫ অব্দে যখন কাশীগমন করেন, তখন তথাকার বর্ত্তমান নৈয়ায়িক-চূড়ামণি কৈলাসচন্দ্র শিরোমণিদ্বারা বাপুদেবের এবিষয়ে মত জানিয়া পাঠান। বাপুদেব শাস্ত্রী উক্ত শিরোমণিকে আপন গৃহে বসিয়া হিন্দীভাষায় এইমাত্র উত্তর করিলেন "আমার ভ্রম বাহির করা তর্কবাচস্পতির প্রগল্ভতা; এবং আমরা খৃষ্টানদিগের ন্যায় সকলের সকল কথার উত্তর দিই না।" অথচ জগতের বিশ্বাস যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বাপুদেব শাস্ত্রীর ন্যায় সুপণ্ডিত এক্ষণে ভারতে কেহ ছিলেন না। এবিষয়ে অধিক কথা অনাবশ্যক। তর্কবাচস্পতির বৃহদভিধান হইতে উদ্ধৃত অয়নশব্দে শাস্ত্র-ব্যবস্থার প্রামাণিকতা দেখাইবার নিমিত্তই এপ্রবন্ধ এস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এবং ইহাই যথেষ্ট হইল। তবে বাপুদেব শাস্ত্রী ও তারানাথ ইহাঁদের উভয়ের জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির তারতম্য-সম্বন্ধে এইমাত্র বলি যে, বাপুদেবকে লোকে "দূরের কেশে ঘন দেখেন" এবং তারানাথ "গেয়োঁ যোগী ভিক্ পান্ না"।

এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থের প্রারম্ভে পাণিনি-মতানুযায়ী লিঙ্গানুশাসন, পাণিনীয় মতে অকারাদি ক্রমে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়দ্বারা ধাতুর ও শব্দের রূপভেদ এবং অর্থভেদ, উণাদিমতে প্রত্যয়ান্ত অকারাদি ক্রমে ধাতু ও শব্দের রূপভেদ ও অর্থভেদ এবং রূঢ় ও যৌগিক আদি শব্দের নিয়মবিশেষ পরিষ্কাররূপে দর্শিত হইয়াছে।

এই অভিধান সংকলনে তারানাথ তর্কবাচস্পতির দর্শন, বুদ্ধি

ও পরিশ্রমের বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় এপর্য্যন্ত যে সকল সুবৃহৎ অভিধান বা বিদ্যোদধি প্রস্তুত হইয়াছে, সে সকলই অশেষ প্রশংসাভাজন। অথচ তাহার প্রত্যেক খানি বলিষ্ঠ মাংসাশী স্বাধীনজাতীয় অন্যূন দশ ব্যক্তির মিলিত পরিশ্রমে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ বৃহত্তর ও অধিকতর সারপূর্ণ বাচস্পত্য অভিধান নিরামিষভোজী হবিষ্যাশী বিজিতজাতীয় একজনমাত্র বৃদ্ধ বাঙ্গালির লেখনীপ্রসূত। ইহাই যথেষ্ট; এবিষয়ে অধিকতর বলা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ যখন ইংলণ্ডে ম্যাকস্‌মুলার ও অপর বিদ্যাদিগ্‌গজ জর্ম্মানেরা বাচস্পত্য অভিধানের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের উপর বাক্যস্ফুট করায় আমার প্রগল্‌ভতা প্রকাশ মাত্র।

অতিরিক্ত এইমাত্র বলি যে, এ পর্য্যন্ত তিনি যত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মুদ্রাঙ্কনকালে মুদ্রাস্খলন (১) তিনি যাবৎ শোধন করিয়াছিলেন। কখন তিনি একোন অশীতি বর্ষ বয়সেও উপনেত্র ব্যবহার করেন নাই, অথচ তাঁহার আসন্নপ্রায় কালেও যে সকল মুদ্রাস্খলন শোধন করিয়াছিলেন, তাহার কোন খানিতে একটীও মুদ্রাপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং অভিধান প্রণয়ন সময়েই ইং ১৮৭৪ অব্দে তাহাকে পেন্‌সন লইতে হইয়াছিল।

এই অভিধান খণ্ডশঃ প্রচারকালে চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বহুবিবাহ প্রবন্ধ লইয়া তারানাথের বিষম বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে লিপ্ত থাকায় তাঁহাকে অনেকে অনেক রূপ কথা বলেন। সুতরাং সাধারণের প্রকৃত তথ্য বিদিতার্থ এই বিবাদ আমূল যথাযথ বর্ণন করি। সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর কুৎসিত ও অশেষ অনর্থের মূল অস্মদ্দেশ-প্রচলিত বহুবিবাহ-প্রথা উঠাইবার

---

(১) মুদ্রাস্খলন—Proof; ছাপাখানায় যাহাকে প্রুফ বলে।

অভিপ্রায়ে নানা শাস্ত্রের বচন সংগ্রহপূর্ব্বক ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার উদ্দেশে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর যে পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন; এবং যাঁহারা অদ্যাবধি তাহা পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এখনও নিরপেক্ষ-ভাবে পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, বিদ্যাসাগর আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন অনুসারে বহুবিবাহ-প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে গিয়া বর্ত্তমান পণ্ডিতগণকে আকার ইঙ্গিতে সদর্পে প্রতি-পক্ষতাচরণে আহ্বান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনদ্বারা অযথারূপে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সমর্থন করিতে গিয়া তাদৃশ স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের দম্ভ করায় দেশের যাবতীয় পণ্ডিত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অনেকেই কেবল অর্থাভাবে বা ব্যয়কুণ্ঠতা-বশতঃ পুস্তক প্রচার করিয়া উত্তর দিতে পারেন নাই। কয়েক-জন মাত্র উত্তর প্রচার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মুরসিদাবাদের সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরত্ন, বেদজ্ঞপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী ও তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি এই তিন জন প্রধান। তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত ভাষাতেই পুস্তক প্রচার করিয়া বিদ্যাসাগরকে যথোচিত সম্মাননার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন। এবং তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগরেরই উদ্ধৃত বচন ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রীয় বচন এবং প্রাচীন উদাহরণদ্বারা বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছিলেন। স্বমতে বহুবিবাহ উচিত কি না তারানাথ কিছুই বলেন নাই। তিনি বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যাস্ফালনে ও কৌলিন্য-প্রথার অনাবশ্যক নিন্দাবাদে এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকে প্রতিপক্ষতাচরণার্থ সাটোপ আহ্বানে উত্তেজিত হইয়াই কেবল জগৎকে দেখাইয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি শাস্ত্রানুসারে নিতান্ত অসার। ইহাঁরা তিন জনে উত্তর দেওয়াতে বিদ্যাসাগর একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং তদুত্তরে বিদ্যাসাগর স্বীয়

দ্বিতীয় পুস্তকে শাস্ত্রীয় কথার সামান্যরূপ মাত্র প্রত্যুত্তর দিয়া সমুদয় পুস্তকখানি কেবল অশ্লীল কটূক্তিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন। সে পুস্তকখানিও অনেকে দেখিয়াছেন ; যাঁহারা না দেখিয়াছেন এখনও মনে করিলে দেখিতে পারেন। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় তর্কে স্বীয় গ্রাম্য রসিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক যত অশ্লীল কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশেরই তারানাথ তর্কবাচস্পতি লক্ষ্য ছিলেন। গঙ্গাধর কবিরত্ন বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকেরও সর্ব্বাঙ্গের ষোল আনা উত্তর দিয়াছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের কটূক্তির উত্তরে গঙ্গাধর স্বমর্য্যাদানাশক গ্রাম্য রসিকতা প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু কটূক্তির ষোল আনা উত্তর দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম শাস্ত্রের তর্কে তাদৃশ অশ্লীল কটূক্তিতে চমৎকৃত হইয়া তারানাথ আর কোন পুনরুত্তর দিলেন না। তারানাথের পুনরুত্তর না দিবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি দেখিলেন ইদানীন্তন সুশিক্ষিতেরাও বিদ্যাসাগরের প্রযুক্ত অশ্লীল গ্রাম্য রসিকতায় বড়ই মহোল্লাস ও উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতেছেন। সুতরাং দেশের এরূপ অবস্থায় বাক্যস্ফুট করাই তাঁহার নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ ভাবিয়া অতঃপর নিরুত্তর রহিলেন। বাহ্যাকার বা প্রকাশ্য আচরণে কাহারও প্রকৃত প্রকৃতি জানা যায় না। তারানাথ এইরূপ নিরুত্তর থাকায় পুনরায় একখানি অতি কদর্য্য নীচ অশ্লীলপূর্ণ ক্ষুদ্র বেনামী পুস্তিকা প্রচার হইল। আমি সেই জঘন্য পুস্তিকার কুৎসিত নামটী কোন ক্রমেই নির্লজ্জ হইয়া উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। আমি বলিতে পারি না পুস্তিকা খানির এরূপ সাধারণের ব্রীড়াজনক নাম দেওয়াতে কেন রসিক লেখককে ফৌজদারি আদালত অলঙ্কৃত করিতে হয় নাই। পুস্তিকা খানির লেখন-প্রণালী, শব্দবিন্যাস ও ইহাতে যে সকল গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে, ইহা

বিদ্যাসাগরেরই লেখনী-নির্গত, অপর কাহারও কোন ক্রমেই নহে। তবে অনেকে বলিতে পারেন "বিদ্যাসাগরমহাশয় কি প্রাকৃত লোকের ন্যায় এত নীচ ও কাপুরুষ যে, বেনামী পুস্তক লিখিয়া গালি দিবেন?" সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। তবে, আমি যত দূর জানি, তখন সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। দ্বিতীয়তঃ অপর কেহ বিনা কারণে ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া নিরামিষ-ভোজী নির্ব্বিবাদী তারানাথকে সহসা তাদৃশ ঘৃণিত কটূক্তি কেন করিবে? কিন্তু আমাদের সভ্যতাভিমানীরা এতদূর বিকৃত ও পরিভ্রষ্ট যে, বিদ্যাসাগরের তাদৃশ ব্রীড়াজনক অতি কুৎসিত রচনায় কত সুশিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত আনন্দে পুলকিত ও ভাবে গদ্‌গদ হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। এই জঘন্য পুস্তিকাতে তারানাথের "ঘূর্ণায়মান" আদি যে দুই একটী ব্যাকরণ অশুদ্ধির কথা উল্লেখ ছিল তর্কবাচস্পতি কেবলমাত্র তাহার উত্তর বঙ্গভাষায় কয়েকপত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর-প্রযুক্ত কটূক্তির কোন উল্লেখই করেন নাই। তারানাথ এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছিলেন "লাটী থাকিলে পড়ে না।"

ইং১৮৭৫ সালে তারানাথ রাজপ্রশস্তি লিখেন। ইহা ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠকুমারের ভারত আগমনকালে বঙ্গবাসীরা তারানাথকে প্রমুখ করিয়া যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থখানি রচিত হয়। এবং তৎপরে "তুলাদানাদি পদ্ধতি" ও "গয়া-শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি" দুইখানি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেন। এবং ইহার কিছু পূর্ব্বে গায়ত্রী-ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে (ইং১৮৭৫—৭৯) তারানাথ ধনে মানে যথোচিত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার বিপুল ঋণ পরিশোধ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াও

কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জয়পুর, যোধপুর, গোয়ালিয়ার, গুইকুমার ও জম্বু প্রভৃতি স্থানের স্বাধীন নৃপতি সকলে ক্রমশঃ তাঁহার বিদ্যাবত্তার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া যথাযোগ্য সম্মান করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে ম্যাক্সমুলার, জর্ম্মাণ-বাসী বিদ্বন্মণ্ডলী ও ইউরোপের আরও অনেক স্থানের বিদ্বান্ লোকেরা তত্তৎ স্থানের সাময়িক পত্রে ও সভাসমিতিতে বক্তৃতাদ্বারা তারানাথের যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার কীর্ত্তি সুদূর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত পার হইয়াছিল।

কিন্তু এখনও তারানাথের বণিগ্ব্যবসায়ে আসক্তি ঘুচিল না। মধ্যে অর্থের অপ্রতুলবশতঃ কয়েক বৎসর অগত্যা ব্যবসায় একবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা ঋণমুক্ত হইবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ব প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। এবং পুনর্ব্বার তিন চারি বৎসরের মধ্যেই পুস্তকাদি প্রণয়নদ্বারা বিদ্যোপার্জ্জিত ধনের প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র ব্যবসায়ে নষ্ট করিলেন। পূর্ব্ববৎ এবারেও প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ে এক কপর্দ্দও ক্ষতি হয় নাই। এবারেও অতি বিশ্বাসের দোষে অর্থ নষ্ট হইয়াছিল। নতুবা ব্যবসায়ে কখনও বাচস্পতির কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই; লাভ চিরকালই হইয়াছিল। এবং তাঁহার স্বাভাবিকী সরলতাবশতঃ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অতি বিশ্বাস করাতেই চিরকাল এইরূপ অর্থনাশ হইয়াছিল। কিন্তু এবারে প্রচুর অর্থ থাকায় তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ ঋণগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

এই সময়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার-সহিত সাক্ষাৎ করিলে, স্বমতানুযায়ী আর্য্যধর্ম্ম লইয়া অনেক কাল বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। এবং আমার বারাণসীতে অবস্থিতিকালে তত্রত্য বিখ্যাত বালশাস্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এই সময়ে তর্কবাচস্পতির জয়পুরে গমনকালে

রেলগাড়ীতে বসিয়া উভয়ের পাঁচ প্রহর কাল শাস্ত্রার্থ হইয়াছিল (১)। শাস্ত্রার্থে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্ম জানেন। যেহেতু শাস্ত্রীজি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। তথাপি এত দীর্ঘকাল বাদানুবাদেই সকলে অনুমান করিতে পারেন যে, উভয়ের কেহই শব্দশাস্ত্রে ন্যূন ছিলেন না, এবং নিশ্চয়ই "গজকচ্ছপের যুদ্ধ" হইয়াছিল। পরে জ্যেষ্ঠের মুখেও একথা শুনিয়াছিলাম। এবং উভয়ের মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, শাস্ত্রার্থকালে উভয়ে পরস্পরে পরস্পরের পরিচয় দেন নাই, তথাপি অনুমানে উভয়েই পরস্পরের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন। তবে কি বালশাস্ত্রী ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়ে এত অহঙ্কৃত ছিলেন যে, তাঁহারা একেবারে নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে পরস্পর ব্যতীত ভারতে এমন অপর কেহ ছিলেন না যিনি তাঁহাদের সহিত অত দীর্ঘকাল শাস্ত্রার্থ করিতে সমর্থ হয়েন? যেহেতুক, তাঁহাদের উভয়ের কথায় আমি জানিয়াছিলাম যে, কেবল দীর্ঘকাল-ব্যাপী তর্কদ্বারা তাঁহারা উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনিয়া লইয়াছিলেন; অপর কোন উপায়ে নহে।

খৃষ্টীয় ১৮৮৩ অব্দে ফাল্গুন মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপনয়ন উপলক্ষে অম্বিকায় আসিয়া তথায় বহু দিবস পূর্ব্বে ব্যবসায় উপলক্ষে যাহার যাহা কিছু ঋণী ছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে ডাকাইয়া তাহাদের পরিতোষজনকরূপে ঋণ পরিশোধ করিয়া জন্মের মত অম্বিকা হইতে বিদায় লইলেন। এবং ১৮৮৪ অব্দে মহামতি অল্কট সাহেব উপনীত হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। ইহার পরেই ইং১৮৮৫ অব্দে ফাল্গুনের চতুর্দশ দিবসে চতুরশীতি বর্ষ বয়সে কাশীবাসার্থ সস্ত্রীক যাত্রা করেন। তথায় অবস্থিতি-

(১) শাস্ত্রার্থ = বিচার, পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক।

কালে তর্কবাচস্পতি একদিন আমাকে বলেন যে, ইঁউরোপীয়েরা পৃথিবীর যেরূপ বার্ষিকী গতি বিবৃত করেন আর্য্যজাতির জ্যোতিঃশাস্ত্র-মতে তাহার কোন কোন অংশ ভ্রমাত্মক। এবিষয়ে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার ভালরূপ স্মরণ নাই। বিশেষতঃ, আমি জ্যোতির্বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহার দর্শিত হেতুবাদগুলি সম্যক্‌রূপ বুঝিতে পারি নাই, অতএব স্মরণও নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি আর কিছু-দিন জীবিত থাকেন তবে প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্বিদ্‌দের মতানু-সারে পৃথিবীর গতিবিধি এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক সর্ব্বদর্শনের মত বঙ্গীয় ভাষায় প্রচার করিবেন। কিন্তু কাশী পৌছিয়া একমাস পরেই চৈত্রের দ্বাবিংশ দিবসে তত্রত্য বিষম অসহ্য উত্তাপে পীড়িত হইয়া যে শয্যাগত হইলেন, আর তাঁহাকে পুনরুত্থিত হইয়া এজগতের কোন কার্য্যেই মতিষ্ক নিয়োগ করিতে হইল না। ইং১৮৮৫ অব্দের ২৩ জুন (আষাঢ়ের ৭ম দিবসে) অপরাহ্ণ তিনটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অনলস তারানাথ শারীর ও মানসিক সর্ব্ববিধ পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চিরশান্তি-নিকেতনে মহাপ্রয়াণ করিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির ইহলোক-লীলা শেষ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিসমাপ্তি।

এপর্য্যন্ত কেবল তারানাথের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের যথাযথ পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন। সংপ্রতি তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচরণের সামান্যরূপ পরিচয় দিয়া আমি বিদায় লইব। তারানাথ তর্কবাচস্পতি আস্তিক ছিলেন, এবং কর্ম্মফল মানিতেন। জগতের সৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন কর... এই উত্তর দিতেন যে, "ইহা অতি গূঢ়, তবে সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে আদিতে ঈশ্বর ভিন্ন আর অপর কিছুই ছিলনা এবং তাঁহারই ইচ্ছামাত্র এই অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে শাস্ত্রে ইহার অধিক কিছুই পাওয়া যায় না, এবং আর অধিক কিছু আমাদের জানিবার প্রয়োজনও নাই।" কর্ম্মফলে তাঁহার এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি স্পষ্ট বলিতেন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ব্যতীত মনুষ্যের কোন উদ্যোগই সহজে সফল হইতে পারে না। তিনি বলিতেন এই কারণেই সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ সামান্যরূপ উদ্যোগে মহৎ কার্য্য সাধন করেন এবং কেহ বা প্রাণপণে উদ্যোগ করিয়াও সামান্য কার্য্যে বিফল হয়েন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ব্যতীত উদ্যোগে প্রবৃত্তিই হইবে না। শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ সুখ স্বা... কর্ম্মফল অনুসারে হইয়া থাকে। এক দিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "যদি কর্ম্মফল অনতিক্রমণীয়, অর্থাৎ যদি কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তবে বলুন কি উদ্যোগ অনাবশ্যক? এবং কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলে মনুষ্যের পুনরায় কি দশা হইবে, এবং আপনার একথার যুক্তিই বা কি? তিনি ইহাতে

উত্তর করিয়াছিলেন "অস্বাস্থ্যকর আচরণে অবশ্যম্ভাবিনী পীড়া উৎপন্ন হইলে তৎপ্রতিকারার্থ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ঔষধাদি সেবনে যেরূপ পীড়া নিবারিত হইয়া স্বাস্থ্য পুনরর্পিত হয়, সেইরূপ যথাবিধি উদ্যোগদ্বারা কর্ম্মফল নষ্ট হইয়া মনুষ্য প্রকৃতিস্থ ও স্বাধীন হইতে পারে। মানব-যুক্তি যদিচ প্রায়শঃ অসার ও ভ্রমাত্মক হইয়াই থাকে, এবং যদিচ এই কারণে জগতে সকল বিষয়েই এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি কর্ম্মফল না মানিলে অপর কোন যুক্তিতে মনুষ্যের বিনা কারণে দশাবৈষম্যের মীমাংসা করিতে পারা যায় না। কর্ম্মফলে মনুষ্যের দশাবৈষম্য ঘটিয়া থাকে বলিলে কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোন দোষাপত্তি করিতে পারিবেন না। তবে ভারতীয় আর্য্যজাতি ভিন্ন অপর সকলেই বলেন যে, "যদিচ কর্ম্মফল মানিলে মনুষ্যের দশা-বৈষম্যের নির্দ্দোষ ও সহজ মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু জন্মান্তর যুক্তিই যে সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি?" তাঁহাদের একথার উত্তর অতি সহজ, কিন্তু এক আধ কথায় হয় না। এবং তাঁহারা যেমন বলেন "বিশ্বাস কর, তাহা হইলেই আমাদের ধর্ম্ম সত্য বলিয়া জানিতে পারিবে," আর্য্যেরা সেরূপ স্তম্ভকে হস্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলেন না। মহাকবি ভারবির ন্যায় আর্য্যমাত্রেই বলেন "অনুমানেন নচাগমঃ ক্ষতঃ" শাস্ত্র যুক্তি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। সুবিস্তীর্ণ জগতে আর্য্যেরা পুরাকালে আধ্যাত্মিকী বিদ্যার যতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, অপর কোন জাতির ক্ষমতা অদ্যাবধি ততদূর পৌঁছায় নাই। এবং যোগবলে তাঁহারা পৃথিব্যাদি সমুদয় জীবাবাসের ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ঘটনা সকলই সুন্দররূপে জানিয়া তবে এবিষয়ের মীমাংসা করিয়াছিলেন। এবং তাই, যদি আমাদের আত্মার সে ক্ষমতা অস্বীকার কর, তবে পশুজীবনের সহিত আমাদিগকে পৃথক্ কর কেন? তবে ইহা আত্মার সে ক্ষমতা লাভ সহজ-সাধ্য নহে। এবং এই নিমিত্তই

কেহ তাহাতে সহজে বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের অবলম্বিত মতই কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত?" এই হেতু তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন যে, জন্মান্তরে তৎফল পাইবেন।

তর্কবাচস্পতির মতে পুনর্জ্জন্ম শব্দের অর্থ যেন কেহ মনে করেন না যে, কেবল এই পৃথিবীতেই পুনর্ব্বার আসিতে হইবে, এবং অসীম বিশ্বের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণু তুল্য এই পৃথিবীই যাবতীয় জীবের আবাস ভূমি, বিশ্বমধ্যে আর দ্বিতীয় জীবাবাস নাই। তিনি ইহাও বলিতেন যে, কর্ম্মবিশেষের ফলে জীব (১) স্বর্গধামে পরাৎপরের সন্নিধানেও অল্প, দীর্ঘ বা চিরকাল পরমানন্দে বাস করিতে পারেন। এবং এই কর্ম্মফল প্রত্যাশাতেই তিনি বিদ্যার্থীদিগকে স্নেহ ও যত্ন সহকারে আবশ্যকমত গ্রাসাচ্ছাদনাদি পর্য্যন্ত দিয়া বিদ্যা শিখাইতেন। প্রত্যহ সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যা গায়ত্র্যাদির উপাসনা ও যথাসাধ্য সাত্বিকভাবে অতিথিসৎকার করিতেন। কেহ কোনরূপে বিপন্ন হইয়া তাঁহার আবাসে আশ্রয় লইলে সাদরে আশ্রয় দিতেন। যত লোকই কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার গৃহে আসিত, তাহাদিগকে অন্ন ও আশ্রয় দানে কাতর হইতেন না। যথাসাধ্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা দ্বেষ আদি পরিহার করিতেন। তাদৃশ ঋণগ্রস্ত-দশাতেও কাহারও এক কপর্দ্দকও অপহ্নব করিবার ইচ্ছা কখন মনে ধারণ করেন নাই। কর্ম্মফল মানিতেন বলিয়াই অনেকের প্রাপ্য, তামাদি হইলেও তাহা বহুদিনের পরেও পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি বহুব্যাপারী ছিলেন, সুতরাং একেবারে মিথ্যা কহিতেন না বলিতে পারি না। কিন্তু যখন অগত্যা বা কাপুরুষতাবশতঃ মিথ্যা কহিতে হইত, তখনই তাঁহার মুখ ম্লান ও বিমর্ষ হইত।

(১) জীব, soul বা আত্মা।

তাঁহার মতে ঔষধার্থেও সুরাপান নিষিদ্ধ। এই নিমিত্ত যখন তিনি কোন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অগত্যা ইংলণ্ডীয় ঔষধ সেবন করিতেন, তখনই তাঁহার "নয় লেকড়ী, নব্বুই খরচ" হইত। তখনই আরোগ্য লাভ হইবামাত্র বৈদিকমতে বহুব্যয়সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। তিনি সচ্ছোত্রীয় গোষ্ঠীপতি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার চারি কন্যার নিকষ কুলিনে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহুবিবাহের বিষম্বাদী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার কোন জামাতাই স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই। এবং নিকষ কুলিনেরা প্রায়ই বহুবিবাহ করেন না। তাহা করিলে তাঁহাদের কুলের বহুহানির আশঙ্কা থাকে। তবে, বহুবিবাহ-প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের যে প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যাস্ফালন দমনার্থ, ও জগৎতে দেখাইবার নিমিত্ত যে, বিদ্যাসাগরের সে সদর্প যুক্তিগুলি কেবল ধ্বনিসার ও অসার, এবং কালিদাসের ন্যায় বিদ্যাসাগর স্বাশ্রয়-শাখাতেই কুঠার প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

তিনি শ্রৌত মতে ক্রিয়া-কলাপ করিতেন। তন্ত্র শাস্ত্র আধুনিক, সুতরাং ইহার মতে কোন কর্ম্ম করিতেন না। বেণু-রজ্জু-মৃন্নির্ম্মিত প্রতিমার পূজা অশাস্ত্রীয় ও প্রত্যবায়জনক বোধে তাহা তিনি করিতেন না। ইদানীং তাঁহার গৃহে বর্ষে বর্ষে যে প্রতিমার পূজা হয়, তাহা কেবল তাঁহার দৌহিত্র ও পৌত্রের অনুরোধে, এবং তাঁহার পিতার নামে সংকল্প করিয়া পূজা হইয়া থাকে, স্বনামে নহে। "যা শত্রু পরে পরে", যত ঝোঁকই বৃদ্ধ পিতার মস্তকে। মূর্ত্তি পূজা-সম্বন্ধে বলিতেন যে, "মূর্ত্তি পূজা আদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা অল্পশঃ মনঃসংযম করিতে করিতে ক্রমশঃ ঈশ্বরজ্ঞান জন্মে। স্থূল বিবেচনা করিলেও যখন ঈশ্বর ভাবগ্রাহী, বহিরাচরণ তাঁহার লক্ষ্য নহে, তখন প্রতিমা পূজার

বিশেষ দোষ দৃশ্য হয় না।" তিনি আরও বলিতেন যে, যদি সরল বিশ্বাসে প্রেতিমা অর্চ্চনা করা হয় তবেই শুভ, নতুবা বড় বিভ্রাট্।

তাঁহার একটী মহৎ দোষ ছিল যে, তিনি প্রতিযোগিতা সহ্য করিতেন না। ইহাও হইতে পারে যে, শাস্ত্রব্যবস্থায় তিনি যাহা মত দিতেন, তাহা প্রায়ই অভ্রান্ত হইত, সুতরাং তদ্বিপরীত প্রতিবাদ সহ্য করিতেন না। এবং তাহা সহ্য করা উচিতও নহে। বহুবিবাহ-বিবাদের ইহাও একটা হেতু হইতে পারে।

অধ্যয়নার্থ কাশীবাস-কালে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি চিরকাল কেবল উদ্ভিজ্জ ভোজনে তাঁহার শারীর বা মানস বলের বা স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু মৎস্য ও মাংসের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রচুর পরিমাণে খাইতেন।

তর্কবাচস্পতি শিষ্টাচার জানিতেন না; সুতরাং কাহারও অন্যায় আচরণে সভ্যসমাজের রীত্যনুসারে পরিমিততা রক্ষা করিতে পারিতেন না। কিন্তু এ দোষ তাঁহার পৈতৃক নহে। তাঁহার পিতা বিলক্ষণ শিষ্টাচারী ছিলেন। এবং তিনি কাহারও কোন দোষ দেখিলেও সহসা তাহার প্রতি কঠোর আচরণ করিতেন না। তর্কবাচস্পতি কেবল কার্য্য বুঝিতেন, তদতিরিক্ত কিছুই জানিতেন না। কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিলে শিষ্টাচার অনুযায়ী অভ্যাগতকে কিরূপ স্বাগত করিতে হয়, তাহা ভালরূপ জানিতেন না। তিনি যে, শিষ্টাচার ভালরূপ জানিতেন না, তাহার উদাহরণ কয়েকটি দিতেছি।

(১) তর্কবাচস্পতি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। কোন কার্য্য উপলক্ষে লোক জন খাওইবার নিমিত্ত দ্রব্য সামগ্রী অপর্য্যাপ্ত আয়োজন করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের পূর্ব্ব দিনে দূর দেশ হইতে বহু কুটুম্ব সাক্ষাতের সমাগমে গৃহে যথোচিত সমারম্ভ

হইতেছিল। তাঁহার গৃহিণী দুর্ম্মতিক্রমে ঐ দিবসে নূতন বরকর্ত্তাদের দুই চারি জনকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া, তর্কবাচস্পতি একেবারে তাঁহাদের সমক্ষেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আজ কেন ইহাদিগকে আহারে নিমন্ত্রণ করা হয়েচে? আজ ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি?"

(২), এক সময়ে কোন ধনিলোকের আলয়ে অধ্যক্ষতা উপলক্ষে উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে মধুপুরী (১) দানকালে কোন এক ব্রাহ্মণকে চতুরতাপূর্ব্বক দুইবার মধুপুরী লইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের গলে হস্ত দিয়া অপমানপূর্ব্বক ক্রিয়াগৃহ হইতে নিঃসারিত করিলেন।

(৩), সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী কর্ণেল অল্‌কট তাঁহার সম্মানার্থ দেখা করিতে আসিলে, যেরূপ উদাসীন ভাবে তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে অস্মদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিতান্ত অশিষ্টাচারী বলিয়া বোধ হয়। শিষ্টাচারও সুশিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

সকলের সহিত যেরূপ উপহাস বিদ্রূপ করিতেন তাহাতে তর্কবাচস্পতিকে রসজ্ঞ নহেন বলিয়া কোনমতেই বোধ হইত না। অথচ, তিনি অস্মদ্দেশ প্রচলিত কদর্য্য ও অশাস্ত্রীয় প্রথা অনুসারে নপ্তা বা নপ্ত্রীদের সহিত কখন অবৈধ উপহাস করিতেন না।

তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার কোন কন্যার দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেন নাই।

---

(১) প্রচলিত প্রথা অনুসারে সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় কালে যে মিষ্টান্নপূর্ণ পুরী দেওয়া হয় তাহাকে মধুপুরী বলে।

সমুদ্রযাত্রা তাঁহার মতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কোনবিধ মাদ-. দ্রব্য কোনকালে সেবন করেন নাই। চা বা তামাক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন না। তবে কি ভাবিয়া, বলিতে পারি না, শেষ দশায় ঘ্রাণ-প্রতিরোধক নস্য ব্যবহার করিতেন।

পাঠক, আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সার্ব্বভৌমিক তারানাথ তর্কবাচস্পতির বিস্বাদ জীবনবৃত্তান্ত পাঠে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলাম। ইহা যদি কোন ইউরোপীয় শ্বেতপুরুষের জীবনী হইত, বা পাশ্চাত্য-সভ্যতানুকারী বাঙ্গালিরও হইত, অথবা ইদানীন্তন অধিকাংশ জীবনী-লেখকের রীতি অনুসারে এই জীবনী সুরস করিবার নিমিত্ত ইহা অতিরঞ্জিত করিতাম এবং গ্রন্থের নায়কের দোষগুলি সাবধানপূর্ব্বক গোপন করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা অতি সুস্বাদু হইত। কিন্তু তাহা করিবার কোন উপায় ছিল না। যেহেতুক, ইহা বিবিধ অলঙ্কার-সুশোভিত কাব্য বা নাটক নহে; ইহা যথাযথ জীবনবৃত্তান্ত। বিশেষতঃ, যে তারানাথ স্বয়ং জীবদ্দশায় এ জগতে কাহারও প্রিয় হইতে পারেন নাই, তাঁহার মৃতজীবনী কখন লোকপ্রিয় হইতে পারে? এবং একমাত্র তাঁহা.. ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে লো..প্রিয় হইতে দেয় নাই। তিনি অধুনাতন অনেকের ন্যায় ধর্ম্মবিশ্বাসকে দূরে রাখিয়া লোক-রঞ্জনার্থ "যে দি.. জল প.. সেই দিকে ছাতা ধরিতে পারিতেন না" বলিয়াই .. . তাঁহাকে অনাদর ক..তেন ও হয়তো চির..ল করি..ন নতু.. তিনিও জন্মান্তরীণ ক.... বিশ্বাস থাকায় না.. ..দ্যা..কে ..ন্নাচ্ছাদন এবং বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক বিদ্যাদান এবং অনেক নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দানদ্বারা সভ্য জগতের ..নুষ্ঠেয় ..ও যথে.. করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি স্বজাতির প্রিয় হইতে পারেন নাই। তবে, তিনি যে সকল অত্যুপাদেয় ও অত্যাবশ্যক গ্রন্থনিকর রচনা করিয়া গিয়াছেন.

যাহারাই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের সর্ব্বত্র স্থাপন করিয়াছে। কেহ কোন কালে সসৈন্য সম্রাট্ সহস্রের সাহায্য লইয়াও তারানাথ তর্কবাচস্পতির পাষাণ-ভিত্তিমূলে স্থাপিত এই সুরম্য স্মৃতিচিহ্নকে কোন ক্রমে বিলুপ্ত করিতে পারিবেন না। যেহেতু তারানাথের সারবান্ গ্রন্থগুলি চোরিত পরস্ব প্রকাশভয়ে ভাবান্তর দ্বারা রূপান্তরিত নহে, তাহারা তাঁহার চিন্তাশীল মস্তিষ্কের উত্তপ্ত ফেণপুঞ্জ। এবং যেহেতুক, যিনি সমুদয় বিস্ময়কর বিশ্বের অন্তঃসার ও নিয়ন্তা, ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহারই নাম নিহিত ও তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং যাহাতে তাঁহার নামের সংস্পর্শ থাকে, তাহা যুগপ্রলয়েও বিলুপ্ত হইবার নহে।

সম্পূর্ণ।